উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২৫ আষাঢ় ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 10 July 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 53

কেকেআরে কোচ দ্রাবিড়, জল্পনা

বারোর পাতায়

ডাচদের বিরুদ্ধে নাছোড় ইংল্যান্ড

এগারোর পাতায়

অগ্নিমূল্য সবজি

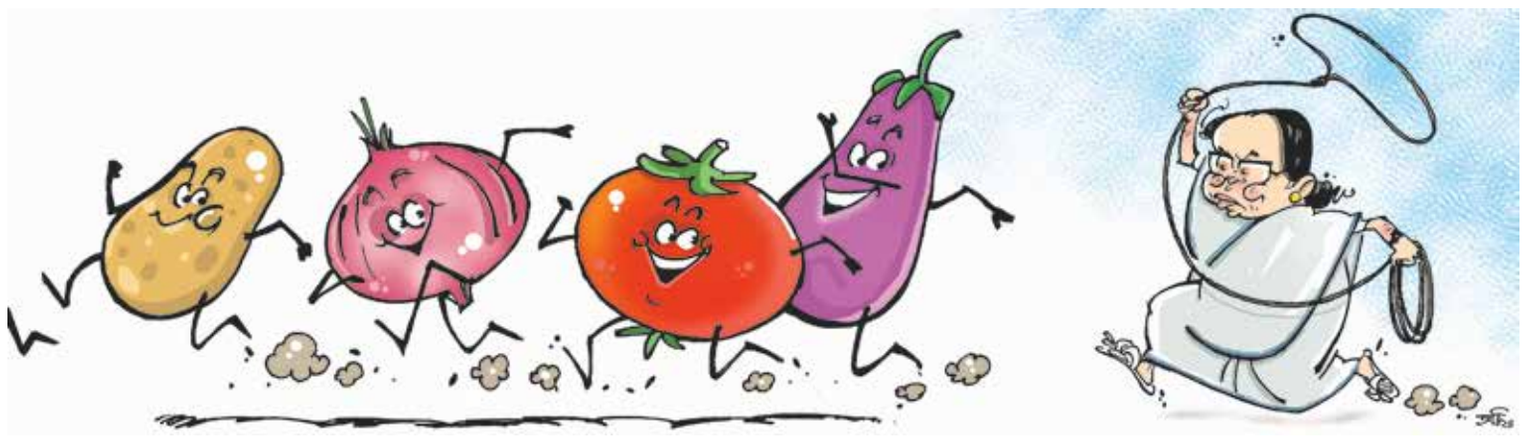

দাম কমাতে ১০ দিন সময় মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তরের বাজারদর

সবজি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার	জলপাইগুড়ি	শিলিগুড়ি
আলু (বর্ধমান)	৩০ টাকা	৩০ টাকা	৪০-৪৫ টাকা	৩৫-৪০ টাকা
আলু (ভুটান)	৪০ টাকা	৪০ টাকা	৪০ টাকা	৫০-৬০ টাকা
পটল	৬০ টাকা	৬০ টাকা	৬০ টাকা	৮০ টাকা
বেগুন	৬০-৮০ টাকা	৬০ টাকা	৮০-৯০ টাকা	১২০ টাকা
টমেটো	১০০ টাকা	১০০ টাকা	১০০ টাকা	১১০-১২০ টাকা
কাঁচা লংকা	১২০ টাকা	১৫০ টাকা	১৯০-২০০ টাকা	১৫০-১৬০ টাকা
পেঁয়াজ	৪৫ টাকা	৫০ টাকা	৬০ টাকা	৫০-৬০ টাকা
রসুন	৩০০ টাকা	২৫০ টাকা	৩০০ টাকা	২৫০ টাকা
আদা	৩০০ টাকা	২০০ টাকা	২৮০-৩০০ টাকা	২৫০ টাকা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জুলাই : সবজির দাম আকাশছোঁয়া। মাছের দামও তাই। মাছেভাতে বাঙালির বাজার করাই কঠিন হয়ে গিয়েছে। এতে একশ্রেণির ব্যবসায়ীর অসাধু মনোবৃত্তির পাশাপাশি ফের নিজের সরকারের আধিকারিকদের একাংশের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যেভাবে হোক, ১০ দিনের মধ্যে এই পরিস্থিতির প্রতিকার করতে কড়া নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

তাঁর কথায়, 'সবজির দাম এত হওয়ার কথা নয়। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী মুনাফা লুটতে দাম বাড়িয়ে সংকট তৈরির চেষ্টা করছেন। মুনাফাখোরদের জন্যই এই মূল্যবৃদ্ধি।' খাদ্যসামগ্রীর মূল্য নিয়ন্ত্রণে গঠিত টাস্ক ফোর্সের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর ভাষায়, 'টাস্ক ফোর্স গঠন করেছিলাম। তারা শেষ কবে মিটিং করেছে, জানি না।' এরপরই তিনি নির্দেশ দেন, যত দিন না দাম কমে, ততদিন টাস্ক ফোর্সকে বৈঠক করে যেতে হবে। আমি মুখ্যসচিব ও রাজ্য পুলিশের ডিজিকে এজন্য নির্দেশ দিচ্ছি।'

অন্য রাজ্যে পণ্যসামগ্রী যাতে না যায়, সেদিকেও নজর রাখতে বলেন তিনি। মমতার সাফ কথা, 'আগে বাংলার চাহিদা মিটবে, তারপর অন্য রাজ্যে জিনিস যাবে।' ক'দিন ধরে বাংলায় খাদ্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে অভিযোগ উঠছে। মানুষের প্রাণ ওষ্ঠাগত। হকার উচ্ছেদ ও বেআইনি জমি দখলের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ শুরু করার পর মুখ্যমন্ত্রী মঙ্গলবার নজর দিলেন মূল্যবৃদ্ধিতে।

শুধু এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি মঙ্গলবার নবান্নে প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। মূল্যবৃদ্ধির পরিস্থিতি জানাতে এখন প্রতি সপ্তাহে পুলিশকে রিপোর্ট দিতে হবে বলে তিনি জানান। টাস্ক ফোর্স এখনও মূল্যের লাগাম ধরতে পদক্ষেপ না করায় মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রশ্ন, 'আমাদের রাজ্যে কেন নাসিকের পেঁয়াজের জন্য ভরসা করতে হবে? পেঁয়াজের জন্য তো হিমঘর করে দেওয়া হয়েছে।'

গত বছর এ সময় আলুর দাম ছিল কিলোপ্রতি ২২ টাকা। এবার হয়েছে ৩৫ টাকা। বাজারে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করতে ব্যবসায়ীদের একাংশ হিমঘরে আলু মজুত করে রেখেছে বলে মমতা অভিযোগ করেন। মূল্যবৃদ্ধির জন্য তিনি কেন্দ্রকেও দায়ী করেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাড়ানোয় তার প্রভাবে সবকিছুর দাম বাড়ছে।

মাছের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে তিনি ছোট ছোট পুকুরে তেলাপিয়া মাছের চাষ করার পরামর্শ দেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কারা রটিয়ে দিয়েছে তেলাপিয়া মাছ খেলে ক্যানসার হয়। আমি ডাক্তারদের সঙ্গে কথা বলেছি। এরকম কিছু হয় না। নির্ভয়ে তেলাপিয়া খান।' তেলাপিয়া নিয়ে মিথ্যা খবর রটানোতেও কঠোর পদক্ষেপ করতে পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয় ওই বৈঠকে।

মমতা বলেন, 'এতদিন ডিমের জন্য আমাদের অন্ধ্রপ্রদেশের ওপর নির্ভর করতে হত। এবার ডিসেম্বরে আমরা আত্মনির্ভর হয়ে যাব। কেন এ রাজ্যে ডিমের অভাব থাকবে? মাছ-ডিম খেয়েই তো বাঙালি থাকে।' তাঁর আক্ষেপ, 'সবজির দাম বাড়লেও চাষিরা তা পাচ্ছেন না। কিছু দালাল মাঝখানে এই টাকা নিয়ে নিচ্ছে। আর মূল্যবৃদ্ধির জন্য মানুষ বাজারে যেতে ভয় পাচ্ছেন।'

মূল্যবৃদ্ধির নেপথ্যে

- মুখ্যমন্ত্রীর মতে, দায়ী ব্যবসায়ীরা। বেশি মুনাফার লোভ
- হিমঘরে মজুত রেখে আলুর কৃত্রিম সংকট তৈরি
- ভিনরাজ্যে পাচারে বাংলায় খাদ্যপণ্যের ঘাটতি
- পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব
- বাজারে দালালরাজ, বঞ্চিত প্রকৃত কৃষক

আলু-পেঁয়াজ কিনেই গৃহস্থের পকেট ফাঁকা

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : সাতসকালে পকেটে ৩০০ টাকা আর হাতে থলে নিয়ে হায়দরপাড়া বাজারে এসেছিলেন যাটোর্ধ্ব সুশান্ত সরকার। প্রথমে মাছ বাজারে ঢুঁ মেরে আধাকিলো রুই মাছ কেনার পর তাঁর হাতে তখন বেঁচে ১৬৫ টাকা। গিন্নি পকেটে ফর্দ গুঁজে পইপই করে বলে দিয়েছেন, আনাজ একটু বেশি বেশি চাই। কিন্তু সবজি বাজারে ঢুকতেই সরকারবাবুর মাথায় হাত। এক কিলো আলু আর এক কিলো পেঁয়াজ কিনেই তাঁর পকেট ফাঁকা হওয়ার জোগাড়। তখনও কেনা বাকি ঢ্যাঁড়শ, লংকা, বেগুন, পটল ও টমেটো। দোকানদার পরিচিত বলে বাকিতে নিতে অসুবিধে হয়নি ঠিকই, কিন্তু এতগুলো টাকা গচ্চা যাওয়ায় বিড়বিড় করে ফুঁসছিলেন তিনি।

কয়েকদিন আগেও অবশ্য পরিস্থিতি এতটা খারাপ ছিল না। কিন্তু হঠাৎই শিলিগুড়ির বাজারে সবজি অগ্নিমূল্য হয়ে ওঠায় রীতিমতো দিশেহারা গৃহস্থরা। মাছ, মাংস কিনতে যাঁদের এক সময় ঘাম ছুটত, তাঁদের এখন সবজি কিনতে গিয়ে ঘাম ঝরছে। তরিতরকারির বেশিরভাগই কিলো প্রতি দাম প্রায় ১০০ টাকা। তাই বাজার করতে গিয়ে অল্প সবজি কিনেই কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছেন অনেকে। যদিও খুচরো বিক্রেতাদের সাফাই, 'পাইকারি বাজার থেকে তাঁদেরও বেশির দামে জিনিস কিনতে হচ্ছে। সেই কারণে আলু, পেঁয়াজ, কাঁচা লংকার মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম একটু বাড়ছে।'

মঙ্গলবারই জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে নবান্নতে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু শহরের বাজারগুলিতে এদিনও যে শাকসবজির অগ্নিমূল্য চেহারা দেখা গেল তাতে আগামী কয়েকদিনে পরিস্থিতি কোন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় তা ভেবেই আতঙ্কিত হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। যে আলু দু'দিন আগে পর্যন্ত ২০-২৫ টাকা কিলো দরে বিক্রি হয়েছে, সেই জ্যোতি আলু শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে এদিনও বিক্রি হয়েছে ৩৫-৪০ টাকা কিলো দরে। দামে ঝাঁঝ বেড়েছে পেঁয়াজেরও। এখনও পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে কোথাও ৫০ টাকা আবার কোথাও ৬০ টাকা কিলো দরে। অথচ কয়েকদিন আগে পর্যন্ত ভালো মানের পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে ৩৫-৪০ টাকা কিলো দরে। কাঁচা লংকা কিনতে গিয়েও হাত পুড়ছে ক্রেতাদের। এদিন শিলিগুড়ির বিধান মার্কেট, রবীন্দ্রনগর-রথখোলা, হায়দরপাড়া বাজারে এই লংকা বিক্রি হয়েছে ১৫০-১৬০ টাকা কিলো দরে।

এরপর দশের পাতায়

জওয়ানের স্ত্রীকে মার পড়শিদের, বিতর্কে রঞ্জন

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : সরকারি রাস্তা দখল করে তৈরি হয়েছে বাড়ি। তার প্রতিবাদ করতে গিয়ে প্রতিবেশীদের হাতেই আক্রান্ত হতে হল সেনা জওয়ানের পরিবারকে। ঘটনাটি শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের শান্তিনগরের। প্রতিবেশী ও জমি মাফিয়াদের ভয়ে জওয়ানের স্ত্রী ও কন্যা এখন বাড়িছাড়া। পুরো ঘটনায় মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় কাউন্সিলার, বিতর্কিত তৃণমূল নেতা রঞ্জন শীলশর্মার বিরুদ্ধে।

দেশের সীমান্ত রক্ষার দায়িত্বে মোতায়েন রয়েছেন শান্তিনগরের ওই এসএসবি জওয়ান। বর্তমানে তাঁর পরিবারের লোকেরাই নিরাপত্তাহীনতায় ঘরছাড়া থাকায় বিষয়টি নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী যখন রাজ্যজুড়ে জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিচ্ছেন, ঠিক সেই সময় এই ঘটনা অনেক প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় হল, ওই মহিলা দাবি করছেন বিষয়টি তিনি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে জানালে তিনিও কোনও ব্যবস্থা নেননি। এখানেই রঞ্জন-শিখার সুসম্পর্কের কথা উঠে আসছে এলাকায়।

রাস্তা দখলের প্রতিবাদের শাস্তি

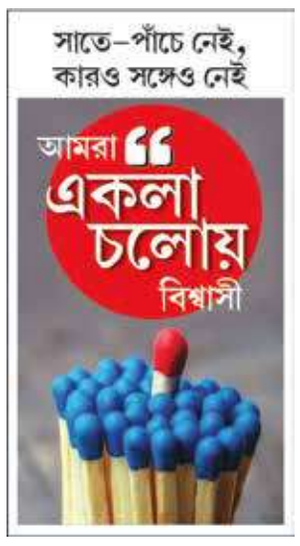

ঘটনায় সোমবার আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ করেছেন জওয়ানের স্ত্রী মধুমিতা রায়। যদিও মঙ্গলবার পর্যন্ত অভিযুক্তদের ধরতে পারেনি পুলিশ। আশিঘর পুলিশ ফাঁড়ির এক আধিকারিক বলছেন, 'গোটা পাড়া অভিযোগকারিণীর বিরুদ্ধেই রয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে। সেই কারণে এখনই কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে ঘটনার তদন্ত চলছে।'

থানায় রঞ্জনের নামে অভিযোগ দায়ের না করলেও সংবাদমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় কাউন্সিলারের বিরুদ্ধেই জমি দখলে মদত দেওয়ার ঘোরতর অভিযোগ তুলেছেন মধুমিতা। মধুমিতা বলছেন, 'দুষ্কৃতীদের মাথায় কাউন্সিলারের হাত থাকার কারণে প্রশাসন ওদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। এর আগেও আমাকে মারধর করা হয়েছে।' রঞ্জনকে ফোনে ধরা হলে প্রশ্ন শেষ করার আগেই তিনি বলেন, 'এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই'। আপনারই লোক নাকি মারধর করেছে, এমন অভিযোগ উঠছে। কী বলবেন? রঞ্জনের জবাব, 'ঠিক আছে। ওকে। আমার কিছু বলার নেই।'

এরপর দশের পাতায়

সরকারি নথিই ঢাল দখলদারদের

ভোরের আলোর অন্ধকার

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : সরকারি ব্যবস্থাপনাতেই গজলডোবায় লুট হয়েছে সরকারি জমি। খাসজমি দখল করে তৈরি করা বেআইনি রিসর্ট, রেস্তোরাঁগুলিকে দেদারে ট্রেড লাইসেন্স দিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। দেওয়া হয়েছে হোল্ডিং নম্বরও। রিসর্টের বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকেই। বেআইনি রিসর্ট, রেস্তোরাঁয় মিটার বসিয়ে দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ সংযোগ। অপরাধ ধামাচাপা দিতে সেই ট্রেড লাইসেন্স, বিদ্যুৎ বিল, হোল্ডিং নম্বরের নথিকেই এখন ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছে জমি মাফিয়ারা।

পঞ্চায়েত কর্তাদের একাংশের মদতেই যে গজলডোবায় জমি দখলের কারবার রমরমা হয়েছে সেখবর পৌঁছে গিয়েছে নবান্নে। তারপরই রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা বার্তা পাঠান জেলা প্রশাসনের কাছে। তাই মান্তাদারি পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষকে আপাতত গজলডোবা এলাকায় নতুন করে কোনওরকম ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া বা পুরোনো লাইসেন্স নবীকরণ বন্ধ করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। তবে গ্রাম পঞ্চায়েতের যে কর্তা বা জনপ্রতিনিধিরা বেআইনি কাজকর্ম করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও তদন্তের নির্দেশ হয়নি।

না, দুর্নীতির খেলা ট্রেড লাইসেন্সেই থেমে থাকেনি। দখলদারদের কাছ থেকে দিনের পর দিন জমির খাজনা নিয়েছে ভূমি দপ্তর। সেইসব রসিদও যত্ন করে রেখে দিয়েছেন ভূ-মাফিয়ারা। জমির মালিক না হলে কেন তাঁদের কাছে বছরের পর বছর খাজনা নিচ্ছে ভূমি দপ্তর সেই প্রশ্ন তুলেছেন দখলদাররা। শিলিগুড়ির ব্যবসায়ী সুব্রত সাহার প্রশ্ন, 'আমার নামে জমি নেই। কিন্তু আমি খাজনা দিই, আমার নামে নামে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে। আমার ট্রেড লাইসেন্সও আছে। তাহলে আমার রিসর্ট কীভাবে বেআইনি হল?'

খাজনা জমার রসিদে কোনও দাগ নম্বরের কত পরিমাণ জমির খাজনা জমা হচ্ছে তার বিবরণ দেওয়া থাকে। ভূমি দপ্তরের সিল দেওয়া সেই সরকারি রসিদ ব্যবহার করে নানা অনৈতিক কাজ করছেন মাফিয়ারা। বর্তমানে রাজ্য ভূমি দপ্তরের অ্যাপের মাধ্যমে খুব সহজেই ঘরে বসেই মোবাইলের মাধ্যমে নথিভুক্ত জমির যাবতীয় তথ্য পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট তথ্য দিয়ে খুঁজলেই সংশ্লিষ্ট জমি সরকারি না খতিয়ানভুক্ত, সেই জমির পাট্টা দেওয়া হয়েছে কি না, হলে কার নামে পাট্টা রয়েছে ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য জানা যায়। সেক্ষেত্রে কেউ জাল নথি নিয়ে খাজনা জমা দিতে গেলেও সহজেই তাকে ধরা যায়।

গলদ যেখানে

- খাসজমিতেই ট্রেড লাইসেন্স পেয়েছে দখলদাররা
- মিলেছে বিল্ডিং প্ল্যান, বিদ্যুৎ সংযোগও
- কাঠগড়ায় মান্তাদারি গ্রাম পঞ্চায়েত, নিয়মেই আসল গলদ
- খাজনা নিয়েছে ভূমি দপ্তর, এখন অবশ্য ভূমি দপ্তরের কর্তারা এসব নিয়ে কিছুই বলতে চাইছেন না

এতসবের পরও কেন দখলদারদের কাছ থেকে খাজনা নিলেন? সব জেনেবুঝেই দখলদারদের সাহায্য করতেই কি খাজনা নেওয়া হয়েছে? ভূমি দপ্তরের কর্তারা এসব নিয়ে কিছুই বলতে চাইছেন না। প্রশ্ন করায় দপ্তরের এক আধিকারিক তো বলেই ফেললেন, 'বারবার এসব প্রশ্ন করে বিরক্ত করলে আইনি পদক্ষেপ করব।' মৌচাকে ঢিল পড়তেই কি তাহলে হুল ফোটাতে চাইছেন ভূমিকর্তা? সেই প্রশ্ন উঠছে।

চোরকে বলে চুরি করো, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকো – গজলডোবার জমি কেলেঙ্কারিতে রাজ্যের

এরপর দশের পাতায়

পুনর্জন্মের মুখে বিএসএনএল

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : টুইটার, ফেসবুক ঘাঁটলে মিমের ছড়াছড়ি। মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়ে, সংগীতানুষ্ঠানে জাস্টিন বাইবারের ৮৩ কোটির পারিশ্রমিক নিয়ে হাজারো চর্চা চলছে। সেইসঙ্গে নেটাগরিকরা জুড়ে দিচ্ছেন অতিসম্প্রতি মুঠোফোনের খরচ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত। নিছকই মজার ছলে। কিন্তু সেই মজা আর মজা নেই।

দেশের বড় তিনটি টেলিকম সংস্থা যখন ট্যারিফ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তখন নতুন করে স্বপ্ন দেখছে অন্ধকারে ডুবতে থাকা ভারতীয় সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)। যেন পুনর্জন্মের হাতছানি।

কম টাকায় ট্যারিফ প্ল্যান পেতে রাতারাতি বেসরকারি সংস্থার পরিষেবা ছেড়ে সরকারি সংস্থা বিএসএনএলের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন অনেকেই। পরিসংখ্যান বলছে, শুধু বিএসএনএলের শিলিগুড়ি অপারেশন এলাকার মধ্যে (দার্জিলিং ও কালিম্পং) গত কয়েকদিনে বেসরকারি টেলিকম সংস্থাগুলির পরিষেবা ছেড়ে বিএসএনএলে পোর্ট করার সংখ্যা ৩৫ গুন বেড়েছে। সংখ্যাটা যে উত্তরোত্তর বাড়বে, তা নিয়ে দ্বিমত নেই বিএসএনএল কর্তাদের।

সংস্থার শিলিগুড়ির অপারেশন এরিয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার (কনজিউমার ফিক্সড অ্যাক্সেস) সন্দীপন ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'গত দু'দিনে শিলিগুড়ির অফিস থেকে গড়ে একশোরটির বেশি পোর্ট হয়েছে। ৩ জুলাই থেকে বেসরকারি সংস্থাগুলি ট্যারিফের মাশুল বৃদ্ধি হওয়াতেই সাধারণ মানুষ আমাদের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছেন। বিএসএনএল ফ্রাঞ্চাইজি, রিটেলার থেকেও অনেক সংযোগ হচ্ছে। মোট কত সংযোগ হল তার রিপোর্ট মাসের শেষে পাওয়া যাবে। বর্তমানে নেটওয়ার্ক পরিষেবা আরও ভালো করার দিকে আমরা জোর দিচ্ছি।'

পোর্ট করাতে লাইনে গ্রাহকরা

শিলিগুড়ির বিএসএনএল অফিসে সিম নিতে লাইন।

শিলিগুড়ি টেলিফোন এক্সচেঞ্জের গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্রে মঙ্গলবার ছিল বিএসএনএলে নম্বর পোর্ট করার লম্বা লাইন। হঠাৎ করে নতুন সংযোগের বিপুল চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় বিএসএনএলের কর্মী, আধিকারিকদের ঘুম উড়েছে। রাত জেগে তাঁরা কাজ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এরপর দশের পাতায়

একনজরে

পুরীতে পড়ে গেল বলরামের মূর্তি

পুরীতে রথ থেকে নামানোর সময় বলরামের মূর্তি পড়ে গেল। মঙ্গলবার রাতে এই দুর্ঘটনার খবর সামনে এসেছে। বলরামের মূর্তি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গুণ্ডিচা মন্দিরে। সেখানেই রথ থেকে নামানোর সময় সেটি পড়ে যায়। এই দুর্ঘটনায় পাঁচজন সেবায়েতের জখম হওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। বর্তমানে জখম পাঁচজনেরই চিকিৎসা চলছে পুরীর হাসপাতালে। এর আগে রথের দিন ভিড়ে পদপিষ্ট হওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে পুরীতে। তার পরে মঙ্গলবারের এই ঘটনায় রথযাত্রা অনুষ্ঠানের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর

গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হতে চলেছেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই প্রতিবেদন অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। মাঝে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের কারণে থমকে ছিল নয়া কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরির নাম ঘোষণা। রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হিসেবে গম্ভীরের নাম ঘোষণা করে দিলেন সমাজমাধ্যমে।

বিস্তারিত বারোর পাতায়

মোদিকে রাশিয়ার সর্বোচ্চ অসামরিক সম্মানে ভূষিত করছেন পুতিন। মস্কোতে।

যুদ্ধ থেকে ফিরতে পারেন ভারতীয়রা

মস্কো, ৯ জুলাই : নৈশভোজ, গল্ফকার্টে ভ্রমণ, ঘরোয়া আলোচনা, আনুষ্ঠানিক বৈঠক, একান্ত বৈঠক...। ৪৮ ঘণ্টার ঝোড়ো সফরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে আপ্যায়নে ত্রুটি ছিল না রাশিয়ার। সে দেশের সর্বোচ্চ নাগরিক সম্মান 'অর্ডার অফ সেন্ট অ্যান্ড্রু দ্য অ্যাপোসল দ্য ফার্স্ট কল্ড' দেওয়া হল তাঁকে।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ২৮টি চুক্তি হলেও বিশ্বের নজর ছিল ইউক্রেন যুদ্ধ সম্পর্কিত অবস্থানে। নরেন্দ্র মোদি তা জানতেন। রাশিয়ার প্রেসিডেন্টের সঙ্গে মতবিনিময়ের পর তিনি বলেন, 'আমি আশার আলো দেখতে পাচ্ছি। ইউক্রেনে শান্তি ফেরাতে ভারত সবরকম সহযোগিতা করতে তৈরি।' প্রেসিডেন্ট পুতিন বা রাশিয়ার কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য মেলেনি।

কিন্তু চরম কটাক্ষ করেছেন ইউক্রেনের রাষ্ট্রপ্রধান ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। তিনি মন্তব্য করেছেন, খুনির সঙ্গে আলিঙ্গন করেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, 'প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদির বৈঠক শান্তি প্রচেষ্টার ওপর বিধ্বংসী আঘাত ও বিরাট হতাশা।' উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকাও। মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ম্যাথু মিলার বলেন, 'ভারতের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠতা নিয়ে আমাদের উদ্বেগ দিল্লিকে জানানো হয়েছে।'

যদিও সম্প্রতি কিভের শিশু হাসপাতালে মাত্র দু'দিন আগে রুশসেনার বোমাবর্ষণে বেশ কয়েকজনের মৃত্যু নিয়ে মোদি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, 'যুদ্ধ বা সংঘর্ষ হোক কিংবা সন্ত্রাসবাদী হামলা, নিরপরাধ মানুষের মৃত্যু বিশ্বকে নাড়িয়ে দেয়। সবচেয়ে বেদনাদায়ক হল শিশুদের প্রাণহানি।' রুশ প্রেসিডেন্টকে তাঁর বার্তা, 'যুদ্ধক্ষেত্রে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। আলোচনা এবং কূটনীতিই এগিয়ে যাওয়ার পথ।'

রাশিয়ার সেনাবাহিনীতে কর্মরত ভারতীয় নাগরিকদের দেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করতে পুতিনকে অনুরোধ করেন মোদি। তাতে সায় দেন পুতিন। বর্তমানে রাশিয়ার বাহিনীতে প্রায় ৫০ জন ভারতীয় আছেন। তাঁদের কয়েকজনকে ইউক্রেনে যুদ্ধ লড়তে পাঠানো হয়েছে।

রায়গঞ্জে সন্ত্রাসের শঙ্কা বিরোধীদের

কলকাতা ও রায়গঞ্জ, ৯ জুলাই : বিধানসভা বা লোকসভা ভোটের তুলনায় উপনির্বাচন নেহাতই পাড়ার ক্রিকেট ম্যাচ। শাসক ও বিরোধীর নিয়মরক্ষার লড়াই অনেকটা। বুধবার বাংলার চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের সেই উপনির্বাচনে যেন আচমকা উত্তাপ ছড়াল একটি অডিওতে। অডিওটি সামনে এনেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। উপনির্বাচনের আগের দিন মঙ্গলবার ওই অডিও বিড়ম্বনায় ফেলল মানিকতলা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবেকে।

এতে অস্বস্তিতে পদ্ম শিবির। উত্তরবঙ্গে একমাত্র উপনির্বাচন হচ্ছে রায়গঞ্জে। এই কেন্দ্রে গতবারের নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। লোকসভায় হেরে তিনি এখন ঘাসফুল প্রতীকে প্রার্থী। বিরোধীদের মাথাব্যথা সন্ত্রাসের আশঙ্কা।

কুণালের অডিওয় উত্তাপ উপনির্বাচনে

যদিও এই কেন্দ্রে মোতায়েন রয়েছে ১২ কোম্পানি আধাসেনা। কিন্তু ২০১৭-র রায়গঞ্জ পুরসভা এবং ২০১৮-র পঞ্চায়েত নির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে বিরোধীরা উদ্বিগ্ন। ইতিমধ্যে হুমকি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে তাদের অভিযোগ। সিপিএমের উত্তর দিনাজপুর জেলা সম্পাদক আনওয়ারুল হকের দাবি, 'জোট কর্মীদের হুমকি দিয়ে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে।'

জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তুষার গুহ বলেন, 'আমাদের আশঙ্কা, পুরসভা ও পঞ্চায়েত ভোটের কৌশল নিতে পারে তৃণমূল।'

এরপর দশের পাতায়

পাঁচ জেলায় লাল সতর্কতা, বাড়ছে দুর্ভোগ

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : মঙ্গলের রাত পোহালেই 'অমঙ্গলের বান' আসতে পারে, এমন অশনিসংকেত ছিল আকাশে। কিন্তু রাতের জন্য অপেক্ষা না করে মঙ্গলের সাতসকালেই উত্তরবঙ্গকে নতুন করে ভিজিয়ে দিল আকাশ। শুধু ভেজালে তেমন হয়তো উদ্বেগ ছিল না। কিন্তু সামনে যে দুর্দিন অপেক্ষা করছে, সেই বার্তাও দিয়ে রেখেছে ক্রমশ শক্তিশালী হওয়া মৌসুমি অক্ষরেখা। তাই তিনের পরিবর্তে পাঁচ জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

বুধবার পাহাড়ের দুই জেলা দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাশাপাশি সমতলের জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কোচবিহারে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভারী বৃষ্টি হতে পারে শিলিগুড়ি লাগোয়া উত্তর দিনাজপুরের একটা অংশে। তবে বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির জেরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে গৌড়বঙ্গের বাকি এলাকায়। ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় উত্তরের পাঁচ জেলাতেই প্রশাসনের তরফে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দুর্যোগ মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনগুলির তরফে বিশেষ দল গঠন করা হয়েছে। আবহাওয়া ও সেচের সঙ্গে সমন্বয় রাখা হচ্ছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।

২৪ ঘণ্টা আগেও তিস্তা নিয়ে তেমন উদ্বেগ ছিল না চমকডাঙ্গি বা টাকিমারির। কিন্তু নদীর গর্জনে মঙ্গলবার সকালের আকাশ পরিষ্কার হওয়ার আগেই এই দুই এলাকার মানুষের ঘুম ভেঙে যায়। আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুসারে, মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ৮টা পর্যন্ত সেবকে ১৭৪.৮ এবং গজলডোবায় ১৮১.৮ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। যথারীতি জল থইথই অবস্থা জলপাইগুড়ি (১২৮.৮), নাগরাকাটা (১৪৩.০), বক্সা (১৫৩.০), কোচবিহারেও (৮২.১)। শিলিগুড়ি ও চম্পাসারিতে যথাক্রমে বৃষ্টি হয়েছে ৬৬.৪ এবং ৯০.০ মিলিমিটার। লাল সতর্কতা ছাড়া যদি এতটা ভারী বৃষ্টি হয়, তবে বুধবার কেমন বৃষ্টি হতে পারে, তা আন্দাজ করতে গিয়ে দুশ্চিন্তাটাই বড় হয়ে উঠছে।

আবহবিদদের বক্তব্য, হঠাৎই মৌসুমি অক্ষরেখা সক্রিয় হওয়ায় এই পরিস্থিতি। আগামী ৪৮ ঘণ্টা পর পরিস্থিতি আরও খারাপের দিকে যেতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা। বৃষ্টি না থামলে যে পরিস্থিতির উন্নতি হবে না, সেটাও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন তাঁরা। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার বক্তব্য, 'বঙ্গোপসাগরের ওপর কোনও নিম্নচাপ তৈরি হলেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটতে পারে।' আপাতত যে সাগরে তেমন কোনও নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে না, তা আবহাওয়ার মতিগতিতে পরিষ্কার। অর্থাৎ বৃষ্টি দুর্ভোগ আরও কয়েকদিন চলবে।

গজলডোবায় ফুঁসছে তিস্তা। তারই মাঝে চলছে বাঁধের কাজ। -সূত্রধর

উত্তরবঙ্গে যে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে, আবহাওয়া দপ্তরের এমন পূর্বাভাস পেয়ে সোমবারই প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশও দেন তিনি। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের নির্দেশ পেয়ে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া শুরু করে দিয়েছে জেলাগুলি। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন যেমন সেচ দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে নদীতে নজরদারি শুরু করে দিয়েছে, তেমনই দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলা প্রশাসন ধসপ্রবণ এলাকাগুলির দিকে নজর রাখছে। পাঁচটি জেলাতেই বাসিন্দাদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি ত্রাণশিবির তৈরি রাখা হয়েছে।

দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক ডাঃ প্রীতি গোয়েল বলছেন, 'কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে। লাইন ডিপার্টমেন্টগুলিকে কাজে নামানো হয়েছে। নজরদারিও রাখা হয়েছে।'

আজ টিভিতে

রোশনাইকে বেনারসে পাঠিয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছে আরণ্যকের পরিবার? সেখানে কোন বিপদ অপেক্ষা করছে রোশনাইয়ের জন্য? **স্টার জলসায়** সোম থেকে রবি রাত ৮.৩০ মিনিটে **রোশনাই।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর,

রাঁধুনিতে জগমোহিনী দাসী রাঁধবেন কণিকা এবং বেসর। **আকাশ আটে** দুপুর ১.৩০ মিনিটে।

রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ মেজ বউ, দুপুর ২.৩৫ বাবা লোকনাথ, বিকেল ৫.১০ বদনাম, রাত ৮.০৫ বন্দী, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, দুপুর ১.০০ প্রতিকার, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধ্যা ৭.০০ নাটের গুরু, রাত ১০.০০ বাদশা -দ্য ডন

অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে রাত ১০.৪৫ মিনিটে **জানে তু ইয়া জানে না।**

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় **নাটের গুরু।**

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ মন যে করে উড়ু উড়ু, বিকেল ৪.০০ রাম লক্ষ্মণ, সন্ধ্যা ৭.১৫ সন্তান, রাত ১০.১০ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আই লাভ ইউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অগ্নিতৃষ্ণা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ ফুল আর পাথর

বিনামূল্যে নিট, আইআইটি'র প্রস্তুতির সুযোগ দুই পড়ুয়ার

নাগরাকাটা, ৯ জুলাই : নাগরাকাটার জওহর নবোদয় স্কুলের দুই পড়ুয়া নিট ও আইআইটি পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য নিখরচায় ফাউন্ডেশন কোর্স করার সুযোগ পেল। নিমা ডোলমা লামা নামে এক ছাত্রী নিটের প্রস্তুতির জন্য দুর্গাপুরের জওহর নবোদয় স্কুলের অবন্তী সংস্থায় ও অনীক মণ্ডল নামে এক ছাত্র আইআইটি'র প্রস্তুতির জন্য রাজগীরের জওহর নবোদয় স্কুলে এক্স নবোদয়ন ফাউন্ডেশন কোর্স করার সুযোগ পেয়েছে। এজন্য তাঁদের দক্ষিণা ফাউন্ডেশন সংস্থার পরীক্ষায় বসতে হয়েছিল। বিহার, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে পাটনার অন্তর্গত ৮৭টি জওহর নবোদয় স্কুলের দশম শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীরা ওই পরীক্ষায় বসেছিল। তাঁদের মধ্যে নাগরাকাটার বাসিন্দা নিমা ও ধূপগুড়ির বাসিন্দা অনীক মণ্ডল সফল হয়। নাগরাকাটার জওহর নবোদয়ের অধ্যক্ষ জিতেন্দ্রকুমার সিং বলেন, 'নিখরচায় ফাউন্ডেশন কোর্সে সুযোগ পাওয়াটা যে কোনও নবোদয় স্কুলের কাছে গর্বের বিষয়। দুই পড়ুয়া কাজটি করতে পেরেছে।

স্কুল সূত্রে খবর, নিমা দুর্গাপুরে ও অনীক রাজগীরের নবোদয় স্কুলে আগামী দু'বছর একাদশ-দ্বাদশের পড়াশোনা করবে। পাশাপাশি অভিজ্ঞ শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে চলবে সর্বভারতীয় নিট ও আইআইটির প্রস্তুতি। এজন্য সমস্ত খরচপত্র দক্ষিণা ফাউন্ডেশন বহন করবে। নবোদয়ের প্রতিটি রিজিওন থেকে মোট ১২০ জন ছাত্রছাত্রীকে ফি বছর এই সুযোগ দেওয়া হয়। নাগরাকাটা থেকে এই প্রথম দুজন সেই সুযোগ পেল।

জাতীয় সড়কে হাতিদের রুটমার্চ

লাটাগুড়ি-চালসা জাতীয় সড়কে হাতির পাল। -সংবাদচিত্র

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৯ জুলাই : রাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রুটমার্চে আটকে গেল শয়ে-শয়ে গাড়ি। হয়রানির শিকার হলেন বহু নিত্যযাত্রী। তবে এই রুটমার্চ কোনও সেনাবাহিনী বা পুলিশের নয়। গরুমারার দাঁতাল হাতিরা জাতীয় সড়কে দফায় দফায় দাঁড়িয়ে পড়ে। রাস্তার একপাশের জঙ্গল থেকে অপর পাড়ের জঙ্গলে না গিয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে হাঁটা শুরু করে। যার জেরে সমস্যা চরমে ওঠে। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক রাস্তার উপর দাপাদাপির পর জঙ্গলে ফিরে যায়। ওই পথে স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

মঙ্গলবার রাত আনুমানিক ১১টা নাগাদ গরুমারা ও লাটাগুড়ির জঙ্গলের মাঝের ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে হাতিদের এই রুটমার্চে সমস্যায় পড়েন বহু সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি হাতির আতঙ্কে রাত জেগে কাটিয়েছেন লাটাগুড়ি জঙ্গল লাগোয়া সরস্বতী বনবস্তিবাসী। রাতভর বিভিন্ন স্থানে হাতি তাড়াবার কাজ করে ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সক্ষম হন বনকর্মীরা। এদিন রাত ন'টা নাগাদই একটি দাঁতাল হাতি বেরিয়ে লাটাগুড়ি জঙ্গল সংলগ্ন সরস্বতী বনবস্তিতে ঢুকে পড়ে। স্থানীয়রা হাতিটিকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে ও টর্চের আলো দিয়ে ওই হাতিটিকে তাড়ালেও ওই এলাকার পাশেই একটি ঝোপে আশ্রয় নেয় হাতিটি। তারপর দফায় দফায় এলাকায় সারারাত ঘুরপাক খেয়েছে দাঁতালটি। তবে কারও কোনও ক্ষতি করেনি।

এরই মাঝে রাত ১১টা থেকে লাটাগুড়ি থেকে চালসাগামী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের মাঝের লাটাগুড়ি ও গরুমারার জঙ্গলে মহাকালধাম পার করে দুটি শাবক সহ দশটি হাতির একটি পাল জাতীয় সড়কের ওপর উঠে পড়ে। সাধারণত লাটাগুড়ির জঙ্গল থেকে গরুমারার জঙ্গল অথবা গরুমারার জঙ্গল থেকে লাটাগুড়ির জঙ্গল পারাপার করার জন্য জাতীয় সড়ক ব্যবহার করে হাতিরা। তবে এদিন ঠিক উলটো অভিজ্ঞতা হল এই পথে যাতায়াতকারী নিত্যযাত্রীদের। এদিন ব্যবসার কাজে চালসা থেকে ওই সময় ময়নাগুড়ি ফিরছিলেন ময়নাগুড়ির আনন্দনগরপাড়ার ব্যবসায়ী বাপি সরকার। তিনি বলেন, 'এর আগেও জাতীয় সড়কের এই পথে হাতির পালের সম্মুখীন হয়েছি। তবে এদিনের অভিজ্ঞতা একদম আলাদা। হাতির পাল সাধারণত জাতীয় সড়ক পেরিয়ে জঙ্গলে চলে যায়। কিন্তু এদিন জঙ্গলে না গিয়ে জাতীয় সড়ক ধরে সোজা লাটাগুড়ির দিকে রওনা হয় হাতির পালটি। কয়েক মিটার ধরে দুলকি চালে রীতিমতো রুটমার্চ করে তারা।' সেই সময় লাটাগুড়ির বাসিন্দা পুলিন রায়ও নাগরাকাটা থেকে ফিরছিলেন। তিনি জানান, কোনও সময় হাতিগুলো দল বেঁধে লাটাগুড়ির দিকে যাচ্ছিল আবার কোনও সময় উলটো পথে চালসার দিকেও আসছিল। তাদের মতিগতি ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। তবে রাত ১টা নাগাদ হাতিগুলো জঙ্গলে ফেরত গেলে স্বাভাবিক হয় ওই পথে যান চলাচল। লাটাগুড়ির রেঞ্জ অফিসার বলেন, 'রাতে হাতি তাড়াতে পাহারা দিয়েছেন বনকর্মীরা। তবে একই সময়ে একাধিক স্থানে হাতি বেরিয়ে পড়ায় কিছুটা সমস্যা হয়েছে।'

ফের হেপাজতে দেবাশিস

জলপাইগুড়ি, ৯ জুলাই : জমি কেলেঙ্কারিতে নাম জড়ানো, ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বহিষ্কৃত তৃণমূল নেতা দেবাশিস প্রামাণিকের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দুই দফায় মোট ১২ দিন পুলিশ হেপাজতে থাকার পর মঙ্গলবার দেবাশিসকে জলপাইগুড়ি আদালতে নিয়ে আসা হয়। ইতিমধ্যে গজলডোবায় আর একটি সরকারি জমি দখলের মামলায় ভোরের আলো থানার পুলিশ তাঁকে যুক্ত করেছে। যদিও পরের মামলায় পুলিশ হেপাজতে নেওয়ার জন্য আদালতের কাছে কোনও আবেদন জানানো হয়নি।

গত মাসের ২৬ তারিখ পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার যৌথ অভিযানে গ্রেপ্তার হন দেবাশিস। পরে অনুগামী হিসেবে পরিচিত বিমল রায়, মহম্মদ কালাম গ্রেপ্তার হয়। ধৃতদের বিরুদ্ধে মোট ছয়টি ধারায় মামলা হয়েছিল।

জলপাইগুড়ি আদালত সূত্রে খবর, এদিনে দেবাশিসের জামিনের আবেদন খারিজ হয়েছে।

রেজিস্ট্রি সংখ্যা ডিএল-33004/99 REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

সি.জি.-ডি.এল.- ই-18062024-254772
CG-DL-E-18062024-254772
অসাধারণ
EXTRAORDINARY
ভাগ II - ধারা 3 - উপধারা (ii)
PART II — Section 3 — Sub-section (ii)
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত
PUBLISHED BY AUTHORITY

সংখ্যা 2200] নয়াদিল্লি, শুক্রবার, জুন ১৪, ২০২৪/জৈষ্ঠ্য ২৪, ১৯৪৬
No. 2200] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

সড়ক পরিবহণ এবং জাতীয় সড়ক মন্ত্রক
বিজ্ঞপ্তি
নয়াদিল্লি, ১৪ই জুন, ২০২৪

এস ও ২৩১৮(ই) জাতীয় সড়ক আইন ১৯৫৬ (১৯৫৬-এর সেকশন ৩এ সাবসেকশন (i) দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে (অতঃপর উক্ত আইন হিসাবে উল্লেখিত হবে) কেন্দ্রীয় সরকার জনস্বার্থে জমি যার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নবর্ণিত তপশিলে দেওয়া হয়েছে এনএইচ-৩১ এর ৪/৬ লেনের (নতুন এনএইচ-১০) যার উভয় পার্শ্বের সার্ভিস রোড কিমি ৫৬৯.২৫৮ থেকে কিমি ৫৮১.০৩০ (শিবমন্দির থেকে সেনাছাউনি পর্যন্ত এনএইচ-০২ এর শেষ) দার্জিলিং জেলা জলপাইগুড়ি জেলা ইপিসি পদ্ধতিতে উন্নয়নের জন্য ওই জমি অধিগ্রহণের জন্য আগ্রহ ঘোষণা করছে।

উক্ত জমি সম্পর্কে আগ্রহী কোনও ব্যক্তি সরকারি গেজেটে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হওয়ার একুশ দিনের মধ্যে উক্ত আইনের ধারা ৩সি-এর উপধারা (i) -এর অধীন পূর্বোক্ত উদ্দেশ্যের জন্য এই জমির ব্যবহারে আপত্তি জানাতে পারবেন।

এই ধরনের প্রতিটি আপত্তি যোগ্য কর্তৃপক্ষের কাছে যথা-না স্পেশাল ল্যান্ড অ্যাকিউজিশন অফিসার, তিস্তা ব্যারেজ প্রোজেক্ট, রবীন্দ্রনগর, শিলিগুড়ি-এর কাছে লিখিতভাবে তার কারণ জানিয়ে করতে হবে এবং যোগ্য কর্তৃপক্ষ আপত্তিকারীকে শুনানির ব্যক্তিগতভাবে বা আইনজীবীর মাধ্যমে সুযোগ দিবেন এবং সমস্ত আপত্তি শোনার পর এবং প্রয়োজনে আরও তদন্ত করার পর এবং প্রয়োজন মনে হলে আদেশানুক্রমে আপত্তি সমূহে অনুমতি দিতে পারেন বা আপত্তি খারিজ করতে পারেন।

উক্ত আইনের ধারা ৩সি-এর উপধারা(২)-এর অধীনে যে কোনও আদেশ চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। এই বিজ্ঞপ্তির আওতাধীন জমির পরিকল্পনা এবং জমির অন্যান্য বিবরণ যোগ্য কর্তৃপক্ষের উপরোক্ত কার্যালয়ে আগ্রহী ব্যক্তিগণ কর্তৃক নিরীক্ষণের জন্য প্রাপ্ত হবে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জাতীয় সড়ক ৩১ (নতুন জাতীয় সড়ক-১৯) -এর কিমি ৫৬৯-২৫৮ থেকে কিমি ৫৭৫.০০০ পর্যন্ত বিস্তৃত জমির কাঠামো বা ব্যতিরেকে অধিগৃহীত জমির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

তপশিল

রাজ্য : পশ্চিমবঙ্গ জেলা : দার্জিলিং

ক্র.স:	সার্ভে/প্লট নম্বর		জমির ধরন	জমির প্রকার	এরিয়া	
					একর	হেক্টর
তালুক - গোরচরণ, জে.এল.নং-৮১, থানা : মাটিগাড়া						
১	এল আর	৬৩৩	সরকারি	নদী	০.০০২২	০.০০০৮৯০৩
২	এল আর	৮১৩	ব্যক্তিগত	ডাঙ্গা	০.১৪	০.০৫৬৬৫৭২
৩	এল আর	৮২০	ব্যক্তিগত	রুপনী	০.০৬৫২০০১	০.০২৬৩৮৬১
৪	এল আর	৮২২	ব্যক্তিগত	ডাঙ্গা	০.০১৬২০০১	০.০০৬৫৫৬১
৫	এল আর	৮২৫	ব্যক্তিগত	ডাঙ্গা	০.০৭১২	০.০২৮৮১৪৩
					সর্বমোট	০.১১৯৩০৪

[এফ নম্বর-RW/NH/12012/6/2015 WB/P-3/3A]

অভয় জৈন
ডেপুটি সেক্রেটারি

বিক্রয়

তুফানগঞ্জ মেন রোডের ধারে তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয় থেকে প্রায় ৫০০ মিটার উত্তরে বাড়ি সহ সাড়ে সাত কাঠা জমি বিক্রি হবে। মো- 7001898050. (C/111453)

•

শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়া N.T.S. মোড়, রেজিস্টারি জমির উপর দোকান ঘর বিক্রয়। দাম ৪ লাখ টাকা। 9832077445. (C/111459)

ভর্তি

স্বল্প কোর্স ফি-তে D.El.Ed 2024-26 session-এ ভর্তির সুবর্ণ সুযোগ। Sarif College of Education. M : 9563983450/ 9609113720. (C/111461)

কর্মখালি

জলপাইগুড়িতে দোকানে কাজের জন্য পরিশ্রমী ছেলে চাই। বেতন - আলোচনাসাপেক্ষে। M : 8016809343. (C/111159)

•

Job Vacancy for Teaching & Non Teaching Staff North East Zone for Cooch Behar. Contact with - 6294227883, Brain Gurukul. (C/110748)

•

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা। সঙ্গে অন্যান্য সুবিধা। বেতন সাক্ষাতে। M : 8370895152. (C/111509)

অ্যাফিডেভিট

In my Son's school record my name erroneously mentioned Totan Sarkar by affidavit No. 1338 dt 8.07.24 before 1st class J. M. Court Jal. I declaring that my actual name is Toton Sarkar. (C/111161)

•

I Dipak Das, S/o Late Prakash Chandra Das Residing at Sushama Apartment, Kanika Bandopadhay Sarani, Deshbandhupara, Siliguri (M. Corp.), Darjeeling, West Bengal- 734004 shall henceforth be known as Dipak Kumar Das as declared before the Notary Public, Siliguri Court, West Bengal vide Affidavit No. 705 Dated 08.07.2024. Dipak Das and Dipak Kumar Das both are same and identical person. (C/113231)

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-Quotation vide N.I.T No.- 1) WBMAD/JM/CH/eNIQ-8/2024-25 Memo No. 918/JM Dated: 09/07/2024 (Tender ID: 2024_MAD_710031_1)
Last date of bidding (On line) dated : 31/07/2024 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/-
Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

e-TENDER NOTICE
Office of the E.O., Banarhat, Jalpaiguri

Notice inviting eTender by the undersigned for different works vide NIT No. **BANARHAT/EO/NIT-020/2023-24.** Last date of online bid submission **19/07/2024 at 04.55 pm respectively.** For further details you may visit https://wbtenders.gov.in

Sd/-
E.O., Banarhat Panchayat Samity

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
PUNDIBARI, COOCH BEHAR
Notice Inviting Tender (NIT)

Online tenders are being invited from reputed agencies for supplying Various types of Equipment/ Instruments, Printed Answer Books and Envelopes. For details please visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Registrar (Actg.)

বিজ্ঞপ্তি

জেলা- কোচবিহার, থানা- পুণ্ডিবাড়ি, জেএল নং- ১০৬, ১০৫, মৌজা- কোদামালি, পেস্টারঝাড় এবং বাইশগুড়ি মধ্যে এল আর ৯৯৭, ৩২৭, ৬৪৪, খতিয়ানভুক্ত এল আর ১১১, ১২৯, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, দাগের মোট ৩২৩ শতক জমি যাহা স্মৃতিকণা রায় নামে রেকর্ডভুক্ত আছে, তাহা আমার মক্কেল ক্রয় করিতে ইচ্ছুক।
যদি উক্ত জমি বিক্রয়ে কাহারো কোনোরূপ আপত্তি বা অভিযোগ বা দাবি থাকে তা হইলে অদ্য হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন।

বিপ্লব রায় (আইনজীবী),
খাগড়াবাড়ি, কোচবিহার, পিন- 736101
Ph No- 9832096112

নোটিশ

নং- 2672/1-6 তারিখ- মালদা, 09/07/2024

পশ্চিমবঙ্গ বৃক্ষ (অরণ্য অঞ্চলে সুরক্ষা ও সংরক্ষণ) আইনের অধীনে গাছ কাটার অনুমতির জন্য জমা করা Security অর্থ মুক্তি। আইন 2006 এবং নিয়ম 2007।
ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্রিস (অরণ্য অঞ্চলে সুরক্ষা ও সংরক্ষণ) আইন 2006-এর অধীনে জারি করা অনুমতির পরিবর্তে যারা Security অর্থ জমা করেছিলেন তাদের সবাইকে জানানো হচ্ছে। 1লা এপ্রিল 2019 থেকে 31শে মার্চ 2022 পর্যন্ত এই নোটিশ জারি করার তারিখ থেকে 30 (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে জমা করা তাদের Security টাকা ফেরতের জন্য আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, তা না হলে, Security আমানত বাজেয়াপ্ত করা হবে প্রচলন বিধান।

Sd/- **শ্রী জিজু জেস্পার জে, আই.এফ.এস**
বিভাগীয় বনাধিকারিক
মালদা বনবিভাগ

NOTICE

E-Tender is being invited from the bonafied contractors vide **N.I.T. No. 03/DEV/PHD/2024-25, Date- 08/07/2024 and Last date for Submission of Bids - 15/07/2024 upto 3-30 P.M.** Other details can be seen from the Notice Board of the undersigned in any working days.

Sd/-
Executive Officer,
Phansidewa Panchayet Samity

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ৬৯/ডব্লিউ-২/এপিডিজে; তারিখঃ ০৬-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.: ৩১-এপি-I-২০২৪। কাজের নাম :** এডিইএন/I/নিউ কোচবিহারের অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারের জন্য জলের সুবিধার উন্নয়ন ও বৃদ্ধি - ক) পুণ্ডিবাড়ি, সাকেরপার, গুমনিহাট, সালবাড়ি ও খলাইগ্রামে -স্টেজিং সহ স্টাফ কোয়ার্টারগুলিতে ব্যক্তিগত জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা, ধূপগুড়িতে - ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ লাইনের প্রতিস্থাপন,এসএসই/ডব্লিউ/ফালাকাটার অধীনে ফালাকাটা ও গুমনিহাটে পাম্প রুম সহ আইআরপি-এর ব্যবস্থা করা-খ) নিউ কোচবিহারে - এসএসই/ ডব্লিউ/ ফালাকাটার অধীনে পুরোনো ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ লাইনের প্রতিস্থাপন - গ) জলপাইগুড়ি রোড ও নিউ ময়নাগুড়িতে - এসএসই/ ডব্লিউ/নিউ ময়নাগুড়ির অধীনে পুরোনো ক্ষতিগ্রস্ত পাইপ লাইনের প্রতিস্থাপন। টেন্ডার মূল্যঃ ২,১২,৬২,৩৮৭.১০ টাকা; বায়নার অর্থঃ ২,৫৬,৩০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খোলা হবে** ২৯-০৭-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারে টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯২১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯২২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

Daridra Medhabi Chhatra Sahajya Tahabil

দরিদ্র মেধাবী ছাত্র, ছাত্রীদের বৃত্তির জন্য আবেদন। আবেদনকারীকে অবশ্যই পাঠরত/পাঠরতা হতে হবে..... ১) নদীপার এন.সি. হাইস্কুলে, বালুরঘাট খাদিমপুর হাইস্কুলে এবং খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুলে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত (আবাসিকদের জন্য)। ২) বালুরঘাট মহাবিদ্যালয়ে এবং বালুরঘাট মহিলা মহাবিদ্যালয়ে **বিজ্ঞান, গণিত, ইংরাজী এবং অর্থনীতি** বিষয়ে অনার্স। ৩) পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্বীকৃত সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে **বিজ্ঞান, ইংরাজী এবং অর্থনীতি** বিষয়ে এম.এস.সি (আবাসিকদের জন্য)। ৪) পশ্চিমবঙ্গের যে কোন স্বীকৃত সরকারী মেডিক্যাল কলেজে ডক্তারি পাঠরত ছাত্র/ছাত্রী (আবাসিকদের জন্য)। অসংরক্ষিত দুঃস্থ ভারতীয় ছাত্র, ছাত্রীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। এছাড়া মাধ্যমিকে ৮৫% নম্বর পাওয়া ছাত্র/ছাত্রী বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত বিদ্যালয়গুলিতে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হলে বাৎসরিক ৩৬০০/- টাকা বৃত্তি পাবে (এককালীন)।* বিজ্ঞাপন প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রধানের মাধ্যমে নিম্নের ঠিকানায় আবেদন করতে হবে। আবেদনের সাথে নিজের ব্যাঙ্ক পাসবই-এর ফটোকপি, অ্যাকাউন্ট নাম্বার, আই.এফ.সি কোড ও ফোন নাম্বার জমা দিতে হবে। তমাল চক্রবর্তী, সম্পাদক, দরিদ্র মেধাবী ছাত্র সাহায্য তহবিল, ঠিকানা : নদীপার এন.সি. হাইস্কুল, পোঃ চকভৃগু, থানা- বালুরঘাট, জিলা- দক্ষিণ দিনাজপুর, পিন- ৭৩৩১০২, daridramedhabi@gmail.com (M-SM)

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Notice Inviting e-Tender (in brief)

It is hereby notified that in respect of NITs No. WBZP/333/DE-ET/COB/2023-24 (3rd Call), WBZP/184/DE-ET/COB/2022-23 (8th Call) & WBZP/02/CZP-Press-ET/COB/2024-25 the last date for the submission of Technical & Financial Bid of those NIT is extended upto 16.07.2024 upto 10.00 A.M. For details the **Website htt://etender.wb.nic.in** may be accessed.

Sd/-
Addl. Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar
Notice Inviting Tender (in brief)

Following E-Tender is hereby notified on behalf of Cooch Behar Zilla Parishad for Construction/of Concrete Drain vide NIT No. WBZP/04/DE-ET/COB/2024-25 for which the last date of submission of Technical & Financial Bid is 18.07.2024 (upto 6.00 P.M.). For details the **Website https://wbtenders.gov.in** may be accessed.

Sd/-
Addl. Executive Officer
Cooch Behar Zilla Parishad
Cooch Behar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ ঃ পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ। অতি সাহসী সিদ্ধান্ত নিয়ে লাভবান হবেন। বৃষ ঃ শরীর নিয়ে সামান্য সমস্যা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর জন্যে দুশ্চিন্তা। মিথুন ঃ পথে খুব সতর্ক হয়ে চলুন। আজ বাইক না চালালেই ভালো। প্রেমে শুভ। কর্কট ঃ সংসারে পুজোর উদ্যোগ নিতে পারেন। কফ ও সর্দিতে ভোগার আশঙ্কা। সিংহ ঃ অন্যের ভুল সমর্থন করে বিপদে পড়তে পারেন। জমি কেনার সুযোগ আসবে। কন্যা ঃ যাকে তাকে বিশ্বাস করে সমস্যায়। আগুন ও বিদ্যুৎ ব্যবহার সাবধানে করুন। তুলা ঃ বাড়িতে কোনও উৎসবে আত্মীয় সমাগম। দাঁতের সমস্যা বাড়বে। বৃশ্চিক ঃ হঠাৎ বিদেশে যেতে হতে পারে। মেয়ের শিক্ষার জন্যে ব্যয় বাড়বে। ধনু ঃ পড়াশোনার জন্যে বেশ অর্থ খরচ হবে। মায়ের শরীরের দিকে নজর দিন। মকর ঃ বিপন্ন কোনও প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। মূল্যবান দ্রব্য হারাতে পারে। কুম্ভ ঃ দূরের বন্ধুর ভালো খবর পেয়ে আনন্দ। কাউকে উপদেশ দিতে গিয়ে অপমানিত। মীন ঃ অকারণে অর্থ খরচ। ব্যবসা নিয়ে সামান্য চিন্তা হতে পারে। পেটের অসুখে সমস্যা বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২৫ আষাঢ়, ১৪৩১, ১৯ আষাঢ়, ১০ জুলাই ২০২৪, ২৫ আহার, সংবৎ ৪ আষাঢ় সুদি, ৩ মহরম। সূঃ উঃ ৫।২, অঃ ৬।২৩। বুধবার, চতুর্থী দিবা ৬।৫৭। মঘানক্ষত্র দিবা ১০।১৫। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৩।৪৭। বিষ্টিকরণ দিবা ৬।৫৭ গতে ববকরণ রাত্রি ৭।৪৯ গতে বালবকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ১০।১৫ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- নৈঋতে,দিবা ৬।৫৭ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি- ৮।২৩ গতে ১০।৩ মধ্যে ও ১১।৪৩ গতে ১।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ২।২৩ গতে ৩।৪৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই, রাত্রি ৩। ৪৭ গতে যাত্রা মধ্যম উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৬।৫৭ গতে দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৩ গতে ১১।১৬ মধ্যে ও ১। ৫৬ গতে ৫। ২৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৯।৫৬ মধ্যে ও ১২।৪ গতে ১।৩০ মধ্যে।

কর্মাধ্যক্ষকে খুনের হুমকি

মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি নকশালবাড়ির তৃণমূল নেতার

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৯ জুলাই : জমি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে মুখ খোলায় পূর্ত কর্মাধ্যক্ষকে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি নকশালবাড়ির। এবিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ আশরফ আনসারি। যদিও পুলিশ এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হয়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাতিঘিসার সেবদেল্লাজোতে কয়েক বছরে বিঘার পর বিঘা সরকারি জমি দখল করা হয়েছে। জাল খতিয়ান ও দলিল বানিয়ে সেসব উত্তর-পূর্ব ভারতের বাসিন্দাদের কাছে বিক্রি করা হয়েছে মোটা টাকায়। সেবদেল্লাজোতেই বাড়ি আশরফের। তিনি বেশ কিছু জমি মাফিয়া ও সরকারি আধিকারিকের বিরুদ্ধে জেলা শাসকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। চলতি বছরের শুরুর দিকে পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মুখ্যমন্ত্রীকে এবিষয়ে প্রথম চিঠি দেন। সেবদেল্লাজোতে জমি দখলের প্রতিবাদ জানান আশরফ। সপ্তাহ খানেক আগে তাঁকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এতে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে পরিবার। সেকারণে সোমবার

সেবদেল্লাজোতের সরকারি জমিতে নির্মাণ ঘিরে বিরোধ।

(৮ জুলাই) ফের মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন আশরফ। সেখানে তিনি হুমকির বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। জমি মাফিয়াদের পাশাপাশি বালি-পাথর মাফিয়াদের নিয়েও অভিযোগ করেছেন পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ। নকশালবাড়িতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক ও একাংশ জনপ্রতিনিধির মদতে নদী থেকে বালি-পাথর তুলে দেদার বিহারে পাচার করা হচ্ছে বলে দাবি করেছেন আশরফ।

পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ হাতিঘিসার মৌজা ও দাগ নম্বর ধরে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তরে প্রথমে ই-মেল এবং পরে চিঠি দিয়েছেন। প্রায় ৫৫ বিঘা সরকারি জমি এখনও উদ্ধার করা হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন তিনি। এই জমিগুলিতে এখনও প্লটিং এবং বাড়িঘর নির্মাণের কাজ চলছে। যাদের অধিকাংশই মণিপুরের বাসিন্দা।

তবে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মহকুমা শাসকের দপ্তরের তরফে সেবদেল্লাজোতের ঘটনার তদন্ত করা হচ্ছে। জাল দলিল ও খতিয়ানে কেনা জমিতে বসবাসকারী প্রায় সাড়ে তিনশোজনকে নকশালবাড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের পক্ষ থেকে নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে ৫০ জনকে বিএলএলআরও অফিসের তরফে নোটিশ পাঠানো হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পর সেবদেল্লাজোতে ৫ একর ১০ ডেসিমাল সরকারি জমি উদ্ধার করে বোর্ড লাগানো হয়েছে। যদিও অভিযোগ, যাঁরা জাল দলিল ও খতিয়ান বানিয়ে জমি বিক্রি করেছেন তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসন এখনও বড় পদক্ষেপ করেনি।

আশরফ আনসারির বক্তব্য, 'জমি, বালি মাফিয়াদের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেওয়ায় আমায় প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হচ্ছে। আমি মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানিয়েছি। প্রকাশ্যে সরকারি জমি দখল, কেনাবেচা চলছে। কিন্তু দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থাই নিচ্ছে না প্রশাসন।' শিলিগুড়ি মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের আধিকারিক টিনা ডুকপা বলেছেন, 'হাতিঘিসার সেবদেল্লাজোত এবং বড় ঝাড়ুজোতের অভিযোগ নিয়ে তদন্ত চলছে। এখনও পর্যন্ত ৫ একর জমি উদ্ধার হয়েছে। বাকি জমিগুলির নথিপত্র জোগাড় করা হচ্ছে। দ্রুত পদক্ষেপ হবে।'

রাজুর সাড়া না পেয়ে বিধায়কের দ্বারস্থ

বাগডোগরা, ৯ জুলাই : দার্জিলিংয়ের বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্টের কাছে এলিভেটেড ফ্লাইওভারের বিষয়ে সহায়তা চেয়েও কোনও আশার আলো দেখা যায়নি। সে কারণে মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের দ্বারস্থ হলেন মাটিগাড়া ব্যবসায়িক এবং মাটিগাড়া জনস্বার্থ রক্ষা মঞ্চের সদস্যরা। মঙ্গলবার সাতসকালে মঞ্চের ১৫ জন সদস্য আনন্দময়ের বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। সমস্যা সমাধানে সদর্থক ভূমিকা নেওয়ার অনুরোধ করেন। বিধায়ক তাঁদের আশ্বাস দিয়ে বলেছেন, 'মাটিগাড়ায় ব্লক ফ্লাইওভার করা হলে চরম ভোগান্তি হবে। এতে মাটিগাড়ার বাসিন্দাদের যাতায়াতে খুবই সমস্যা হবে। আমি বিধায়ক হিসেবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গড়করিকে চিঠি দিয়ে অনুরোধ করব যাতে এলিভেটেড ফ্লাইওভার করা হয়।'

মঞ্চে অন্যতম সদস্য বিজন সাহার বক্তব্য, 'আমরা ২ মাস থেকে আন্দোলন করছি। সাংসদ, মেয়র, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সহ সর্বস্তরে জানানো হয়েছে। আমাদের দাবি পূরণ না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামব।' প্রসঙ্গত, মাটিগাড়ার বালাসন সেতু থেকে শালুগাড়া পর্যন্ত ৪ লেনের এলিভেটেড করিডর তৈরির কাজ শুরু হয়েছে।

বানিয়াখারিতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন

রণজিৎ ঘোষ

মাটিগাড়া, ৯ জুলাই : সরকারি জমিতে অবৈধ নির্মাণ ভাঙল প্রশাসন। মঙ্গলবার মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটার বানিয়াখারির ঘটনা। অভিযোগ, বানিয়াখারি মৌজায় সরকারি জমি দখল করে অবৈধভাবে নির্মাণকাজ করা হয়েছিল। এদিন দুপুরে জেলা শাসকের নির্দেশে মাটিগাড়ার বিডিও, ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক এবং মাটিগাড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে বুলডোজার দিয়ে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে ফেলা হয়। 'জমিটি রাজ্য সরকারের' লেখা একটি সাইনবোর্ডও সেখানে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবার মোহরগাঁও গুলমা চা বাগানে তৃণমূল কংগ্রেস নেতার রিসর্ট কবে ভাঙা হবে, সেই প্রশ্ন উঠছে। দার্জিলিংয়ের জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাং অবশ্য বলছেন, 'সরকারি জমি দখল করে কোনও বেআইনি নির্মাণ বরদাস্ত করা হবে না। ধাপে ধাপে সমস্ত দখল উচ্ছেদ করা হবে।'

মাটিগাড়ার হরসুন্দর হাইস্কুলের সামনের রাস্তা দিয়ে ৫০০ মিটার এগোলেই বানিয়াখারি মৌজা। অভিযোগ, সেখানে জেএল নম্বর ৫৫, প্লট নম্বর ১৫৫ এবং প্লট নম্বর ৯১ মিলিয়ে দেড় একর খাসজমি দখল করা হয়েছিল। জমিটি পাঁচিল

পাথরঘাটার এই সরকারি জমিতে নির্মাণ ঘিরে বিতর্ক।

দিয়ে ঘিরে ভিতরে একটি ঘর করা হয়। বাইরে বড় লোহার গেট বসিয়ে সেখানে 'বিষ্ণুপ্রিয়া হাউজিং কমপ্লেক্স কোম্পানি লিমিটেডের জমি' বলে বিশাল বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই জমি নিয়ে ২০২২ সালের জুলাই মাসে মাটিগাড়ার বিডিও এবং বিএলএলআরও'র কাছে লিখিত অভিযোগ জমা পড়েছিল। ওই বছর ২১ অগাস্ট উত্তরবঙ্গ সংবাদে সেই খবর প্রথম প্রকাশিত হয়। তারপরেও প্রশাসন পদক্ষেপ না করায় জমি দখলকারী সংস্থার বিরুদ্ধে মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ভোলা ঘোষ। গত দু'বছরে উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই জমি দখল নিয়ে বহুবার খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এতকিছুর পরেও প্রশাসন হাত গুটিয়েই বসেছিল। মুখ্যমন্ত্রী জমি দখলমুক্ত করা নিয়ে কড়া বার্তা দেওয়ার পর অবশেষে পদক্ষেপ করল ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর। এদিন দুপুরে ওই নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। মাটিগাড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির কথায়, 'সরকারি জমি বেদখল হওয়া রুখতে আমি অনেকদিন ধরেই প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে চিঠি দিচ্ছি। সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীকেও চিঠি দিয়ে বেশ কয়েকটি অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করেছি। তার মধ্যে বানিয়াখারির এই জমি ছিল। পাশাপাশি দাগাপুরে একটি রিসর্টের মালিকপক্ষ কয়েক বিঘা নদীর চর দখল করে নির্মাণ করছে। সেটাও ভাঙার আবেদন করেছি। আশা করছি, এবার ওই নির্মাণও প্রশাসন ভেঙে দেবে।'

আজ থেকে বাজারে হানা টাস্ক ফোর্সের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম খতিয়ে দেখা, ফাটকা বাজারি রুখতে সব জেলা ও মহকুমা স্তরে টাস্ক ফোর্স তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। জেলা স্তরে জেলা শাসক ও মহকুমা স্তরে এর চেয়ারম্যান করা হয়েছে মহকুমা শাসককে। কিন্তু শিলিগুড়িতে বছরভর শাকসবজি থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া থাকলেও টাস্ক ফোর্সের কোনও কার্যকলাপ দেখা যায় না। বাজারগুলিতে দাম যাচাইয়ে টাস্ক ফোর্সের কাউকে কখনও দেখা যায় না। তবে এবার পদক্ষেপ করা হবে বলে মহকুমা প্রশাসনের আশ্বাস। বুধবার থেকেই শিলিগুড়ির বাজারগুলিতে তারা হানা দেবে বলে নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মৈত্র জানান।

উত্তরবঙ্গের অন্য জেলাগুলির সঙ্গে শিলিগুড়িতেও ফি-বছর বর্ষার শুরু থেকেই বাজারে নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, বছরভর নানা বাজারে সবজির দামেও বিস্তর ফারাক দেখা যায়। বহু বাজারেই জিনিসপত্রের ওজনে কারচুপিরও অভিযোগ রয়েছে। কিন্তু ক্রেতা সুরক্ষা দপ্তরের আওতাভুক্ত লিগ্যাল মেট্রোলজির অফিস শহরে থাকলেও দপ্তরের আধিকারিকদের বাজারে অভিযানে চালাতে দেখা মেলে না। ফলে, বাজারে এসে মানুষ প্রতারিত হলেও দেখার কেউ নেই। শহরের বিধান মার্কেটের সবজি বাজারের দামের সঙ্গে হায়দরপাড়া বাজারের সবজির দামে ব্যাপক অমিল। আবার সুভাষপল্লি বাজারে একরকম দাম তো ফুলেশ্বরীতে অন্যরকম। এভাবে গোটা শিলিগুড়িতেই বাজারদরে প্রশাসনের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। নিয়ন্ত্রিত বাজারে পাইকারি বিক্রেতাদের অবশ্য একই দামে পণ্য বিক্রি করতে হয়। তাঁদের অনেকেই বলছেন, পাইকারি বাজার থেকে পণ্য নিয়ে খুচরো বাজারে পৌঁছাতে কিছুটা পরিবহণ খরচ হয়। তারপরে বিক্রেতাকে লাভ রাখতে হবে। এসব ধরেও শহরের বাজারগুলিতে যে দামে শাকসবজি, ফলমূল বিক্রি হয় তা অনেকটাই বেশি। এটা একমাত্র প্রশাসনই রুখতে পারে। অনুপম মৈত্র বলেন, 'বুধবার পাইকারি বিক্রেতাদের নিয়ে বৈঠক ডাকা হয়েছে। টাস্ক ফোর্সের উপস্থিতিতে পাইকারি বাজারদর নিয়ে বাজারগুলিতে অভিযানে যাব।'

ডাকাতি রুখতে পুলিশের পদক্ষেপ

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : শহরে ডাকাতি রুখতে পুলিশের তরফে আগাম পদক্ষেপ করা হল। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের বিভিন্ন এলাকায় সোনার গয়নার দোকানের সামনে সশস্ত্র পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। মঙ্গলবার শহরের বেশ কিছু জায়গায় এমন দৃশ্য চোখে পড়ছে। এ প্রসঙ্গে কমিশনারেটের ডিসিপি পদমর্যাদার আধিকারিক বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। সেই কারণে আগাম ব্যবস্থা হিসেবে বেশ কিছু জায়গায় বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।'

এর আগে দুর্গাপুর, আসানসোল সহ রাজ্যের বেশ কয়েক জায়গায় সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। শিলিগুড়িতেও এমন আশঙ্কা তৈরি হয়। শহরে এই ধরনের ঘটনা ঘটতে পারে বলে পুলিশের কাছেও গোপন সূত্রে খবর আসে। এই ধরনের ঘটনা রুখতে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ তৎপর হয়েছে। একসঙ্গে বেশ কয়েকটি সোনার দোকান রয়েছে এমন এলাকাগুলিকে বেছে নিয়ে সেই জায়গাগুলিতে দুজন করে বন্দুকধারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এছাড়াও প্রায় এক মাস থেকে শহরের বিভিন্ন জায়গায় নাকা তল্লাশি চালিয়েছে পুলিশ। বিভিন্ন গাড়ির নম্বর সহ তথ্য নথিভুক্ত করা হয়েছে। পুলিশের বক্তব্য, এর ফলে কোনও অঘটন ঘটলে সহজেই অপরাধী চিহ্নিত করা যাবে। বর্তমানে শিলিগুড়ির হিলকার্ট রোড, সেবক রোড সহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলির সোনার দোকানগুলির আশপাশে সশস্ত্র পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। এছাড়াও নজর রাখছে সাদা পোশাকের পুলিশ। ভক্তিনগর থানার এক আধিকারিক বলেন, 'দোকান ও শপিং মলের কাছে আবেদন করব, মাস্ক ও হেলমেট পরা কাউকে ভেতরে ঢুকতে না দিতে।'

তরুণের দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : ভক্তিনগরের ডিমডিমা বস্তিতে আবাসনের ফ্ল্যাট থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সিদ্ধার্থ ছেত্রী (৩২)। মৃতের মূল বাড়ি সিকিমে হলেও তিনি ওই ফ্ল্যাটে একাই থাকতেন। সোমবার আশপাশের বাসিন্দারা সিদ্ধার্থের ফ্ল্যাট থেকে পচা গন্ধ পেয়ে রাতে ভক্তিনগর থানায় জানান। পুলিশ এসে ফ্ল্যাটের দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে সিদ্ধার্থের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে। পুলিশের অনুমান, প্রায় ৪০ ঘণ্টা আগে মৃত্যু হওয়ায় দেহে পচন শুরু হয়েছিল। রাতেই পুলিশ সিকিমে তাঁর পরিবারকে বিষয়টি জানায়। মঙ্গলবার দেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তদন্ত শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের গৌরব পুনরুদ্ধারে চিঠি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাঘা যতীন সহ বহু বরেণ্য ব্যক্তির পা পড়েছে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনে। ১৪৪ বছরের পুরোনো ঐতিহ্যশালী এই স্টেশন আজ যেন বয়সের ভারে ন্যুব্জ। কোথাও পলেস্তারা খসে পড়েছে, কোথাও আবার সন্ধ্যার পর গাঢ় অন্ধকার। অথচ স্টেশনের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে কত ইতিহাস, গৌরবগাঁথা। এমন একটি স্টেশনের দিকে নজর নেই রেলের। রাখা হয়েছে দুয়োরানি করে। এমন পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে এবার টাউন স্টেশনকে নতুন লুক দিতে চাইছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)। ঐতিহ্য ধরে রেখে টাউন স্টেশনের পুনর্গঠনের কাজে 'অংশীদার' হতে চাইছে সংগঠনটি। যৌথভাবে কাজ করার কথা জানিয়ে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়েকে (ডিএইচআর) সংগঠনের তরফে চিঠি দেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিচ্ছে রেলও।

এইচএইচটিডিএনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেছেন, 'শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের ঐতিহ্য এবং গৌরব কোন পর্যায়ে রয়েছে, তা বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়। শিলিগুড়ি শুধু নয়, উত্তরবঙ্গের

মানুষের কাছে স্টেশনটির গুরুত্ব অপরিসীম ছিল। ঐতিহ্য ধরে রেখে স্টেশনের আধুনিকীকরণ চাইছি আমরা। যৌথভাবে কাজের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।' ডিএইচআরের ডিরেক্টর প্রিয়াংশুর বক্তব্য, 'চিঠি পেয়ে তা শীর্ষস্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পর্যটন ব্যবসায়ীরা কী ধরনের কাজ করতে চাইছেন, সেটা জানতে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করব। স্টেশনের উন্নয়নে পরিকল্পনা নেওয়া হবে।' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়কাল থেকে 'সাইনিং ইন্ডিয়া'-সবেরই সাক্ষী শিলিগুড়ি টাউন স্টেশন। কিন্তু এটি যেন রেলের খাতায় ব্রাত্য। বিভিন্ন মহল থেকে সংস্কারের দাবি উঠলেও, ঐতিহ্য ধরে রাখতে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। অথচ ইউনেসকোর হেরিটেজ স্বীকৃতি পাওয়া টয়ট্রেন একসময় এই স্টেশন থেকে ছেড়েই পাহাড়ে উঠত এবং ফিরে আসত। আজও নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে ছেড়ে পাহাড়ে যেতে ও ফেরার পথে এই স্টেশনকে ছুঁয়ে যায় টয়ট্রেন।

স্টেশনের আধুনিকীকরণে রেলের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে চেয়ে ডিএইচআর-কে বিভিন্ন প্রস্তাব দিয়েছে এইচএইচটিডিএন। সংগঠনের তরফে স্টেশনটির পুনর্গঠন এবং রক্ষণাবেক্ষণের কথা বলা হয়েছে। বিভিন্ন ইতিহাস তুলে ধরে স্টেশনকে প্রোমোট করা, সেটাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ট্যুর প্যাকেজ ইত্যাদি বিষয়ে নজর দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবের উল্লেখযোগ্য দিক হল, সমস্ত কাজের ক্ষেত্রে স্থানীয়দের অংশগ্রহণের কথাও বলা হয়েছে।

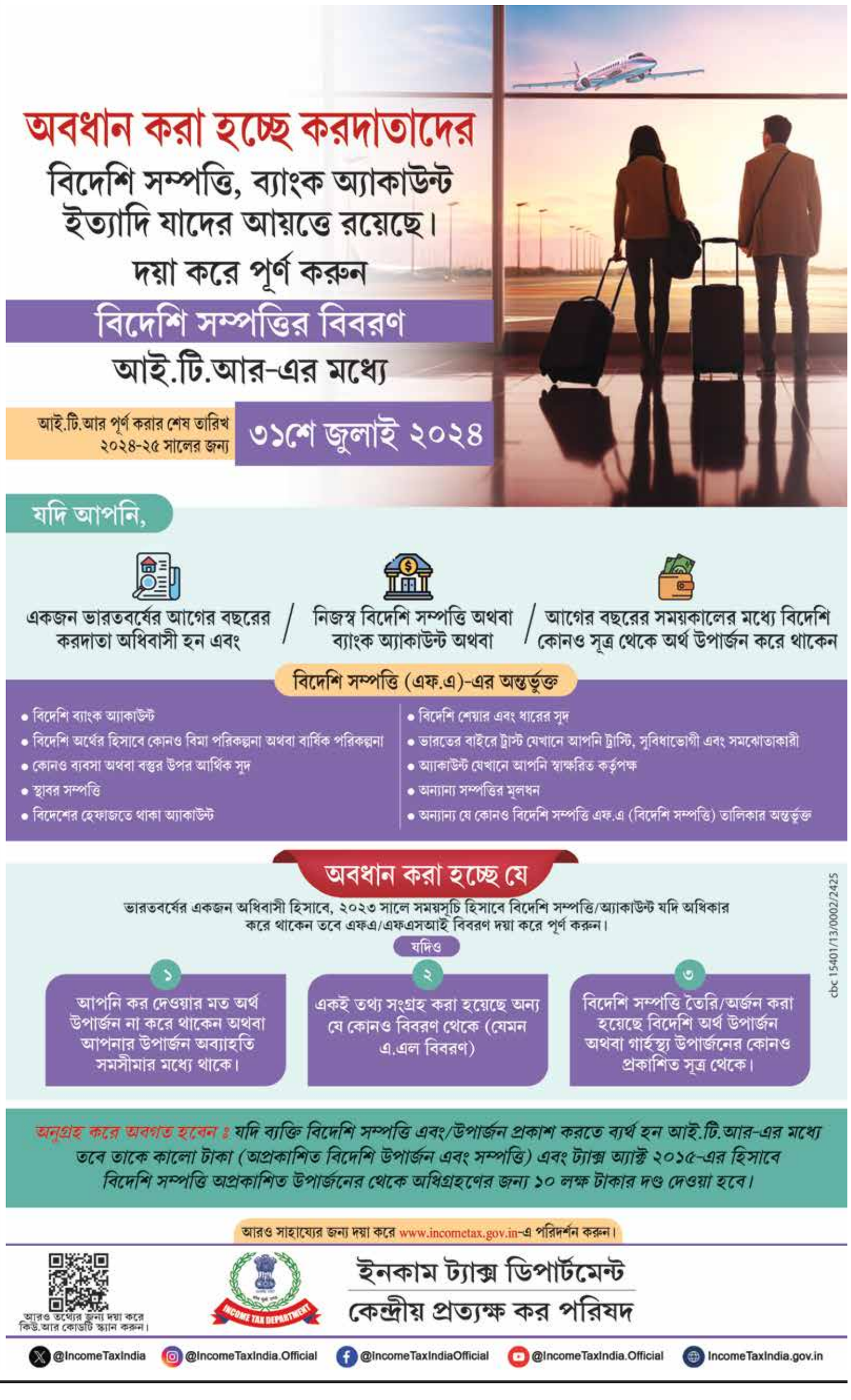

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা। উত্তরে বন্যা পরিস্থিতির আশঙ্কা করে সোমবার সতর্ক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। পাহাড়ে ধস নেমে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর। ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তায় পাহাড়বাসী। সমতলেও দুর্ভোগ অব্যাহত। পরিকাঠামো নিয়ে প্রশাসনের উদাসীনতাকেই দায়ী করছেন মানুষ।

মেচি নদী পেরোতে গিয়ে নিখোঁজ তরুণী

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ৯ জুলাই : ধানের চারা রোপণ করতে যাওয়ার পথে নদী পেরোতে গিয়ে বিপত্তি! তলিয়ে যান এক মহিলা এবং তাঁর মেয়ে। পরে মহিলাকে কয়েকশো মিটার দূর থেকে উদ্ধার করা হলেও রাত পর্যন্ত তরুণীর কোনও খোঁজ মেলেনি। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি থানার বড় মণিরামজোতের মেচি নদীর তীরে। নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সজনী সুব্বা বলেন, 'গ্রামের মহিলারা ধানের চারা রোপণ করতে নদী পেরোনোর সময় এই ঘটনা ঘটে।'

কী ঘটেছিল এদিন? পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বড় মণিরামজোতের বাসিন্দা প্রায় ২০ জন মহিলার একটি দল ধানের চারা রোপণ করতে বেরিয়েছিল। তাদের যাওয়ার কথা ছিল নেপাল-ভারত সীমান্তে টিকারাম দাহালের জমিতে। যাওয়ার পথে পড়ে মেচি নদী। নদী পেরিয়ে ওপারের কৃষিজমিতে যাওয়ার চেষ্টা করেন সকলে। একসঙ্গে নদী পেরোনোর সময় রিনা কিষান এবং তাঁর মেয়ে সাকিনা কিষান (২০) জলের স্রোতে ভেসে যান। বাকিদের চিৎকারে ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয়রা। এলাকাবাসীর তৎপরতায় ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আটশো মিটার দূরে ঝাপুজোত এলাকায় রিনাকে উদ্ধার করা হয়। তবে সাকিনার খোঁজ মেলেনি।

পথেই বিপদ

- মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটে নকশালবাড়ি থানার বড় মণিরামজোতের মেচির তীরে
- নদী পেরিয়ে কৃষিজমিতে ধানের চারা রোপণ করতে গিয়ে তলিয়ে যান মহিলা এবং তাঁর মেয়ে
- ঘটনাস্থল থেকে প্রায় আটশো মিটার দূরে ঝাপুজোতে উদ্ধার মহিলা
- দিনভর তল্লাশি চালিয়ে পানিট্যাঙ্কি সেতুর কাছে সাকিনার পরনের কাপড় মিললেও তাঁর খোঁজ মেলেনি

খবর পেয়ে সীমান্তে মোতায়েন এসএসবির ৮ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। একে একে পৌঁছান নকশালবাড়ি থানার পুলিশ, নকশালবাড়ি দমকলকর্মীরা। তাঁরাও উদ্ধারকাজে অংশ নেন। পরে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ, মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে পুরো অভিযানের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু বিকেল গড়িয়ে গেলেও সাকিনাকে উদ্ধার করা যায়নি। শেষে পানিট্যাঙ্কি সেতুর কাছে সাকিনার পরনের কাপড় পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁর কোনও খোঁজ মেলেনি।

রিনা নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি এখন সুস্থ রয়েছেন।

যাঁর জমিতে রিনাদের কাজ করার কথা ছিল, সেই টিকারামও উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। বললেন, 'নদীর ওপারে আমার ১০ বিঘা চাষের জমি রয়েছে। সেখানে ধানের চারা রোপণ করতে স্থানীয় এক মহিলাকে কাজ দিয়েছিলাম। তাঁকে বলেছিলাম, এদিন নদীতে জল রয়েছে, দু'-একদিন পর যেতে। কিন্তু তিনি না জানিয়ে সেখানে গিয়ে বিপদের মুখে পড়েন।' নিখোঁজ তরুণীর বোন মুসকান কিষান বলেন, 'খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছি। মাকে বাঁচানো গেলেও, এখনও দিদির খোঁজ নেই।' এসএসবির অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট সুকেন্দর কুমার জানান, ঘটনার খবর পেয়ে উদ্ধারকারী টিম পাঠানো হয়েছে। সন্ধ্যায় অবশ্য তল্লাশি বন্ধ রয়েছে।

তল্লাশি দেখতে ভিড় স্থানীয়দের। বড় মণিরামজোতে। মঙ্গলবার।

পাহাড়ের গায়ে বাড়ি বিপজ্জনক

সানি সরকার

ধসে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ রাজু বিস্ট। মহানদী এলাকায় মঙ্গলবার।

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : কোথাও ধূলিসাৎ হয়েছে বাড়ি। কোথাও আবার যে কোনও মুহূর্তে পাহাড়ের গায়ে থাকা সারি সারি ঘর হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। নরবং থেকে তিনধারিয়া, মহানদী থেকে বাঘমারা লাগাতার ভারী বর্ষণে ভিত আলগা হয়ে যাওয়ায় পাহাড়ের একাধিক জায়গার এরকম পরিস্থিতি। নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ধন্দে সেখানকার বাসিন্দারা।

নতুন ঠিকানার খোঁজ শুরু করেছেন অনেকেই। কিন্তু পাহাড়ে জায়গা বদলালে কি দুর্যোগ পিছু ছাড়বে, আশঙ্কা পুষ্প তামাং, প্রেমকুমার গুরুংদের। বৃষ্টি না থামলে যে বিপদের ঘন কালো মেঘ কাটবে না, বোঝেন সকলেই। যদিও এখনই বৃষ্টি কমার লক্ষণ নেই, তা স্পষ্ট করেছে আবহাওয়া দপ্তর। অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনায় লাল সতর্কতা জারি করা হয়েছে দার্জিলিং জেলাতেও।

নরবংয়ের পুষ্প তামাং বলছিলেন, 'গত ১০ বছরে এধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি আমাদের। বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই। জানি না শেষপর্যন্ত বাড়িঘর টিকে থাকবে কি না। অন্য কোথাও যাব, সেই উপায় নেই।' হতাশার সুর তিনধারিয়ার প্রেমকুমার গুরুংয়ের গলাতেও। তাঁর কথায়, 'কয়েকবছর আগে এখানে বড় ধস নেমেছিল। কিন্তু এমনভাবে বাড়ির ক্ষতি হয়নি। যে কোনও সময় এলাকার অনেক বাড়ি ধসে যেতে পারে।'

প্রবল বর্ষণে ফাটল ধরেছে ১১০ নম্বর (সাবেক ৫৫ নম্বর) জাতীয় সড়কের একাধিক জায়গায়। সেই কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য যান চলাচল বন্ধ রেখেছে জেলা প্রশাসন। নয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৮ জুলাই পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত টয়ট্রেন পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছেন দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ডিরেক্টর প্রিয়াংশু। কিন্তু জাতীয় সড়ক বরাবর অনেক এলাকায় যে পাহাড়ের ভিত আলগা হয়ে গিয়েছে, তা একাধিক বাড়ি ধসে পড়ার ঘটনাতেই স্পষ্ট।

কার্সিয়াংয়ের নরবংয়ে একটি বাড়ি ধূলিসাৎ হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত আরও চারটি। আদর্শ গ্রামের স্বীকৃতি পাওয়া বাঘমারা এলাকায় একাধিক বাড়ির বিপজ্জনক অবস্থা। এখানকার কয়েকটি পরিবারকে অন্যত্র সরিয়ে দিয়েছে প্রশাসন। ভালো নেই মহানদী, শিবখোলা, পাগলাঝোরার বাসিন্দারা। কোথাও ভূমিধসের জেরে বসে গিয়েছে রাস্তা, কোথাও পাহাড় ধসে নীচে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে নতুন করে অতি ভারী বর্ষণের লাল সতর্কতা জারি করল আবহাওয়া দপ্তর। স্বাভাবিকভাবেই ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কিত গ্রামবাসী।

ভিটে নিয়ে ভয়

- কার্সিয়াংয়ের নরবংয়ে একটি বাড়ি ধূলিসাৎ, ক্ষতিগ্রস্ত আরও চার
- বাঘমারায় একাধিক বাড়ির বিপজ্জনক অবস্থা
- কয়েকটি পরিবারকে অন্যত্র সরিয়েছে প্রশাসন
- মহানদী, শিবখোলা, পাগলাঝোরাতেও ভিত আলগা হওয়ার আশঙ্কা
- নতুন করে অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনায় লাল সতর্কতা জারি দার্জিলিংয়ে
- পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষতিপূরণ ঘোষণা রাজুর

মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। বেশ কয়েকটি জায়গায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তাঁর ঘোষণা, 'সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ির জন্য এক লক্ষ টাকা এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলির জন্য ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে।' পাশাপাশি সাংসদ জানিয়েছেন, ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক পুনর্নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ২২ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। পাগলাঝোরা এলাকার সড়ক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আলাদাভাবে ৪ কোটি টাকা খরচ করা হবে।

নদীভাঙনে ঘুম নেই ভোজনারায়ণে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৯ জুলাই : কুরোন্দ নদীর ভাঙনে আতঙ্কিত ফাঁসিদেওয়া ভোজনারায়ণ চা বাগানের নীচালাইন সহ একাধিক গ্রামের মানুষ রাত জাগছেন। যাতায়াতের একমাত্র রাস্তা গিলেছে নদী। অভিযোগ, একাধিকবার আশ্বাসের পরেও প্রশাসন কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করেনি। যার ফল ভুগতে হচ্ছে সাধারণকে। এবার বাগান কর্তৃপক্ষের সহযোগিতায় বালির বস্তা দিয়ে অস্থায়ী বাঁধ নির্মাণ শুরু করলেন গ্রামবাসী। স্থানীয় অ্যালবার্ট কানোয়ার, দীপক প্রধানের দাবি, 'অবিলম্বে নদীতে কংক্রিটের বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। তাছাড়া রাস্তাটিও দ্রুত পাকা করা প্রয়োজন।'

গ্রামের রাস্তা নদীর জলের তোড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও প্রশাসনের কোনও কর্তা খোঁজ নিতে আসেননি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। মোটরবাইক ছাড়া অন্য গাড়ি চলাচল আপাতত বন্ধ। অথচ প্রায় ১৫ বছর ধরে নদীতে পাকা বাঁধের দাবি জানিয়ে আসছেন তাঁরা। রাস্তাটি পুরোপুরি ভেসে গেলে ৩টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে পুরোপুরি। আগামী কয়েকদিন ভারী বৃষ্টিপাত হলে, বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ভাঙনের জেরে বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে পড়েছে। রাতে অ্যাম্বুল্যান্স ঢুকতে চায় না গ্রামে।

পরিস্থিতি এমন যে, এখন গ্রাম থেকে মাত্র কয়েক ফুট দূর দিয়ে বইছে খরস্রোতা নদী। সংশ্লিষ্ট ব্লকের ভোজনারায়ণ চা বাগানের কারখানা, নীচালাইন, মঙ্গরুলাইন, গলেয়ালাইন, কুচিয়ালাইন, বাঘাভিটা, ঠুটাপাকড়ি সহ একাধিক জায়গার ৫ হাজারের বেশি মানুষ ওই পথ দিয়ে চলাচল করেন। বছরকয়েক আগে নদীর ওপর উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ১২০ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করা হয়েছিল। সেতুর দু'ধারে পেভার্স ব্লক বসিয়ে তিনশো মিটার অ্যাপ্রোচ রোডও তৈরি হয়। কিন্তু মূল রাস্তাই যদি ভেঙে পড়ে, তখন সেতু অব্যবহারযোগ্য হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা এলাকাবাসীর। ওই নদী ফাঁসিদেওয়া, হেটমুড়ি সিংহীঝোরা এবং ঘোষপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য দিয়ে বয়ে গিয়েছে। রাস্তায় ভাঙনের জেরে বড় গাড়ি বাগডোগরা হয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করছে।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি থাকাকালীন সিপিএমের তাপস সরকার এলাকায় গিয়ে বাঁধ নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। বিজেপি বিধায়ক দুর্গা মুর্মুও সমাধানের আশ্বাস দেন। অভিযোগ, বাস্তবে কাজ হয়নি কিছুই। এমনকি নীচালাইনে ঢোকার মুখে থাকা কালভার্ট প্রতিবছরের মতো এবারও বর্ষায় ভেঙেছে।

মঙ্গলবার স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য অর্পিতা কুজুর বলেছেন, 'আমি এলাকার পরিস্থিতি দেখতে এসেছিলাম। কিছু বলতে পারব না।' ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বিপ্লব বিশ্বাস সেচ দপ্তরের কোর্টে বল ঠেলে বলেন, 'বিষয়টি দপ্তরকে জানিয়েছি। আমাদের কিছুই করার নেই। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে মাপজোখ করেছেন।'

গ্রামকে বাঁচাতে অস্থায়ী বাঁধ তৈরি গ্রামবাসীর। মঙ্গলবার।

দেদার বালি তোলায় বিপদ বালাসনে

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৯ জুলাই : পাহাড় থেকে নেমে আসা বালাসন নদীর প্রবল বর্ষণে ফুলেফেঁপে উঠেছে। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতে এখন নদীভাঙনের জেরে জীবন-জীবিকা ধ্বংসের আশঙ্কা। নদীর পাড়ে তারজালি দেওয়া বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। ফলে জল যত গ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে, তা দেখে রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছে নয়াবস্তি-১, ২ ও ৩ নম্বর গ্রামগুলির বাসিন্দাদের।

এদিকে, লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলছেন, 'আমাকে এখনও কেউ কিছু জানায়নি। জানালে বিষয়টা বিডিওর নজরে এনে ব্যবস্থা নেব।' বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, প্রতিবছর বর্ষায় বালাসন ফুলেফেঁপে ওঠে। কিন্তু বাঁধ ভেঙে গ্রামের দিকে এভাবে ধেয়ে আসতে দেখা যায়নি। আর এতেই আতঙ্কিত একালাবাসী। নয়াবস্তির বাসিন্দা মনমায়া দেবী বলেন, 'এখানে যেভাবে বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে তা দেখে আমরা চিন্তিত।' অবিলম্বে ব্যবস্থা না নিলে গ্রাম রক্ষা করা সম্ভব হবে না বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি।

লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়াবস্তিতে নদীভাঙন।

গ্রামবাসীদের মতে বাঁধ ভাঙার কারণ, নদীর পাড় থেকে দেদার বালি-পাথর তুলে পাচার। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য শিবলব সিংহ বলেন, 'খুবই বিপজ্জনক অবস্থা হয়েছে। সেচ দপ্তরের উচিত অবিলম্বে ব্যবস্থা নেওয়া।' বাঁধের ২০০ মিটারের মধ্যেই রয়েছে বেশ কয়েকটি ঘরবাড়ি। গ্রামের শতাধিক পরিবার এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

অন্যদিকে মনমায়ার অভিযোগ, 'বালাসনে তারাবাড়ি ঘাট থেকে বালি-পাথর তোলার অনুমতি আছে বলে শুনেছি। কিন্তু নয়াবস্তির পাশে বালাসন থেকে বালি-পাথর তোলার কোনও অনুমতি নেই। অথচ আর্থমুভার দিয়ে মাঝেমধ্যেই বালি-পাথর তুলে পাচার চলছে। এদের জন্য আমাদের গ্রাম বিপদের মুখে পড়েছে।'

বর্ষায় ক্ষতি ইসলামপুরে

ইসলামপুর, ৯ জুলাই : চলতি বছর ইসলামপুর ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় লাগাতার ভারী বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কালভার্ট থেকে রাস্তাঘাট। প্রতিবছর এইসময় দুর্ভোগ পোহাতে হয় গ্রামবাসীকে। অভিযোগ, বছরের পর বছর ধরে এধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলেও স্থায়ী সমাধানে অনীহা প্রশাসনের।

তবে বর্তমান পরিস্থিতি সামলাতে অস্থায়ী সমাধানে উদ্যোগী হয়েছে ইসলামপুর ব্লক প্রশাসন। যেসব গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, সেখানে বালির বস্তা এবং বাঁশ দিয়ে সাময়িকভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হবে। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে এব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছে ব্লক প্রশাসন। ইসলামপুর ব্লকের বিডিও নিজে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে রিপোর্ট তৈরি করছেন। পরিদর্শনে যাবেন অন্য আধিকারিকরাও। বিডিও'র রিপোর্ট মহকুমা এবং জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানো হবে।

ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, ইসলামপুর ব্লকের কমলাগাঁও সুজালি, গোবিন্দপুর, রামগঞ্জ-১, মাটিকুন্ডা-১ এবং গাইসাল-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার কালভার্ট, রাস্তাঘাট সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত। মাটিকুন্ডা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরিয়া গ্রামের কালভার্ট মাঝখান থেকে ভেঙে গিয়েছে। ডাঙ্গাপাড়া থেকে কাঁঠালবাড়ি যাওয়ার রাস্তার মাঝামাঝি একটি কালভার্টের সমস্ত হিউমপাইপ সরে গিয়ে বিপজ্জনক অবস্থা। রামগঞ্জ ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের জবরতলার রাস্তা কেটেছে জলের তোড়ে। ওই পথ দিয়ে যাতায়াত বর্তমানে বন্ধ। কদমগাছি গ্রামের রাস্তার নীচে থাকা হিউমপাইপগুলো দুই বছর আগে বর্ষায় ভেসে যাওয়ার পরেও সেগুলো পুনরায় বসানো হয়নি। গাইসাল ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কালানাগিনে শেরওয়ানি নদীর ওপরের কালভার্টটিরও কয়েকবছর ধরে বেহাল দশা।

বিভিন্ন জায়গার পরিস্থিতি সম্পর্কে ইসলামপুরের বিডিও দীপান্বিতা বর্মনের প্রতিক্রিয়া, 'এলাকায় এলাকায় ঘুরে রিপোর্ট তৈরি করা হচ্ছে। সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে।' তিনি আরও জানিয়েছেন, যে সমস্ত গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় কালভার্ট এবং রাস্তাঘাট ক্ষতিগ্রস্ত, সংশ্লিষ্ট প্রধানদের সেখানে অস্থায়ীভাবে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে।

বেহাল জলনিকাশি ব্যবস্থা, অবরোধ

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : বৃষ্টির জল জমে দুর্ভোগ শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের ভবচন্দ্র কলোনিতে। প্রতিবাদে মঙ্গলবার সকালে পথ অবরোধে শামিল হলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অবিলম্বে জলনিকাশি ব্যবস্থা স্বাভাবিক করার দাবিতে তাঁরা প্রায় আধঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করে রাখেন। যদিও ওয়ার্ড কাউন্সিলার শোভা সুব্বা বলেছেন, 'ওই জায়গা স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা নীচু। সেই কারণে প্রতিবছর বর্ষায় জল জমে। পরিস্থিতি সামলাতে কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

সংশ্লিষ্ট এলাকার একপাশে জাতীয় সড়ক নির্মাণ চলছে। অন্যদিকে, ভারতীয় সেনাবাহিনীর জমি। ফলে জল বাইরে বের করার জন্য প্রয়োজনীয় নিকাশিব্যবস্থা তৈরি করা যায়নি এখনও। স্থানীয় জয়প্রকাশ সিংয়ের অভিযোগ, 'অন্য বছরের তুলনায় এবার প্রায় একমাস আগে জল জমতে শুরু করেছে। নোংরা জল সরকারি কুয়োতে গিয়ে মিশছে, ফলে সেখানকার জল এখন পানের অযোগ্য। যার জেরে এলাকায় পানীয় জলের সংকট তৈরি হয়েছে।' স্থানীয় রিনা কামতি, পূজা দেবীদের আর্জি, 'প্রায় শতাধিক পরিবারের বসবাস এখানে। চলাফেরা করতে খুব অসুবিধা হচ্ছে। প্রশাসন এবার অন্তত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করুক।'

প্রায় মাসখানেক আগে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চমকডাঙ্গি এবং লালটং বস্তিতে। সেসময় লালটং বস্তির ৩৬টি পরিবারের ঘরবাড়ি ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মঙ্গলবার সেই এলাকা পরিদর্শনে যান জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা বর্মন, রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়, স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য মনীষা রায় সহ অনেকে। প্রশাসনের তরফে পরিবারগুলির জন্য বিকল্প জায়গার ব্যবস্থা করতে চিন্তাভাবনা চলছে। ঘটনাস্থল থেকেই জনপ্রতিনিধিরা প্রশাসনের আধিকারিকদের ফোন করে পরিস্থিতি সম্পর্কে জানান।

ভবচন্দ্র কলোনি

সূত্রের খবর, ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিভিন্ন এলাকায় সরকারি জমি রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কোনও একটি জায়গায় লালটং বস্তির ৩৬টি পরিবারের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হতে পারে। এখন চমকডাঙ্গির ১৫০টি পরিবারও বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে সরব। সেখানকার বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'প্রতিবছর বর্ষায় একইরকম দুর্ভোগ হয় আমাদের। বিকল্প জায়গায় পরিবার নিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হোক।'

শিশুশিক্ষাকেন্দ্র জলমগ্ন

চোপড়া, ৯ জুলাই : গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কুলাগাঁও শিশুশিক্ষাকেন্দ্র চত্বর। সেখানকার সহায়িকাদের কথায়, মাঠে জল দাঁড়ানোয় ফি-বছর বর্ষার সময় সমস্যায় পড়তে হয়।

বিষয়টি স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের নজরে আনা হয়েছে। কুলাগাঁও গ্রামের রাস্তার একাংশে বৃষ্টির জল জমে সমস্যা বাড়ছে। নিকাশি সমস্যায় গ্রামের রাস্তার একাংশে জল জমায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে বলে অভিযোগ। দাসপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান জিল্লুর রহমান বলেন, 'কুলাগাঁওয়ে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হলেই সমস্যা মিটবে। কেন্দ্রের চারপাশের রাস্তা বসতির কারণে নিকাশি সমস্যা তৈরি হয়েছে। এই সমস্যা মেটাতে চিন্তাভাবনা চলছে।'

বিক্ষোভ

ইসলামপুর, ৯ জুলাই : র‍্যাশনে নিম্নমানের আটা দেওয়ার অভিযোগ তুলে বিক্ষোভ দেখালেন গ্রাহকরা। মঙ্গলবার ইসলামপুর থানার জিরোপানিতে এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

গ্রাহকদের অভিযোগ, বেশ কিছুদিন ধরে নিম্নমানের আটা দিচ্ছিলেন অভিযুক্ত র‍্যাশন ডিলার মকসুদ আলম। নিম্নমানের আটা দেওয়া নিয়ে র‍্যাশন ডিলারকে বারবার বলা হলেও গ্রাহকদের অভিযোগকে মকসুদ তোয়াক্কা করেননি বলে অভিযোগ। ফলে, এদিন ফের নিম্নমানের আটা সরবরাহ করতেই গ্রাহকরা ওই র‍্যাশন দোকানে বিক্ষোভ শুরু করেন। ডিলার বলেন, 'কিছু মানুষ আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। কারণ, আমি যে র‍্যাশন সামগ্রী পাই সেটাই তো সরবরাহ করছি।' এ প্রসঙ্গে ইসলামপুর মহকুমা খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকদের প্রতিক্রিয়া জানতে যোগাযোগ করা হলে কেউ মুখ খুলতে চাননি। তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

বাউল উৎসব

চোপড়া, ৯ জুলাই : রথযাত্রা উপলক্ষ্যে সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তিনমাইল হাটে জমে উঠেছে মেলা ও বাউল উৎসব। উদ্যোক্তাদের সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার থেকে রথ উপলক্ষ্যে মেলা ও বাউল উৎসব শুরু হয়েছে। বুধবার পর্যন্ত মেলা, উৎসব চলবে। দৈনিক প্রচুর মানুষ মেলায় ও অনুষ্ঠানস্থালে হাজির থাকছেন।

জীবন ও জীবিকা।। তিস্তার পাড়ে জলপাইগুড়ির গৌতমেন্দু নন্দীর ক্যামেরায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

ফাঁসিদেওয়ায় ১৬ বছর অকেজো কালভার্ট

ফাঁসিদেওয়া, ৯ জুলাই : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ভীমাগছ ও বিধাননগর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সংযোগ রক্ষাকারী কালভার্টটি গত প্রায় ১৬ বছর ধরে অকেজো। ফলে, বর্ষায় বিপাকে পড়েন গ্রামবাসীরা। এবার সমস্যা সমাধানের দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা।

বছরভর কালভার্টের নীচ শুকনো থাকলেও বর্ষায় হাল বদলে যায়। দুই ধারে রয়েছে ডালিয়াবাড়ি ও খারোভাঙ্গি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, কালভার্ট সহ এলাকা জলমগ্ন হওয়ায় বহু বাড়িতে জল জমে। ফলে, তাঁদের প্রায় কয়েক কিলোমিটার ঘুরপথে চলাফেরা করতে হয়। এবিষয়ে গ্রামবাসীরা বহুবার প্রশাসনকে জানিয়েছেন। কিন্তু কাজ হয়নি। পশ্চিম ভীমাগছ, ডালিয়াবাড়ি ও খারোভাঙ্গির প্রায় কয়েক হাজার মানুষের যাতায়াতের জন্য ২০০৮ সালে কালভার্টটি তৈরি হয়েছিল। রাস্তার সঙ্গে একে যুক্ত করা হয়নি। পাশের মাটির রাস্তা দিয়ে মানুষ যাতায়াত করেন। চলে নানা গাড়িও।

এলাকাবাসীর মতে, মাটির রাস্তা দিয়ে যাতায়াতে সমস্যা হয়। তবে, বর্ষায় দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। বর্ষায় ওই রাস্তা নদীর আকার নেয়। এত জল জমে যে কালভার্ট তলিয়ে যায়। ফলে, গ্রামগুলির মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পড়ুয়া সহ সাধারণ মানুষকে প্রায় চার কিমি ঘুরপথে যাতায়াত করতে হয়।

স্থানীয় সুভাষচন্দ্র রায়, আনন্দ সিংহদের দাবি, সরকারি টাকায় কালভার্ট তৈরি হলেও কাজে লাগছে না। তাঁদের দাবি, পাকা রাস্তা বানিয়ে কালভার্টির সঙ্গে জুড়ে চলাচলযোগ্য করুক প্রশাসন। চটহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রাজেশ মণ্ডল বলেন, 'কালভার্ট তৈরির সময় এটির সঙ্গে জুড়ে রাস্তা তৈরির পরিকল্পনা ছিল না। এখন একে ব্যবহার উপযোগী করার কথা ভাবা হচ্ছে।'

নদী থেকে উদ্ধার মৃতদেহ

ফাঁসিদেওয়া, ৯ জুলাই : মৃতদেহ ভেসে এল নদীতে। মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর আমডাঙ্গি এলাকার ঘটনা। মৃত পিটার মিঞ্জ (৫২) গঙ্গারাম চা বাগানের টুনা ৬-এর বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রের খবর, এদিন টুনা নদীতে মাছ ধরার সময় ওই ব্যক্তির দেহ ভেসে আসতে দেখেন কয়েকজন স্থানীয়। গ্রামবাসী সঙ্গে সঙ্গে খবর দেন ঘোষপুকুর ফাঁড়িতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে। তারপর ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। ঘটনায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করেছে পুলিশ। মৃত্যুর কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ফের চালু ইন্ডোর স্টেডিয়াম

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : দীর্ঘ প্রায় চার বছরেরও বেশি সময় পর শিলিগুড়ির ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ফের খেলা শুরু হচ্ছে। ঠিক হয়েছে, ১১ জুলাই স্টেডিয়ামে স্কুলভিত্তিক টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতা দিয়ে আবার যাত্রা শুরু হবে। ২০২০-তে কোভিড মারাত্মক আকার নেওয়ার পর যখন হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজে তিলধারণের স্থান ছিল না সেই সময় সরকার থেকে ইন্ডোর স্টেডিয়ামকে সেফ হাউস তৈরি করে কোভিড আক্রান্তদের চিকিৎসা শুরু হয়। কোভিড নিয়ন্ত্রণে আসার পর বন্ধ হয়েছিল এই সেফ হাউস। কিন্তু দীর্ঘদিন সেখানে পড়ে ছিল নানা যন্ত্রপাতি। সেসব সরানো হলেও বহুদিন অব্যবহৃত থাকায় ইন্ডোর স্টেডিয়াম ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, এক সময় এখানে ভবিষ্যতে কোনও খেলা আদৌ হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। তৃণমূল শিলিগুড়ি পুরনিগমে ক্ষমতা দখলের পর বেশ কয়েকবার মেয়র গৌতম দেব পুরকর্তাদের নিয়ে স্টেডিয়াম পরিদর্শনে যান। এরইমধ্যে নিগমের ৩ নম্বর বরো কমিটির অফিসও ইন্ডোর স্টেডিয়ামে স্থানান্তরিত হয়।

মেয়রের উদ্যোগে সংস্কার করা হয় ইন্ডোর স্টেডিয়ামের। এখন খেলার মতো অবস্থায় আসে স্টেডিয়াম। তাই, ১১ জুলাই স্কুলভিত্তিক প্রতিযোগিতা দিয়ে দীর্ঘ কয়েক বছর পর ফের খেলা শুরু হতে চলেছে। এপ্রসঙ্গে মেয়র বলেন, 'স্টেডিয়ামের আরও কিছু কাজ বাকি রয়েছে। আস্তে আস্তে সেগুলিও করা হবে। এরপর বাস্কেট বল প্রতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত হবে।'

বাঁশদ্রোণীতে চুরি

দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণীতে একই বাড়িতে এক সপ্তাহে দু'বার চুরির ঘটনা ঘটল। সোমবার রাতে ওই বাড়ি থেকে দুষ্কৃতীরা প্রায় লক্ষাধিক টাকার জিনিস চুরি করে।

স্ত্রীকে খুন

পরকীয়া সন্দেহে সোমবার রাতে হাওড়ার উলুবেড়িয়ায় স্ত্রীকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে স্বামীর বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত ব্যক্তি মঙ্গলবার সকালে উলুবেড়িয়া থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ করেন।

পচাগলা দেহ উদ্ধার

মঙ্গলবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে একটি খালের পাশের ঝোপ থেকে এক ব্যক্তির পচাগলা মৃতদেহ পুলিশ উদ্ধার করেছে। তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

আলোচনা

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবন ও কর্ম নিয়ে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে মঙ্গলবার হল আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা। উদ্বোধন করেন উপাচার্য অমলেন্দু ভুঁইয়া।

টহলদারি। উপনির্বাচনের আগের দিন মানিকতলায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খুদের কান্নায় বাবা-মায়ের বিচ্ছেদে ইতি

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৯ জুলাই : মা-বাবার বিচ্ছেদ ঘুচিয়ে দিল ৬ বছরের ছেলে। ভাঙা সংসার নতুন করে জুড়ল সেই একরত্তিই।

খোরপোশের মামলায় শিয়ালদা আদালতে হাজির হয়েছিলেন বাবলি মণ্ডল নামে এক বধূ। সঙ্গে ছিলেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা ও ৬ বছরের ছোট্ট ছেলে। বেলেঘাটা মেইন রোডের বাসিন্দা স্বামী স্বপন দাসও হাজির ছিলেন কোর্টে। গতবছর স্বামীর বিরুদ্ধে খোরপোশের মামলা করেছিলেন। অভিযোগ, স্বামী ঠিকমতো খোরপোশের টাকা দিচ্ছেন না। এজন্যই মঙ্গলবার তিনি ফের আদালতের দ্বারস্থ হন। তখনই দেখা গেল এক হৃদয়বিদারক দৃশ্য। প্রায় সাত মাস পর বাবাকে দেখতে পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়ে ছোট্ট ছেলেটি। তার হাত শক্ত করে ধরে রেখেছিল মা। মায়ের হাত ছেড়ে জোর করে বাবার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকে সে। মায়ের হাত ছাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ হতেই কোর্ট চত্বর কেঁদে ভাসিয়ে দেয় খুদে। তারপর একঝটকায় মায়ের হাত ছেড়ে আশ্রয় নেয় বাবার কাছে।

আদালতের নির্দেশে ছেলেকে ধরতে পারছিলেন না স্বপন। তাঁর বুকের মধ্যে চেপেছিল একরাশ দুঃখ। ছেলেকে ওভাবে কাঁদতে দেখে তাঁর চোখ দিয়েও অঝোরে জল ঝরছিল। বিড়বিড় করে বলছিলেন, 'সত্যিই আমি এক অভাগা। নিজের ছেলেকেও কোলে নিতে পারছি না।' সেই মুহূর্তে স্ত্রীর হাত ছাড়িয়ে ছেলেকে ছুটে আসতে দেখে যাবতীয় বাধা-নিষেধ উড়িয়ে তিনিও ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরেন প্রাণের সন্তানকে। মুহূর্তে বাঁধ ভাঙা আনন্দে স্বামী-স্ত্রী দুজনেই হাপুস নয়নে কাঁদতে থাকেন। কোট চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজনও হতবিহ্বল হয়ে পড়েন।

বলাবলি করতে থাকেন, 'এভাবে ছোট্ট ছেলেটিকে কষ্ট দেওয়ার কোনও মানে হয় না। স্বামী-স্ত্রী দু'জনে অন্তত ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে যাবতীয় সমস্যা মিটিয়ে নিক।'

খানিক দূরে দাঁড়িয়ে থাকা বাবলির বৃদ্ধ মা-বাবাও নিষ্পাপ শিশুটির গাল বেয়ে পড়া চোখের জল দেখে তাঁরা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। অতীতের তিক্ততা ও আইনের বাধানিষেধ দূরে সরিয়ে জামাইকে ডেকে কথা বলেন। বলেন, 'আমরাও চাই না ছেলেকে ছেড়ে দূরে থাকো তুমি। গত সাত মাস ধরে ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করেনি, ঠিকমতো ঘুমোয়নি তোমার ছেলে। ওর জীবন থেকে হাসি উধাও হয়ে গিয়েছিল। আজ তোমাকে দেখে ও আবার যেন নতুন করে বাঁচার রসদ পেয়েছে। আমরা চাই সব কিছু ভুলে তোমরা আবার এক হয়ে যাও।'

এরপরই মেয়ে বাবলিকে নিয়ে বৃদ্ধ-বৃদ্ধা জামাই স্বপনের সঙ্গে কথা বলেন। বাবলিও ছেলের আকুতি ও কষ্ট দেখে সবকিছু ভুলে এক হওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বলেন, 'বাবা-মার সঙ্গে কথা বলে স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করেছি। যে ভুল হয়েছে তা মিটিয়ে নিতে চাইছি দুজনেই। আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে মামলা তুলে নেব। কারণ, এর জন্য সবচেয়ে বেশি কষ্ট পাচ্ছে আমাদের ছেলে। ওকে আমরা কষ্ট দিতে চাই না।'

স্বপন বলেন, 'সাংসারিক সমস্যার জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল বাবলি। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল ছেলেকে। তারপর থেকে জীবনের সব আনন্দ উধাও হয়ে গিয়েছিল। আজ ছেলেকে বুকে পেয়ে সব কষ্ট দূর হয়েছে। ওকে আর হারাতে চাই না। যত দ্রুত সম্ভব মামলা তুলে নেব। ও আমাদের দেখিয়ে দিল বিবাদ নয়, ভালোবাসাই জীবনের মূল মন্ত্র।'

বিধানসভা কমিটির বৈঠকে সায়ন্তিকা

শপথ বৈধতা নিয়ে রাজ্যপালের প্রশ্ন

কলকাতা, ৯ জুলাই : তাঁর শপথকে অবৈধ বলে দাবি করে রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ করেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অথচ, সেই শপথের সূত্রেই বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে সদস্য হয়ে প্রথম বৈঠকও করে ফেললেন বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সূত্রেই বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা ও ভগবানগোলার বিধায়ক রেয়াত হোসেন সরকারের বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিতে অন্তর্ভুক্তি ও বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি।

৪ জুন ভোটের ফল প্রকাশের ১ মাস ১ দিন পর বিধানসভায় স্পিকারের কাছে শপথ নেন তৃণমূলের দুই বিধায়ক সায়ন্তিকা ও রেয়াত। এরপরই তাঁর নির্দেশকে লঙ্ঘন করে দেওয়া শপথের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ করেছেন রাজ্যপাল। সেই অভিযোগের এখনও কোনও কিনারা হয়নি। তারই মধ্যে মঙ্গলবার বিধানসভায় স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যোগ দিলেন সায়ন্তিকা।

শপথগ্রহণের পরই দুই বিধায়কের জন্য স্ট্যান্ডিং কমিটির দুটি করে কমিটি বরাদ্দ করেছেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সায়ন্তিকাকে দেওয়া হয়েছে, মহিলা ও শিশু কল্যাণ এবং পাবলিক আন্ডারটেকিং। রেয়াত হোসেন

> তৃণমূলের সব কাজই বেআইনি। শপথ বৈধ কী বৈধ নয় তা স্থির হওয়ার আগে ওঁরা কীভাবে কমিটির সদস্য হন বা বৈঠক করেন তা জানা নেই।
>
> **তাপসী মণ্ডল,** *বিজেপির বিধায়ক*

সরকারকে দেওয়া হয়েছে বিওপি ও মাইনরিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি।

এদিন মহিলা ও শিশু কল্যাণ বিষয়ক কমিটির বৈঠকে যোগ দিতে বিধানসভায় আসেন সায়ন্তিকা। ওই কমিটির চেয়ারম্যান তৃণমূলের নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধীদের প্রশ্নের জবাবে সায়ন্তিকা বলেন, 'আমি বিরোধীদের বিষয়ে কোনও কথা বলতে চাই না। রাজ্যপাল আমাদের শপথ নিয়ে যা বলেছেন, তা নিয়েও কোনও মন্তব্য করব না। তবে, আমরা বিধানসভার অধিবেশনে স্পিকারের কাছে শপথ নিয়েছি। তিনিই আমাদের কমিটি বরাদ্দ করেছেন। বিধায়ক হিসাবে এই কমিটির বৈঠকে উপস্থিত থাকা আমাদের দায়িত্ব। আমরা সেটাই করেছি।'

ওই কমিটির সদস্য বিজেপির হলদিয়ার বিধায়ক তাপসী মণ্ডল বলেন, 'তৃণমূলের সব কাজই বেআইনি। শপথ বৈধ কি বৈধ নয় তা স্থির হওয়ার আগে ওঁরা কীভাবে কমিটির সদস্য হন বা বৈঠক করেন তা জানা নেই।'

বিধানসভায় ২৬টি স্ট্যান্ডিং কমিটি ও ১৫টি হাউস কমিটি আছে। প্রত্যেক বিধায়ক অন্তত ২টি করে কমিটির সদস্য হন। বৈঠক পিছু ভাতা ২ হাজার টাকা। বিধায়ক ভাতা বাবদ এই টাকা পেতে কমিটির সদস্য হওয়া ও বৈঠকে উপস্থিতি আবশ্যক।

আম্বানির ছেলের বিয়েতে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ৯ জুলাই : বিজনেস টাইকুন মুকেশ আম্বানির ছেলের বিয়ের রিসেপশনে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ১১ জুলাই দুপুর ২টোয় বিশেষ চার্টার্ড ফ্লাইটে মুখ্যমন্ত্রী মুম্বই যাবেন। বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সের ট্রাইডেন্ট হোটেলে মুখ্যমন্ত্রীর থাকার কথা রয়েছে। ১২ জুলাই সকালে এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার ও শিবসেনা নেতা উদ্ধব ঠাকরের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর বিকালে বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্সেরই জিও সেন্টারে মুকেশ আম্বানির ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি ও রাধিকার বিয়ের রিসেপশনে তিনি যোগ দেবেন। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, এনসিপি প্রধান শারদ পাওয়ার ও উদ্ধব ঠাকরের থাকার কথা রয়েছে। এছাড়াও দেশের অন্যান্য রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতৃত্বের থাকারও কথা রয়েছে। কংগ্রেসনেত্রী সোনিয়া গান্ধি এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হলেও শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি থাকতে না পারলে রাহুল গান্ধির উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওখানেই মমতা ও রাহুলের কথা হতে পারে।

কুণালের মন্তব্য

কলকাতা, ৯ জুলাই : দিল্লির একটি পাঁচতারা হোটেলে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলেছিলেন এক নৃত্যশিল্পী। তিনি অভিযোগ প্রত্যাহার করে নিয়েছেন বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু এই খবর সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে দাবি করলেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি বলেন, 'রাজ্যপালকে নিয়ে দিল্লির হোটেলে যে ঘটনা হয়েছে, সেই অভিযোগকারিণী আমাকে একটি প্রেস বিবৃতির মতো নোট পাঠিয়েছেন। আমি তাঁর অনুরোধ রক্ষা করে তা সংবাদমাধ্যমকে দিয়েছি। ওই মহিলা কোনও অভিযোগ প্রত্যাহার করেননি। তিনি আমেরিকায় থাকেন। তিনি ভারত সরকারের সাহায্য চান বলে এখনই এই বিষয় নিয়ে এগোতে চাইছেন না।' এদিন কুণাল তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ওই মহিলার চিঠিটিও পোস্ট করেছেন। কুণাল বলেন, 'আমার মুখ দিয়ে কিছু সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, ওই মহিলা নাকি অভিযোগ প্রত্যাহার করেছেন। কিন্তু এই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। আমি মনে করি কাউকে আড়াল করতে এই ভিত্তিহীন খবর করা হচ্ছে।'

সোনালি সন্ধ্যা। মঙ্গলবার কলকাতার প্রিন্সেপ ঘাটে। ছবি : আবির চৌধুরী

ওএমআর-এর তথ্য উদ্ধারে সিবিআই

কলকাতা, ৯ জুলাই : টেট দুর্নীতি মামলায় ২০১৪ সালের টেটের ওএমআর শিটের তথ্য উদ্ধারে মঙ্গলবার ফের এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে হানা দিল সিবিআই। তাদের সঙ্গে তৃতীয়পক্ষ হিসাবে ছিলেন এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও একজন সাইবার বিশেষজ্ঞ। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআইয়ের এই হানা।

টেট দুর্নীতির মামলাটি বর্তমানে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থার এজলাসে চলছে। গত মঙ্গলবার মামলার শুনানিতে সিবিআইয়ের কাছে ওএমআর শিটের অরিজিনাল সার্ভার বা হার্ডডিস্কের তথ্য চেয়েছিলেন বিচারপতি। কিন্তু তা জমা দিতে পারেনি সিবিআই। আদালতে সিবিআই জানায়,

টেট দুর্নীতি

- ২০১৪ সালের টেটের তথ্য উদ্ধারে মঙ্গলবার এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির অফিসে হানা দিল সিবিআই
- তাদের সঙ্গে তৃতীয়পক্ষ হিসাবে ছিলেন এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও সাইবার বিশেষজ্ঞ

ওএমআর শিট স্ক্যান করে যে সার্ভারে রাখা হয়েছিল, তা ২০১৭ সালে বদলে ফেলা হয়েছে। সার্ভার ক্র্যাশ করেছিল বলে তা হাতুড়ি দিয়ে ভেঙে ফেলা হয়েছিল।

সংস্থার তৎকালীন অংশীদার গৌতম মাজি ওই নির্দেশ দিয়েছিলেন। তখনই বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দেন, ওএমআর শিট স্ক্যান করে কোথায় ও কোন হার্ডডিস্কে রাখা হয়েছিল শুক্রবারের মধ্যে তা আদালতকে জানাতে হবে। কিন্তু শুক্রবার ওই তথ্য জমা দিতে পারেনি সিবিআই।

তখনই বিচারপতি মান্থা সিবিআইকে নির্দেশ দেন, তথ্য উদ্ধারে প্রয়োজনে তৃতীয়পক্ষের সাহায্য নেওয়া যাবে। সেই নির্দেশমতোই এদিন এক কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ ও এক সাইবার বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানিতে হানা দেয় সিবিআই। তবে সিবিআই সেখানে কী তথ্য পেয়েছে সে বিষয়ে কিছু জানায়নি।

বঙ্গ বিজেপির রদবদলে অসহিষ্ণু নেতারা

কলকাতা, ৯ জুলাই : বঙ্গ বিজেপির রদবদল নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বে কাটাছেঁড়া চলছেই। নতুন রাজ্য সভাপতি কে হবেন, সেই বিষয়টিও রয়েছে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের চর্চায়। তবু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা হচ্ছে না দিল্লি থেকে। অথচ এই নিয়ে তর সইছে না দলের রাজ্য নেতাদের। সবাই উন্মুখ হয়ে আছেন দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সিদ্ধান্তের অপেক্ষায়। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে দলের কাজ অগোছাল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে ১৭ জুলাই বিজেপির রাজ্য কার্যকারিণীর চর্চিত বৈঠক ডাকা হয় ঘটা করেই। তার আগেই দিল্লি থেকে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের তরফে বঙ্গ বিজেপির রদবদলের কথা ঘোষণা করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে সুকান্ত মজুমদারের পর রাজ্যে দলের নেতৃত্ব সভাপতি কে হবেন তাও জানা যাবে। যদিও সেই উত্তরের আভাস এখনও মেলেনি রাজ্যস্তরে। তবে এই ব্যাপারে এখনই হেস্তনেস্ত করতে চাইছেন বঙ্গ

> আর পারা যায় না। এবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের রদবদল নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা দরকার। পার্টির কাজ কিছু হচ্ছে না তেমন। চারটে উপনির্বাচন হয়ে যাচ্ছে। রাজ্য পার্টিকে তো এগোতে হবে।
>
> **দিলীপ ঘোষ**

বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। মঙ্গলবার তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেন, 'আর পারা যায় না। অনেকদিন লোকসভা ভোটের ফল বেরিয়েছে, নতুন সংসদের অধিবেশনও শেষ হয়েছে। এবার দলের শীর্ষ নেতৃত্বের রদবদল নিয়ে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা দরকার। পার্টির কাজ কিছু হচ্ছে না তেমন। চারটে উপনির্বাচন হয়ে যাচ্ছে। এরপর ২০২৬-এর বিধানসভার ভোট আছে। রাজ্য পার্টিকে তো এগোতে হবে। প্রস্তুতি শুরু করতে হবে।'

দিলীপ বলেন, 'শুনেছি দিল্লিতে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব রদবদল নিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছেন। এবার হয়তো তাঁরা সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন। তবে সেটা যত তাড়াতাড়ি হয় ভালো হয়। দলের স্বার্থে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার।' একইসঙ্গে দিলীপ বলেন, 'আমার অবস্থান এখনও বদলায়নি। দলে আমার জন্য নির্দিষ্ট কাজ না থাকলে রাজনীতিই ছেড়ে দেব, এটাই আমার সিদ্ধান্ত। এব্যাপারে আরএসএস কী করছে আমার জানা নেই। ওদের কথায় সংঘ প্রচারক থেকে রাজনীতিতে এসেছিলাম। রাজনীতি ছাড়ার সিদ্ধান্তটা ওঁদের জানানো উচিত বলেই জানিয়েছি।'

চোর সন্দেহে গ্রেপ্তার, মৃত্যু

কলকাতা, ৯ জুলাই : চোর সন্দেহে এক তরুণকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল। পরে আদালত থেকে জামিন পেয়ে বাড়ি ফেরেন ওই তরুণ। কিন্তু বাড়ি ফিরে আসার পরই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। ভর্তি করা হয় হাসপাতালে। কিন্তু তাঁকে বাঁচানো যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সুন্দরবনের ঢোলাহাট এলাকা। এলাকার মানুষ দীর্ঘক্ষণ ঢোলাহাট থানা ঘেরাও করে রাখেন। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত তরুণের নাম আবু সিদ্দিকি হালদার (২২)।

ঘটনার সূত্রপাত ৩০ জুন। ওইদিন আবুর কাকা মহসিন হালদারের বাড়ি থেকে কিছু সোনার গয়না চুরি যায়। পরদিনই ঢোলাহাট থানার পুলিশ মহসিন ও তাঁর কাকাকে পুলিশ জোর করে থানায় নিয়ে যায়। অভিযোগ, থানায় মহসিনকে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরিবারের দাবি, আবুর সারা শরীরে এমনকি চোখ-মুখও ফেটে গিয়েছিল।

কত্ত চারাগাছ।। মঙ্গলবার খিদিরপুরে। ছবি : রাজীব মণ্ডল

জয়ন্তর ভিডিও

কলকাতা, ৯ জুলাই : কামারহাটির জয়ন্ত সিংহ ও তাঁর অনুগামীদের একটি ভিডিও নিয়ে ফের চর্চা শুরু হয়েছে সমাজমাধ্যমে। ওই ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, অন্ধকার ঘরে দেওয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে দু'জন। তাঁদের একজনের হাতে একটি পিস্তল। সেই পিস্তল কীভাবে চালাতে হয়, তা শেখাচ্ছেন অন্যজন। তবে ওই দুই ব্যক্তির মধ্যে কেউ জয়ন্ত কিনা তা বোঝা যাচ্ছে না। উল্লেখ্য, কিছুদিন আগে আড়িয়াদহে এক মহিলা ও তাঁর ছেলেকে রাস্তায় ফেলে পেটানোর অভিযোগ উঠেছিল জয়ন্ত ও তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধে। কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্রের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত জয়ন্তের বিরুদ্ধে এরপর থেকে একাধিক অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। তবে এই ভিডিওগুলির সত্যতা যাচাই করে দেখেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

সালিশি সভায় তরুণকে মারধর

কলকাতা, ৯ জুলাই : উত্তরবঙ্গে সালিশি সভায় এক তরুণ-তরুণীকে মারধরের ঘটনার রেশ মিটতে না মিটতেই হাওড়ায় ফের এক সালিশি সভায় মারধরের অভিযোগ উঠল। সোশ্যাল মিডিয়ায় ওই ঘটনার একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তিকে মারধরের পাশাপাশি তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে ভাঙচুর করা হচ্ছে। হাওড়ার সাঁকরাইল থানার পুলিশ তদন্তে নেমেছে। এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

অভিষেককে নিয়ে একুশের ধোঁয়াশা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৯ জুলাই : ২১ জুলাইয়ের সমাবেশে শাসকদল তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় থাকবেন কিনা, দলের অন্দরে সেই নিয়ে ধোঁয়াশা মঙ্গলবারও কাটেনি। প্রায় সব জেলায় এমনকি রাজ্যস্তরের নেতা-কর্মীদের মধ্যে এই নিয়ে চাপা কৌতূহল থেকে গিয়েছে। প্রায় সকলেরই প্রশ্ন, ২১-এর সমাবেশে দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' থাকবেন তো? দলের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে এদিনও তার কোনও উত্তর মেলেনি। যদিও কলকাতায় দলে অভিষেক-ঘনিষ্ঠ মহলের নিশ্চিত বিশ্বাস, সমাবেশে তাঁদের নেতা স্বমহিমায় হাজির থাকবেন। ১০ জুলাইয়ের মধ্যেই তা পরিষ্কার হয়ে যাবে। শারীরিক চিকিৎসা সেরে ওইদিন বা তার আগেই দলনেতা কলকাতায় ফিরবেন। আসলে রাজ্যজুড়ে জেলায় জেলায় দলের মধ্যে অভিষেক তাঁর নিজস্ব একটা মহল তৈরি করতে সমর্থ হয়েছেন। তাই তাঁকে নিয়ে কৌতূহলের চাপা বার্তা সেখান থেকেই আসছে বলে খবর। বিশেষ করে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ সফল করতে অভিষেকের বার্তা এখনও তাঁদের কাছে পৌঁছোয়নি বলেই কৌতূহল বাড়ছে।

যদিও এসবের মাঝে মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ২১ জুলাইয়ের প্রস্তুতি নিয়ে উঠেপড়ে লেগেছেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। দক্ষিণবঙ্গ তো বটেই, বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে শহিদ সমাবেশে দলের লোকেদের জমায়েত বাড়াতে তিনি নিয়মিত যোগাযোগ করছেন উত্তরের দলের জেলা নেতাদের সঙ্গে। উত্তরবঙ্গে খারাপ আবহাওয়া ও লাগাতার অতিবৃষ্টির জন্য ২১-এর প্রস্তুতি কিছুটা বাধা পাচ্ছে বলে দলের কাছে খবর আসছে। এতেই কিছুটা হলেও বিচলিত দলের রাজ্য নেতৃত্ব। শিলিগুড়ি থেকে এদিন মেয়র গৌতম দেবও সেকথা মেনে নিয়েছেন। তিনি জানান, লাগাতার বৃষ্টির জন্য ২১-এর প্রস্তুতির প্রচার ও মিছিল মার খাচ্ছে। এজন্য তাঁরা ২১-এর প্রস্তুতি নিয়ে গ্রুপ মিটিংয়ের ওপর জোর দিচ্ছেন। শিলিগুড়ির ৪৭টি ওয়ার্ড ও ১২টি অঞ্চল থেকে তাঁরা ১৫ থেকে ২০ হাজার লোক সমাবেশে নিয়ে যাবেন। ১৭ জুলাই থেকে ২০ জুলাই উত্তরবঙ্গ থেকে বিভিন্ন ট্রেনে তাঁরা কলকাতা যাবেন। হলদিবাড়ি এক্সপ্রেস ট্রেনটির ওপর তাঁরা জোর দিচ্ছেন। এবারও স্পেশাল ট্রেন পাওয়ার আশা কম। রাজ্যস্তর থেকে এই ব্যাপারে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে।

একই কথা জানিয়েছেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি জানান, বিভিন্ন ট্রেনে কলকাতা যাওয়ার প্রায় কয়েক হাজার টিকিট বুকিং করা হচ্ছে আলিপুরদুয়ার সহ বিভিন্ন জেলায় দলের নেতা ও কর্মীদের জন্য। ১৭ বা ১৮ জুলাই থেকে দলের নেতা-কর্মীরা যেতে শুরু করবেন।

সুন্দরবনের মধু পেল জিআই ট্যাগ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৯ জুলাই : ভারতের জিওগ্রাফিকাল ইন্ডিকেশন (জিআই) ট্যাগ পেল সুন্দরবনের মধু। প্রতিবেশী বাংলাদেশও সুন্দরবনের মধুর জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন করেছিল। কিন্তু ভারত বাংলাদেশের আগেই এই ট্যাগ পেয়ে গিয়েছে। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে ভারতের জিআই ট্যাগ দেওয়া মধু বিশেষভাবে সমাদৃত হবে। বাংলাদেশ তাই এবার উঠে পড়ে লেগেছে এই ট্যাগের জন্য।

জিআই ট্যাগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দেশের পরিবেশ, আবহাওয়া ও সংস্কৃতির ভূমিকা থাকে। এছাড়া ভৌগোলিকভাবে ও ঐতিহ্যগতভাবে যদি সেই পণ্যের ওপর সংশ্লিষ্ট দেশের নিজস্বতার ছাপ থাকে, তাহলে সেই পণ্যকে সেই দেশের জিআই পণ্য হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ওয়ার্ল্ড ইন্টেলেকচুয়াল প্রপার্টি অর্গানাইজেশন (ডব্লিউআইপিও) এই ট্যাগ দিয়ে থাকে। যা অনেকটা কপিরাইটের মতো। তবে ভারতের আগেই বাংলাদেশ সুন্দরবনের মধুর জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন করেছিল।

আয়তনগতভাবে ভারতের থেকেও সুন্দরবনের বেশি অংশ রয়েছে বাংলাদেশে। ভারতের তুলনায় সুন্দরবনের মধু অনেক বেশি উৎপাদন হয় বাংলাদেশে। ভারতের উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও বাংলাদেশে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাটের সুন্দরবন এলাকায় সবচেয়ে বেশি মধু পাওয়া যায়। ২০১৭ সালে বাংলাদেশের বাগেরহাট জেলার তরফে সুন্দরবনের মধুর জন্য জিআই ট্যাগের আবেদন করা হয়েছিল। কিন্তু এখনও পর্যন্ত সাড়া মেলেনি। অপরদিকে ২০২১ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড ভারতের তরফে চেন্নাইয়ে ডব্লিউআইপিও অফিসে সুন্দরবনের মধুর জিআই ট্যাগের জন্য আবেদন করা হয়। সেই আবেদনেই মেলে সাড়া। ভারতের সুন্দরবনের মধু পায় জিআই ট্যাগ। ২০৩১ সালের ১১ জুলাই পর্যন্ত এই জিআই ট্যাগ বৈধ থাকবে।

এর ফলে বিশ্ব বাজারে ভারতের জিআই ট্যাগ লাগানো সুন্দরবনের মধুর চাহিদা ও বিক্রি বহুগুণ বাড়বে। যা নিয়েই চিন্তিত বাংলাদেশের মৌ-চাষি ও মধু ব্যবসায়ীরা। এর ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশ থেকে রপ্তানি করা মধুর চাহিদা কমে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবনের 'এপিস ডরসাটা' নামে এক বিশেষ মৌমাছি যে চাক তৈরি করে, তার থেকেই মউলিরা মধু সংগ্রহ করে থাকেন। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত এই মধু সবচেয়ে বেশি সংগ্রহ করা হয়। মধু সংগ্রহ করতে গিয়ে অনেক মউলিকেই বাঘের পেটে যেতে হয়। সুন্দরবনের এই মধুকে পদ্ম মধুও বলা হয়ে থাকে। বাংলাদেশ সরকার এবার নতুন করে তাদের আবেদন নিয়ে নড়াচড়া শুরু করেছে। ইতিমধ্যেই ৩০ জুন বাংলাদেশের সরকারি প্রেসে সাত বছর আগে করা সেই আবেদনের পরিমার্জন ও পর্যালোচনা করে পাঠানো হয়েছে জার্নাল হিসেবে প্রকাশ করার জন্য। কোনও পক্ষের আপত্তি না থাকলে বাংলাদেশের মধুর গায়েও জিআই ট্যাগ লাগানো যাবে।

বুধবার, ২৫ আষাঢ় ১৪৩১, ১০ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৫৩ সংখ্যা

জটের আমি, জটের তুমি

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেরুদণ্ড উপাচার্য। তিনি নিজের শিরদাঁড়া সোজা রাখলে ছাত্রদের কাছে ইতিবাচক বার্তা পৌঁছায়। শিক্ষার পরিবেশ যথার্থ হয়। জ্ঞানের চর্চা এগিয়ে চলে। উপাচার্য নিজেই প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেন। অথচ সেই পদের গরিমা নিয়ে গত প্রায় দু'বছর ধরে ছিনিমিনি চলেছে বাংলায়। ক্ষমতার উন্মত্ত প্রতিযোগিতায়, ঘৃণ্য দলীয় সংকীর্ণতার শিকার হয়েছে পদটি। শিক্ষা, পাণ্ডিত্য ইত্যাদির বদলে উপাচার্য বাছাইয়ের মাপকাঠি হয়ে উঠেছে আনুগত্য।

বশংবদ হলেই একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পদের শিকে ছিঁড়তে পারে। এই রকম ধারণা তৈরি হয়েছে। শিক্ষার ক্ষেত্রে এর চেয়ে বেদনাদায়ক, অপমানকর, দুর্ভাগ্যজনক আর কী হতে পারে! গত দু'বছর ধরে যা হয়েছে, তাতে রাজ্য সরকার নিযুক্তকে অপসারিত করেছেন রাজ্যপাল। আবার রাজভবন নিযুক্ত উপাচার্যের কোনও স্বীকৃতি ছিল না বিকাশ ভবন বা নবান্নের কাছে। উপাচার্যদের নিয়ে যেন পিংপং বলের মতো খেলা চলেছে রাজ্য সরকার ও রাজ্যপালের মধ্যে।

সম্প্রতি কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনাবলি প্রমাণ করে প্রকৃত শিক্ষাই হারিয়ে যাচ্ছে। উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের মতান্তরকে কেন্দ্র করে যা যা ঘটেছে এবং শেষমেশ যেভাবে জাতিবিদ্বেষের স্তরে নেমে এল ব্যাপারটা, তার চেয়ে লজ্জা, ঘৃণার কিছু হয় না। রেজিস্ট্রারকে সাসপেন্ড বা বলপূর্বক সেই রেজিস্ট্রারকে তাঁর দপ্তরে ফিরিয়ে আনা ইত্যাদি উচিত কী অনুচিত, তা নিয়ে ভিন্নমত থাকতে পারে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই সর্বোচ্চ পদাধিকারীকে কেন্দ্র করে ক্ষমতার সংকীর্ণ খেলা নিয়ে নিন্দার ভাষা নেই।

কেউ কেউ মনে করছেন, সুপ্রিম কোর্টের সদ্য রায়ে এই জটিলতার নিষ্পত্তি হবে। হোক, সেটা কাম্য। কিন্তু প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে, হবে তো? সর্বোচ্চ আদালতের রায়ের মধ্যে কিছু জটিলতার সম্ভাবনার বীজ লুকিয়ে আছে। যেমন, সার্চ কমিটির প্যানেল অপছন্দ হলে মুখ্যমন্ত্রী আদালতের নজরে আনতে পারবেন। আবার মুখ্যমন্ত্রীর সুপারিশে আপত্তি থাকলে রাজ্যপালও বিষয়টি আদালতে জানাতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ফের আদালতের প্রক্রিয়া চলতে থাকবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগের মতো বিষয়ে এমনিতেই আদালতকে যদি হস্তক্ষেপ করতে হয়, তা মোটেও পদটির গরিমার প্রতি সম্মান প্রদর্শন নয়। শিক্ষাবিদদের নিয়ে গঠিত সার্চ কমিটির উপযুক্ত উপাচার্য বেছে নেওয়াই সবচেয়ে কাম্য। সেক্ষেত্রে মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যপালের ভূমিকা একেবারেই নিয়মরক্ষা হলে সমস্যা থাকে না। কমিটির পছন্দকে সিলমোহর দিলে শিক্ষাবিদদের উপযুক্ত সম্মান দেওয়া হয়। বাছাই নিয়ে পক্ষপাত, আনুগত্য, বশংবদ হওয়ার প্রশ্ন আসে না।

আনুগত্য যাচাই করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সর্বোচ্চ পদটিতে নিয়োগ করার মানসিকতা যদি সব তরফের থাকে, তাহলে আদালত যতই নির্দেশ দিক, সমস্যার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। তাতে কখনোই কেউ গোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মাননীয় উপাচার্য হয়ে উঠতে পারবেন না। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, শিক্ষাকর্মী ও পড়ুয়াদের একাংশের পছন্দের ব্যক্তি হয়ে থাকবেন। তাতে উপাচার্য পদের গরিমা ভূলুণ্ঠিত হয়। যেমন হচ্ছে আজকাল।

সুপ্রিম কোর্টের রায়কে বাংলার খোদ শিক্ষামন্ত্রীর কার্যত 'আমাদের জয়' বলে উল্লাস প্রকাশ ভবিষ্যতে জটিলতার ইঙ্গিতবাহী। অন্যদিকে, এর আগে সমস্যা মেটাতে সুপ্রিম কোর্ট পরামর্শ দিলেও সে পথে না হেঁটে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস সংঘাতের বার্তাই দিয়ে চলেছিলেন। তাতে পরিস্থিতি ক্রমশ জটিল হয়েছে। বিকাশ ভবন ও রাজভবন নিজের নিজের মতো করে বিশ্ববিদ্যালয়কে আপন ক্ষমতা প্রদর্শনে কুস্তির আখড়া করে তুলেছেন।

সুপ্রিম কোর্টের দুই সম্মাননীয় বিচারপতির কলমের খোঁচায় সেই কুস্তি থেকে যাবে কি? নাকি সংঘাতের নতুন নতুন ছিদ্রপথ খোঁজা হবে। তাতে ফের অচলাবস্থা বা যান্ত্রিকতা তৈরি হতে পারে। আখেরে সর্বনাশ হবে উচ্চশিক্ষার, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের, নৈতিকতার, উপাচার্য পদের গরিমার।

অমৃতধারা

অনুতাপ কর, কিন্তু স্মরণ রেখো যেন পুনরায় অনুতপ্ত হতে না হয়। যখনই তোমার কুকর্মের জন্য তুমি অনুতপ্ত হবে, তখনই পরমপিতা তোমাকে ক্ষমা করবেন, আর ক্ষমা হলেই বুঝতে পারবে, তোমার হৃদয়ে পবিত্র সান্ত্বনা আসছে, আর তা হলেই তুমি বিনীত, শান্ত ও আনন্দিত হবে। যে অনুতপ্ত হয়েও পুনরায় সেই প্রকার দুষ্কর্মে রত হয়, বুঝতে হবে যে সত্বরই অত্যন্ত দুর্গতিতে পতিত হবে। শুধু মুখে মুখে অনুতাপ অনুতাপই নয় ও আরও অন্তরে অনুতাপ আসার অন্তরায়। প্রকৃত অনুতাপ এলে তার সমস্ত লক্ষণই অল্পবিস্তর প্রকাশ পায়। জগতে মানুষ যত কিছু দুঃখ পায় তার অধিকাংশই কামিনী-কাঞ্চনে আসক্তি থেকে আসে ও দুটো থেকে যত দূরে সরে থাকা যায় ততই মঙ্গল।

-শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

আলোচিত

পাঁঠা বেশি বিক্রি করবে বলে মুরগির রোগ হয়েছে বলে রটিয়ে দেওয়া হয়। ফলে লোকে ভয়ে মুরগি খায় না। পাঁঠার দাম বেড়ে যায়। এটা মুরগির ক্ষেত্রেও হয়। একটা বড় চক্র কাজ করে। চোখে দেখা যায় না। আলুর ক্ষেত্রেও বড় ব্যবসায়ীরা কোল্ড স্টোরেজে আলু আটকে রাখে। দাম বাড়ায়।

- মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে নাজেহাল মুম্বইকররা। রাস্তা, রেললাইন জলের তলায়। জলমগ্ন রেললাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন যাওয়ার ভিডিও ভাইরাল। জমা জলে ঢেউ তুলে ট্রেন চলছে। যাত্রীরা কামরার দরজায় দাঁড়িয়ে জলযাত্রা উপভোগ করছেন। ভিডিওর ইনবক্স মজার মজার মন্তব্যে ভরিয়ে দিয়েছেন নেটিজেনরা।

আজ

১৯৪৯

১৯৪৯ সালে আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সুনীল গাভাসকার।

২০১৪

অভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী জোহরা সেহগল প্রয়াত হন ২০১৪ সালে আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

অন্য কোনও দেবতা জগন্নাথ দেবের মতো বিবর্তিত হননি। প্রভুর যেমন ইচ্ছা। রাষ্ট্রদেবতা হলে যা হয়। শাস্ত্র নয় শাসক নিয়ন্ত্রিত। প্রথমে শবরদের দেবতা। তারপর চতুর্ভুজ নীলমাধব। তারপর হলেন জৈনদের। ক্রমে বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণবদের উপাস্য। শাসকশক্তির যেমন যেমন ধর্মবিশ্বাস, জগন্নাথ দেবেরও সেই অনুসারে রূপান্তর।

দেবতার সঙ্গে আসে শাস্ত্র, সময় বসে থাকে

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

প্রভু কোন মাসে কী বেশ ধারণ করেন? বেশের রূপান্তর। বৈশাখে চন্দনবেশ। প্রভু মদনমোহন। জ্যৈষ্ঠে হস্তীবেশ। প্রভু তখন গণেশ। স্নানযাত্রার পরে প্রভুর গজানন বেশ ধারণের একটি গল্প আছে। কর্ণাটকের কানিয়ারি গ্রামের গণপতি ভট্ট স্নানযাত্রার দিন লীলাচলে এলেন। তিনি ছিলেন গাণপত্য ব্রাহ্মণ। দারুব্রহ্ম জগন্নাথ দেবকে গণপতি মূর্তিতে দেখতে না পেয়ে সিদ্ধান্ত করলেন, 'ব্রহ্ম নীলাচলে নেই'। ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু জগন্নাথ দেব ব্রাহ্মণের ঐকান্তিক বিশ্বাসে মুগ্ধ হয়ে গজানন রূপ প্রকট করলেন। গণপতি ভট্টের প্রার্থনা অনুসারে 'যাবচ্চন্দ্র দিবাকর' স্নানযাত্রা-মহোৎসবের পরে প্রভু গণেশবেশ ধারণ করেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লা একাদশীতে তাঁর রুক্মিণীহরণ বেশ। আষাঢ়ে গুণ্ডিচা থেকে ফিরে আসার পর স্বর্ণবেশ। শ্রাবণে পর পর দুটি বেশ, চিতালাগি বেশ আর রাহুরেখালাগি বেশ। ভাদ্রমাসে তাঁর শ্রীকৃষ্ণ লীলা। প্রথম বনভোজন বেশ, তারপর কালীয়দমন বেশ, অবশেষে বামন বেশ। আশ্বিনে তাঁর রাজবেশ। কার্তিকে তাঁর অনেক রূপধারণ। লীলা জমজমাট। শ্রীরাধাদামোদর, ত্রিবিক্রম, বামন, নৃসিংহ, পরশুরাম, সবশেষে রাজাধিরাজ। অঘ্রাণে শীতবস্ত্র অঙ্গে, যার নাম ওড়ন। মাঘ মাসে পদ্মবেশ। মাঘীপূর্ণিমায় গজোদ্ধারণ বেশ। বসন্ত পঞ্চমীর দিন চাঁচেরি বেশ। ফাল্গুনে কুণ্ডলবেশ, দোলপূর্ণিমায় রাজবেশ। চৈত্রে প্রভু রামরাজা বেশে শ্রীরামচন্দ্র।

প্রভুর পুজো হবে কোন মন্ত্রে? 'রাজভোগ' অপ্রকাশিত একটি পুঁথি। সেখানে আছে পূজাবিধি। তিনজন পুরোহিত তিন দেবতার পূজায় বসবেন। বাসুদেব মন্ত্রে বলভদ্রের পূজা, ভুবনেশ্বরী মন্ত্রে সুভদ্রার আর মন্ত্ররাজ নৃসিংহ মন্ত্রে জগন্নাথ দেবের। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন আদেশ পেয়েছিলেন, প্রভুকে নৃসিংহ মন্ত্রে পূজা করবে। নরসিংহের পরিচিত মূর্তি হল, একটি মস্তক ও দুটি হাত।

জগন্নাথ দেবের প্রসাদ রূপান্তরিত হবে মহাপ্রসাদে। কীভাবে? আবার পুরাণ। দেবী বিমলা প্রভু জগন্নাথকে তাঁর মন্দিরে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন একটি শর্তে। জগন্নাথ দেবকে নিবেদিত অন্নভোগ পরিচিতি হবে 'প্রসাদ' নামে। এইবার সেই প্রসাদ নিবেদিত হবে বিমলার কাছে। বিমলা গ্রহণ করার পর রূপান্তরিত হবে 'মহাপ্রসাদে'। এই মহাপ্রসাদে আচণ্ডালের অধিকার। চণ্ডাল এবং ব্রাহ্মণ একসঙ্গে এই প্রসাদ গ্রহণ করলেও স্পর্শদোষে উচ্ছিষ্ট হবে না। শেষতম কণিকাটিও সমানভাবে পবিত্র থাকবে। জগন্নাথ দেব শর্ত মেনে মন্দিরে প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

এই মহাপ্রসাদ প্রকৃতই মহাপ্রসাদ। স্বয়ং ব্রহ্ম। সারা ভারতের মানুষের কাছে একটি মহাবস্তু। তাঁরা বিশ্বাস করেন, স্বয়ং লক্ষ্মীদেবী রন্ধন করেন আর রত্নবেদিতে দাঁড়িয়ে দেবতারা গ্রহণ করেন।

সবচেয়ে রহস্যময় এই রত্নবেদী। দারুবিগ্রহে নয়, এই রত্নবেদিতেই লুকিয়ে আছে প্রকৃত রহস্য। একাধিক পণ্ডিতের এই অভিমত। তাঁরা বলছেন, এই মহাদেবীই প্রকৃত সিদ্ধপীঠ, মহাপুণ্যক্ষেত্র। লক্ষ শালগ্রাম শিলায় তৈরি। 'জগন্নাথের সিংহাসনটি ফাঁপা। গর্ভগৃহের মৃদু আলোয় ভালো করে দেখা যায় না। এই সিংহাসনের মধ্যে গুপ্তদ্বার রয়েছে। এই সিংহাসনের ফাঁপা অংশে রয়েছে ত্রিপুরাসুন্দরী দেবীর মন্ত্র। অতিগুপ্তভাবে রক্ষিত। তাই ভোগ নিবেদন এই সিংহাসনের উদ্দেশেই করা হয়। সিংহাসনহীন বিগ্রহের কোনও তাৎপর্য নেই। তাই রথের সময় জগন্নাথ দেবের প্রসাদকে 'মহাপ্রসাদ' বলে না।'

স্নানযাত্রায় 'স্বর্ণকূপের' ১০৮ ঘড়া জলে স্নান। তারপর পনেরো দিন অসুস্থ। এই পনেরো দিন মন্দিরের দরজা বন্ধ। এই সময়টিকে বলা হয় 'অনবসর' কাল। যেহেতু পূজার অবসর থাকে না, সেই হেতু 'অনবসর'। এই সময় বিগ্রহদের সমস্ত দায়-দায়িত্ব অর্পিত হয় শবর দয়িতাদের হাতে। তাঁরাই যে প্রভুর অতি আপনজন। একদা অরণ্যে অধুনা রাজন্যে। এই অনবসরে বিগ্রহ-সেবায় ব্রাহ্মণরা অনধিকারী। ব্রাহ্মণ পূজারিদের যে অধিকার নেই শবর দয়িতাদের সেই অধিকার আছে। এক আসনে বসে দেবতাদের নৈবেদ্য নিবেদন করে নিজেরাও আহার করেন। ফল সুস্বাদু কি না নিজেরা চেখে দেখে ভগবানকে দেন। সন্তান ভগবান, অতি আপনজন। শাস্ত্রের শাসনমুক্ত স্নেহের পূজা। অনবসরকালের এই পূজা 'গুপ্ত পূজা', লোকচক্ষুর আড়ালে। দরজা বন্ধ করে। এ হল তান্ত্রিক রীতি। পূজারি বলছেন, 'নে খা'। মাঝে মাঝে এমন পূজা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণও করে গিয়েছেন ভাবমুখে।

মহাপ্রসাদ তান্ত্রিক শব্দ। মহাপ্রসাদে বলির ছাগমাংস থাকা চাই। ভৈরবী চক্রে জাতিবর্ণনির্বিশেষে কৌলরা সাধনায় বসেন। পঞ্চমকার পরিচিত শব্দ। বিমলা, কমলাচক্রে অধিষ্ঠিত ভৈরবী। জগন্নাথ স্বামী ভৈরব, রত্নবেদিতে ত্রিপুরাযন্ত্রে অধিষ্ঠিত।

পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বিমলা সর্বেশ্বরী। কষ্টিপাথরে নির্মিত দেবীমূর্তি। দাঁড়িয়ে আছেন চতুর্ভুজা। চার হাতে ত্রিশূল, খড়্গ, খর্পর আর রুদ্রাক্ষমালা। তিনটি চোখ সোনার। দেবীর দু'পাশে প্রস্তরনির্মিত দুটি মূর্তি, ছায়া আর মায়া। ভারতের চারটি সিদ্ধপীঠের একটি। জ্বালামুখী, কামাখ্যা, কন্যাকুমারী, বিমলা। মা দুর্গাই তন্ত্রে বিমলা। প্রধানা সর্বশক্তিনাং বলা বলবতী পরা। সর্বসিদ্ধিপ্রদা দেবী পরমা যোগরূপিনী। ধ্যানমন্ত্র, চণ্ডীর ধ্যান। বীজমন্ত্র ওঁ হ্রীং। অনুকল্প পঞ্চমকারে তাঁর পূজা। মৎস্য- হিং দিয়ে রান্না করা শাক। মাংস- আদা কুচি। মদ্য- কাংস পাত্রে ডাবের জল। মুদ্রা- জলে গোলা ময়দা আর চিনি। মৈথুন- রক্তচন্দন মাখানো অপরাজিতা ফুল। তারপর আসবে শারদোৎসব। ষোলো দিনের বিশেষ পূজা। পূজার পুরোহিত হবেন নরসিংহপুরের রথ সামন্তগণ, বোড়ঙ্গদেব প্রাচীন বক্সীদের কেউ কেউ নির্বাচিত হবেন তন্ত্রধারক। জগন্নাথ দেব তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠাবেন, ভৈরব দুর্গামাধব।

তিনি ছোট্ট একটি বিগ্রহ হয়ে বসবেন দেবীর ডান পাশে। এই ষোলো দিনে দেবী ধারণ করবেন বিভিন্ন বেশ। প্রথমদিন বিমলা, দ্বিতীয়দিনে ভুবনেশ্বরী, তৃতীয়দিনে বনদুর্গা, চতুর্থদিনে রাজরাজেশ্বরী, পঞ্চমদিনে উগ্রতারা, ষষ্ঠদিনে মাতঙ্গিনী, সপ্তমদিনে বগলা, অষ্টমদিনে নারায়ণী, নবমদিনে সিংহবাহিনী, দশমদিনে জয়দুর্গা, একাদশদিনে শূলীদুর্গা, দ্বাদশদিনে হরচণ্ডী, শেষ চারদিন আবার বিমলার বেশ।

এইবার এসে যাবে সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। আর অনুকল্প পূজা নয়। পুরোপুরি 'রহস্যপূজা'। থমথমে মধ্যরাত। অন্ধকার সমুদ্রে ফসফরাসের খিলখিল হাসি। আকাশের এক কোণে সপ্তমীর মৌলী চাঁদ। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আসনে প্রবীণ তান্ত্রিকরা। পুরুষোত্তম পীঠ এই রাত তন্ত্রপীঠ, বিমলাপীঠ। ভোগে নিরামিষ নয় প্রকৃত মৎস্য। হাড়িকাঠে একটি মেষ। জগন্নাথ দেব আজ ভৈরব। গা ছমছম ওই পরিবেশে, তরল আলোর অন্ধকারে ভাসিয়ে দেওয়া হয় তন্ত্রের মন্ত্রে।

রূপ আর অরূপ মিলিয়ে জগন্নাথ দেব প্রভাব ও প্রতিপত্তিশালী এক কিটুং। একটি মত তেমনটাই বলে। আমাদের বিষয় জগন্নাথ দেবের বেশভূষা ও আহার। অরণ্যবাসীর কাঁচা নৈবেদ্যে তাঁর অনীহা। তিনি সভ্যতার দিকে এগোচ্ছেন অথবা সভ্যতা তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। সংঘর্ষই সভ্যতার ধর্ম। মত আর পথের লড়াই। অনাড়ম্বর বিশ্বাসের নিভৃত উপাসনার দিন শেষ। রাজা গগনচুম্বী মন্দির করলেন, বিরাট এক বিগ্রহ গঠন করালেন না কেন? কারণ ওটি করানো যায় না। রত্নবেদী পর্যন্ত এগোনো যায়, তারপর অসহায়। মূর্তিগড়া যায়। কপি। দেবতার জন্ম দেওয়া যায় না। দেবতার আবির্ভাব হয়। দেবতার সঙ্গে আসে শাস্ত্র। আর সময় বসে থাকে কোল পেতে।

ইতিহাসের অন্ধকারে এই দারুলীলা। শ্রীক্ষেত্রে তিনি যখন তাঁর বিপুল আয়তন নিয়ে উঠে বসলেন, সবাই হাঁ হয়ে গেলেন। নিরাকারের উপাসকরা বললেন, হাঁ, মিল গয়া। এই তো নিরাকারের আকার। পূজার মন্ত্রের প্রথমেই থাক আমাদের এই চরণযং দারুব্রহ্মামূর্তিং প্রণবতনুধরং সর্ব বেদান্তসারং। আমরা শূন্যবাদী, অস্তিত্বহীন অখিল মায়ায় আছি অথবা নেই। মৃত্যুর নূপুরে জীবনের নৃত্য। এই তো আমাদের অনস্তিত্বের রূপ। পূজার মন্ত্রে আমাদের এই চরণটি থাক, বৌদ্ধানাং বৌদ্ধসাক্ষাৎ। অনৈশ্বর্যের ঐশ্বর্য আমরা পেয়েছি। যে সাজে সাজাই সেই সাজেই পাই, নইলে বৃক্ষকাণ্ড। আমাদের এই চরণটি যুক্ত হোক, জৈন সিদ্ধান্তমূর্তিঃ। আমরা ভক্ত, আমরা যে লীলা চাই, এই তো আমাদের সেই অর্চাবতার, প্রেমঘন পুরুষোত্তম! আমাদের এই নিবেদনটি থাক, ভক্তানাং কল্পবৃক্ষ ভবজলতরণী। আমরা শৈবতান্ত্রিক, এই যে সমুদ্রের তীরে বসে আছেন আমাদের ভৈরব, পূজার মন্ত্রে জুড়ে দিন আমাদের পূজার মন্ত্র, শৈবানাং ভৈরবাস্যাং পশুপতি পরমং। যোগীরা পেলেন হংসতত্ত্ব, হরি হর আর বৈষ্ণবের শ্রীপতি।

তবু যে সহজ হল না প্রভুটিকে চেনা। চিনতেই যদি না পারা গেল তাহলে পূজাপদ্ধতি, ভোগবিধি ঠিক হবে কী করে! ওড়িশার বৈষ্ণব ও কবিদের ধারণায় জগন্নাথ হলেন শূন্যপুরুষ। দীর্ঘদিন ওড়িশা বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে ছিল। এই ধর্ম একসময় দুটি প্রধান ভাগে ভাঙল। ওড়িশায় মহাযানী মতবাদ প্রাধান্য বিস্তার করল। মহাযানীরা বললেন, জগন্নাথই বুদ্ধআদি বুদ্ধ। শূন্যপুরুষ জগন্নাথ। শূন্য থেকেই সৃষ্টি, অতএব সব অবতারের স্রষ্টা তিনি। বৈষ্ণবরা শ্রীকৃষ্ণকে জুড়ে দিলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অংশাবতার। অন্য কোনও দেবতা জগন্নাথ দেবের মতো বিবর্তিত হননি। প্রভুর যেমন ইচ্ছা। রাষ্ট্রদেবতা হলে যা হয়। শাস্ত্র নয় শাসক নিয়ন্ত্রিত। প্রথমে শবরদের দেবতা। তারপর চতুর্ভুজ নীলমাধব। তারপর হলেন জৈনদের। ক্রমে বৌদ্ধ, শৈব ও বৈষ্ণবদের উপাস্য। শাসকশক্তির যেমন যেমন ধর্মবিশ্বাস, জগন্নাথ দেবেরও সেই অনুসারে রূপান্তর। কখনও তিনি ঋষভনাথ, কখনও আদিবুদ্ধ, কখনও ভৈরব, কখনও দক্ষিণা কালীকা, সবশেষে বিষ্ণু-কৃষ্ণ। এক দেবতা থেকে যেই অন্য দেবরূপে অর্চিত হচ্ছেন, তখনই পূর্ব পূজার কিছু ছাপ এসে যাচ্ছে পূজাপদ্ধতিতে স্বাভাবিকভাবেই। সেই কারণে জগন্নাথ দেবের পূজাপদ্ধতিতে সমস্ত ধর্মের ধর্মবিশ্বাসের মিলন ঘটেছে। কেউ এমন দাবি করতে পারবেন না যে, মহাপ্রভু শুধু আমাদের সম্প্রদায়ের দেবতা।

এই ভাবেই দিন যাবে। অনন্তসমুদ্র অনন্তকাল ঢেউয়ের হিসেব করবে। সুবর্ণবালুকাবেলা ব্রহ্মস্বরূপ। পুরুষোত্তম অস্তিত্বের চিরসাক্ষী। অনন্তভক্ত স্রোত। অসম্ভব এই পুরুষোত্তম। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অত বড় জ্ঞানী আচার্য শংকর এইটুকুই বলতে পেরেছিলেন, 'জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে'।

জনমন জনমত

ভোটপট্টি বাজারে বিপদ

প্রতি বছর বর্ষায় ভোটপট্টি বাজারে ঢোকার প্রধান রাস্তা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রায় হাঁটুজল পেরিয়ে বাজারে ঢুকতে হয়। ওই জমা জলের মধ্যে দাঁড়িয়েই প্রয়োজনীয় কেনাকাটা সারেন ক্রেতারা। বাজারের যত্রতত্র জল জমে যেন পুকুরের আকার নেয়। পল্লিগ্রামের অসংখ্য সাধারণ খেটেখাওয়া কৃষক জমিতে উৎপন্ন বিভিন্ন ধরনের ফসল বিক্রির জন্য ভোটপট্টি বাজারে নিয়ে আসেন। সবজি বিক্রির পর্যাপ্ত ঘর না থাকায় তাঁরা বাধ্য হয়ে খোলা আকাশের নীচে জলকাদার মধ্যেই সবজি বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

এই পরিস্থিতিতে উপরিউক্ত সমস্যা সমাধানে উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে ভোটপট্টি হাট ও বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

দেবাশিস পাল, জলপাইগুড়ি।

মুছে যাক অবৈধ কংক্রিট

দেরিতে হলেও সরকারি জমি ও ফুটপাথ পুনরুদ্ধারের অভিযান শুরু হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে যা ইতিবাচক। শেষ দুই দশকে কলকাতা থেকে আলিপুরদুয়ার পর্যন্ত সরকারি জমি শুধু নয়, পাশাপাশি ছোট-বড় জলাশয়ও দখল হয়ে কংক্রিটের নির্মাণ হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের নিকাশি ব্যবস্থার উপর তৈরি হয়েছে অবৈধ নির্মাণ। প্রশাসন, পুলিশ ও পুরসভা এই বিষয়গুলো জানে না তা নয়। তাঁদের প্রত্যক্ষ ইন্ধন ব্যাতীত এই কাজ সম্ভব নয়।

শুধুমাত্র দরিদ্র, পথের ব্যবসায়ীদের ওপর সরকারি ছড়ি ঘুরিয়ে বিশেষ লাভ হবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত কংক্রিটের অবৈধ নির্মাণ ভেঙে উপযুক্ত পদক্ষেপ সরকার করছে।

শুভময় দত্ত, আলিপুরদুয়ার।

অন্য দিশায় বৃক্ষরোপণ

কয়েকদিন পর এই রাজ্যে পালিত হবে অরণ্য সপ্তাহ। গাছ লাগানোর উৎসব চলবে, সঙ্গে নিজেকে প্রচার করার প্রতিযোগিতাও। গাছের দামের চেয়ে অন্য কিছুর খরচ বেশ কয়েকগুণ বেশি। এই বৃত্তের বাইরে কি এবার যাওয়া যায়?

পৃথিবী বাঁচানোর জন্য বড় গাছ অবশ্যই লাগানো দরকার। কিন্তু সৌন্দর্যায়নের কথাও তো ভাবা যায়। যেখানে বড় গাছ লাগানো যায় না সেখানে জবা, টগর, করবী, বাগান বিলাস, বুদ্ধ চাঁপার মতো আরও অনেক ফুলগাছ রোপণ করা যেতে পারে। এদের বিশেষ যত্নের দরকার নেই। শুধু দরকার মাটি খোঁড়ার জন্য খুরপি আর সদিচ্ছা। এগুলোর অর্ধেকও যদি বাঁচে তাহলে এক বছরের মধ্যে ফুল পাওয়া সম্ভব। আমের আঁটি, কাঁঠালের বিচি, জামের বিচি যেখানে-সেখানে রাস্তার ধারে ফেলে দেওয়া যায়। কোনও খরচ লাগে না। এখান থেকেও অনেক গাছ বেরোবে। আসুন না আমরা সবাই মিলে এই বছর একটু অন্যরকম ভাবি।

বড় গাছের পাশাপাশি এই অকিঞ্চিৎকর গাছেরাও আমাদের চারদিকে বেড়ে উঠুক। রংবেরংয়ের ফুল ফুটুক। পাখি, প্রজাপতি আসুক। রাস্তার ধারের পার্থেনিয়ামের জঙ্গল মুছে যাক। জীবজগৎ এবং প্রাণীজগৎ সবাইকে নিয়েই আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল, আরও সুন্দর হয়ে উঠুক।

সরিৎ দাস
ফুলবাড়ি, ইংরেজবাজার
মালদা।

স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া জরুরি

এবছর পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলোতে ভর্তি হচ্ছে অভিন্ন পোর্টালের মাধ্যমে অনলাইনে। ফলে বাইরের রাজ্যের প্রচুর ছাত্রছাত্রী পশ্চিমবঙ্গের কলেজগুলিতে ভর্তির আবেদন করতে পারছে। এজন্য এখানকার ছাত্রছাত্রী যারা কিছুটা কম নম্বর পেয়েছে, কিন্তু স্থানীয় বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হতে চায় তাদের সুযোগ নিশ্চয়ই অনেকটা কমবে।

অথচ স্থানীয় কলেজে ভর্তির ক্ষেত্রে স্থানীয় ছাত্রছাত্রীরাই ভর্তিতে অগ্রাধিকার পাবে কিংবা রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে ভর্তিতে রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদের অগ্রাধিকারের সুযোগ দিলে খুব ভালো হয়।

পামেলা আইচ
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

জল সংরক্ষণে জোর দেওয়া হোক

কখনো-সখনো অঝোরে বৃষ্টি, মানুষ ক্লান্ত, সন্ত্রস্ত। এমনটা প্রতি বছর হয়ে থাকে কমবেশি। এই বৃষ্টিতে যেটা খুব জরুরি তা হল বৃষ্টির জল সংরক্ষণ যা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। এই ঘোর বর্ষায় প্রতি ঘরে, প্রতি এলাকায় বৃষ্টির জল সংরক্ষণ ভীষণ জরুরি। তারপর তা নিয়মমতো ১০৫ মিটার গভীরে পাঠিয়ে দেওয়া যাতে ভূগর্ভস্থ জলস্তর বেড়ে যায়।

দেখে ভালো লাগে, পাহাড়ে প্রায় প্রতি ঘরে নিজেদের তাগিদে, নিজেদের প্রয়োজনে বৃষ্টির জল সংরক্ষণ করে থাকে। সমতলে এমনটা হলে ভালো হত। সরকারি, বেসরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে আরও বেশি পুকুর ইত্যাদি খনন জরুরি। মোট কথা, এই বর্ষায় জল সংরক্ষণ জরুরি।

এব্যাপারে প্রচুর সেমিনার হয়ে থাকে। অনেকেই বিশেষজ্ঞদের মতামত দেন। তারপরেও কিন্তু কিছু হয়নি। উত্তরবঙ্গে এব্যাপারে মনোযোগ দেওয়া উচিত। সবদিক দিয়েই ভালো হবে।

সজলকুমার গুহ, শিবমন্দির
শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৮২

পাশাপাশি : ২। রাজসভার কবি ৫। পালকি, ডুলি, চতুর্দোলা ৬।একপাড়ারলোক,প্রতিবেশী ৮।বুদ্ধি,জ্ঞান,চিত্ত,মনবাইচ্ছা ৯। আলোকিত করেছে এমন, অন্ন ১১। ভাগ্যে নির্দিষ্ট দুঃখ দুর্গতি ইত্যাদি ১৩। ঠিকানা ১৪। শান্তির জন্য মন্ত্রপূত জল।

উপর-নীচ : ১। রজনীগন্ধা ফুল ২। প্রতিপদযুক্ত পূর্ণিমা তিথি, পূর্ণিমা তিথি ৩। মোটা দড়ি, কাছি, মহুয়া ফল ৪। অর্থ আদায় ও বিতরণের ভারপ্রাপ্ত কর্মী, ভারতীয়দের পদবিবিশেষ ৬। ছোট, ক্ষুদ্র ৭। ভাঁজ, থাক, স্তর ৮। শুভ, একটি গ্রহ, একটি বার ৯। অংশ, খণ্ড, বিভাজন, পাওনা, বখরা ১০। সম্পূর্ণ নতুন ও অপূর্ব, নব উদ্ভাবিত ১১। শিরশ্ছেদ, তরবারির আঘাতে হত্যা ১২। দুঃখ, কষ্ট ১৩। বছর, বাংলা কিংবা হিজরি সন।

সমাধান ■ ৩৮৮১

পাশাপাশি : ১। হাবিজাবি ৩। তম্বুরা ৫। আদবকায়দা ৬। বরদা ৭। কামনা ৯। অত্যাধুনিকতা ১২। শবর ১৩। রামধুন।

উপর-নীচ : ১। হাবভাব ২। বিবাদ ৩। তরিকা ৪। রামদা ৫। আদা ৭। কাতা ৮। নামগান ৯। অনীশ ১০। ধুত্তোর ১১। কবিরা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

দিল্লিতে কিডনি পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস

গ্রেপ্তার অ্যাপোলোর মহিলা ডাক্তার সহ ৭

দিল্লি ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে গ্রেপ্তার অভিযুক্তরা।

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : বাংলাদেশ ও ভারতের কিডনি পাচার চক্রের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে বিজয়া কুমারী (৫০) নামে নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালের এক মহিলা চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে দিল্লি পুলিশ। এছাড়া পাচার চক্রের মাথা রাসেল নামে এক ব্যক্তি সহ আরও ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দিল্লির পুলিশ কমিশনার অমিত গোয়েল জানিয়েছেন, 'আন্তর্দেশীয় কিডনি পাচার চক্রের মাথা এবং দাতা ও গ্রহীতারাও সকলেই বাংলাদেশি।

অভিযোগ, ধৃত মহিলা চিকিৎসক রাজধানীর লাগোয়া নয়ডা শহরে 'যথার্থ' নামের একটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের নামে অন্তত ১৫ থেকে ১৬ জন ব্যক্তির কিডনি সরিয়েছেন। যাঁদের কিডনি তিনি সরিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই বাংলাদেশের নাগরিক। ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে এসব অঙ্গ প্রতিস্থাপনের কাণ্ড ঘটে।

গোয়েল বলেন, ধৃত চিকিৎসক জানতেন, দাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যে কোনও রক্তের সম্পর্ক নেই। তা সত্ত্বেও তিনি অঙ্গ প্রতিস্থাপন করে আইন ভেঙেছেন। ভারতের 'মানব অঙ্গ প্রতিস্থাপন আইন, ২০১৪' অনুযায়ী, একমাত্র ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের কিডনিই রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করা যায়। রক্তের সম্পর্ক নেই, এমন কারও বা দূর সম্পর্কের আত্মীয়দের কিডনি কোনও রোগীর শরীরে প্রতিস্থাপন করাটা আইনত অবৈধ। তাছাড়া অঙ্গ প্রতিস্থানের সূত্রে দাতা ও গ্রহীতাদের মধ্যে লক্ষ টাকা হস্তান্তরিত হওয়ার প্রমাণ মিলেছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি। তবে কোনও ব্যক্তি যদি স্বেচ্ছায় কাউকে কিডনি বা অন্য কোনও প্রত্যঙ্গ দান করতে চান, তাহলে তা বৈধ। এক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতার নাম-পরিচয় ও অন্যান্য তথ্য কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হয়।

দিল্লি পুলিশ জানিয়েছে, বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সক্রিয় এই চক্র দালালদের মাধ্যমে দরিদ্র বাংলাদেশিদের অর্থের লোভ দেখিয়ে নয়াদিল্লির আশপাশের কিছু হাসপাতালে নিয়ে আসত। সেসব হাসপাতালে চক্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকরা বাংলাদেশিদের কিডনি অপসারণ করতেন। দিল্লিতে একাধিক কিডনি পাচারকারী চক্র সক্রিয়। বিজয়া কুমারী যে চক্রটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, সেই চক্রের অধিকাংশই বাংলাদেশি। চক্রটি কেবল বাংলাদেশ থেকে আসা ব্যক্তিদের কিডনি অপারেশন করত এবং দিল্লিতে বাংলাদেশ হাইকমিশনে এসব অপারেশন সংক্রান্ত বিভিন্ন ভুয়ো নথি জমা দিত। সেসব নথি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

বিজয়া কুমারী নয়াদিল্লির ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলো হাসপাতালের একজন উপদেষ্টা এবং কিডনি প্রতিস্থাপন বিষয়ক সার্জন। প্রায় ১৫ বছর আগে জুনিয়ার ডাক্তার হিসেবে ইন্দ্রপ্রস্থ অ্যাপোলোতে যোগ দেন তিনি। অ্যাপোলোর পাশাপাশি নয়ডার 'যথার্থ' হাসপাতালের ভিজিটিং কনসালট্যান্ট ও সার্জনও ছিলেন বিজয়া। ওই হাসপাতালের অতিরিক্ত মেডিকেল সুপার সুনীল বালিয়ান জানিয়েছেন, 'বিজয়া এই হাসপাতালের পে-রোলে থাকা কর্মী নন। তিনি ছিলেন আংশিক সময়ের উপদেষ্টা। রোগী পিছু অর্থ দেওয়া হত তাঁকে। আর তিনি যেসব ব্যক্তির কিডনি অপসারণ করেছেন, তাঁদের কেউই ওই হাসপাতালের রোগী ছিলেন না। ভিজিটিং কনসালট্যান্ট হিসেবে তিনি রোগী ভর্তির জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করতে পারতেন। যে ১৫-১৬ জন বাংলাদেশির কিডনি তিনি অপারেশন করেছেন, তাঁদের সকলকে তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতেই ভর্তি করা হয়েছিল। বিজয়াকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

মজুরির অংশ হিসেবে চাল দেওয়ার ভাবনা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : মনরেগা শ্রমিকদের এবার থেকে মজুরির একটা অংশ হিসাবে চাল দেওয়া হতে পারে বলে নয়াদিল্লিতে সরকারি সূত্রে খবর। সেক্ষেত্রে দৈনিক মজুরির টাকা কমিয়ে দেওয়া হবে। তৃতীয় মোদি সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটের আর ১৪ দিন বাকি। ইতিমধ্যেই সমস্ত শ্রমিক সংগঠন মহাত্মা গান্ধি জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইনের (মনরেগা) অধীনে ন্যূনতম মজুরি এবং কর্মদিবস বাড়ানোর জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাতে শুরু করেছে। এর মধ্যেই মনরেগা

মনরেগা

শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে এই খবর পাওয়া যাচ্ছে।

পর্যাপ্ত ধানের উৎপাদন এবং গ্রামীণ অর্থনীতির কথা চিন্তা করেই কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত নিতে চলেছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রের দাবি, গত মাসেই পরিকল্পনাটি বিবেচনার জন্য গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। মজুরির অংশ হিসাবে চাল এবং অর্থের পরিমাণ কী হবে সেই বিষয়ে এখনও কোনও নির্দিষ্ট মাপকাঠি তৈরি না হলেও, কোনও একজন শ্রমিক যদি সপ্তাহে সাতদিন কাজ করে, তবে তার মধ্যে কিছু দিনের জন্য মজুরি হিসাবে চাল দেওয়া যেতে পারে বলে ভাবনাচিন্তা চলছে।

কেন্দ্রের প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক জানান, মনরেগায় মজুরির একটা অংশ চাল হিসেবে দেওয়ার এই প্রস্তাব সম্প্রতি গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের কাছে এসেছে। প্রস্তাবটি নিয়ে আলোচনা চলছে। সরকার এখনও সিদ্ধান্ত নেয়নি।

হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড এবং জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনের আগে মনরেগার শ্রমিকদের কাজের পারিশ্রমিক হিসাবে চাল দেওয়ার পরিকল্পনা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। গত বছর, কেন্দ্র মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ এবং চালের অভ্যন্তরীণ চাহিদা বৃদ্ধি করতে একাধিক পদক্ষেপ করেছিল। এর মধ্যে রয়েছে জুলাই মাসে বাসমতি নয় এমন চাল রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা, অগাস্টে বাসমতি চাল রপ্তানির জন্য 'ফ্লোর প্রাইস' এবং সিদ্ধ চালের ওপর ২০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক বৃদ্ধি। ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের জন্য সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মনরেগা শ্রমিকদের গড় দৈনিক মজুরি প্রায় ২৮৪ টাকা। গত বছর এটি ছিল প্রায় ২৬৭ টাকা।

রাহুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ

অগ্নিবীর বন্ধের আর্জি শহিদের মায়ের

রায়বেরেলি, ৯ জুলাই : অগ্নিবীর নিয়ে বিরোধী ইন্ডিয়া জোটের সুর এবার শহিদের মায়ের গলাতেও। সদ্য মরণোত্তর কীর্তি চক্রে সম্মানিত ভারতীয় সেনার ক্যাপ্টেন অংশুমান সিংয়ের মা মঞ্জু সিংয়ের সঙ্গে মঙ্গলবার দেখা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরই শহিদের মা সংবাদমাধ্যমের সামনে বলেন, 'আমি করজোড়ে সরকারের কাছে অনুরোধ করছি, অগ্নিবীর বন্ধ করে দিন। এটা চার বছরের জন্য। এটা ঠিক নয়। পেনশন, ক্যান্টিন এবং অন্য যে সমস্ত সুবিধা একজন সেনা জওয়ান পান সেগুলি বজায় রাখা উচিত। এদিন নিজের লোকসভা কেন্দ্রে গিয়েছিলেন রাহুল। প্রথমেই তিনি দেখা করেন শহিদ অংশুমান সিংয়ের মায়ের সঙ্গে।

৫ জুলাই ভারতীয় সেনার পঞ্জাব রেজিমেন্টের ২৬ নম্বর ব্যাটালিয়ানের আর্মি মেডিকেল কর্পসের ক্যাপ্টেন অংশুমান সিংকে মরণোত্তর কীর্তি চক্র সম্মানে সম্মানিত করেছিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি ভবনে অংশুমান সিংয়ের বিধবা পত্নী স্মৃতি সিং এবং মা মঞ্জু সিংয়ের অশ্রুসজল মুখে শহিদের হয়ে সরকারি সম্মান নেওয়ার দৃশ্য ঘিরে ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে চর্চা শুরু হয়েছে। এহেন শহিদ পরিবারের তরফে অগ্নিবীর বাতিলের দাবি ওঠায় বিজেপি বেশ খানিকটা অস্বস্তিতে পড়েছে। রাহুল গান্ধি বারবার বলেছেন, অগ্নিবীরের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেই তিনি বাস্তব জানতে পেরেছেন।

এদিন শহিদ অংশুমান সিংয়ের বাবা রবিপ্রতাপ সিং বলেন, 'আমরা রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্মান প্রদান অনুষ্ঠানে রাহুল গান্ধির সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। যেহেতু তিনি রায়বেরেলিতে ছিলেন এবং আমরা লখনউ থাকি, তাই আমরা আজ ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসি। আমি আমার ছেলেকে হারিয়েছি। রাহুল গান্ধিও ওঁর ঠাকুমা এবং বাবাকে হারিয়েছেন। উনি আমাদের কষ্ট বুঝতে পারবেন।' মঞ্জু বলেন, 'এদিন বেশিরভাগ আলোচনাই হয়েছে সেনা এবং অগ্নিপথ প্রকল্প নিয়ে। রাহুল গান্ধি সঠিক। দুরকম সেনা থাকতে পারে না। উনি যেটা বলছেন সেটা সরকারের শোনা উচিত।' এদিকে এদিন রায়বেরেলি যাওয়ার পথে চুরুবা হনুমান মন্দিরে পুজো দেন রাহুল। পরে কৃষক শহিদ স্মারকে শ্রদ্ধা জানান তিনি। বৃক্ষরোপনও করেন। পরে রায়বেরেলি এইমস পরিদর্শন করেন বিরোধী দলনেতা। রায়বেরেলি সফরের আগে রাহুলের কোন ধর্ম জানতে চেয়ে পোস্টার পড়ে। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে।

অসুস্থ খুদের সঙ্গে মোবাইল গেম খেলছেন রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার রায়বেরেলির এইমসে।

হাথরসে চক্রান্তের গন্ধ সিট রিপোর্টেও

হাথরস, ৯ জুলাই : অতিরিক্ত ভিড়ই মূল কারণ। অপ্রত্যাশিত জনসমাবেশে বিশৃঙ্খলার জেরেই হাথরসে সৎসঙ্গের অনুষ্ঠানে পদপিষ্ট হয়ে শতাধিক মানুষের মৃত্যু ঘটে। তবে এই বিপর্যয়ের পিছনে পারিপার্শ্বিক একাধিক কারণও ছিল। তার মধ্যে প্রধান, গাফিলতি। আয়োজক ও প্রশাসন দু'তরফেই গাফিলতি ছিল। এছাড়া দুর্ঘটনার কারণ হিসাবে চক্রান্তের সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। উত্তরপ্রদেশের হাথরসে পদপিষ্ট হওয়ার ঘটনা নিয়ে পুলিশের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর ৩০০ পাতার রিপোর্টে এই বিষয়গুলিই উল্লেখ করা হয়েছে। মঙ্গলবার উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথের সরকারের কাছে সেই রিপোর্ট তুলে দিয়েছেন সিট-এর সদস্যরা।

ইতিমধ্যে সিট রিপোর্টের প্রেক্ষিতে জেলার ৬ জন সরকারি আধিকারিককে সাসপেন্ড করা হয়েছে। পুলিশ তাদের রিপোর্টে এও উল্লেখ করেছে, অনুষ্ঠানের আয়োজকরা ভিড়ের বিষয়টিকে গুরুত্বই দেয়নি। ফলে পর্যাপ্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না।

স্বঘোষিত ধর্মগুরু 'ভোলেবাবা'র সৎসঙ্গ অনুষ্ঠানে ৮০,০০০ মানুষের উপস্থিতি অনুমান করা হয়েছিল। কিন্তু পরে সেই সংখ্যা আড়াই লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে যায়। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের নির্দেশে পুলিশের বিশেষ টিম এই ঘটনার নেপথ্যের কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত করছে। তাদের রিপোর্টের ভিত্তিতে সাসপেন্ড করা হয়েছে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট ও সার্কেল অফিসার সহ ৬ সরকারি আধিকারিককে। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, এঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে না দেখেই অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি দিয়েছিলেন সৎসঙ্গকে।

বিপর্যয়ের কারণ

- মূল কারণ অতিরিক্ত ভিড়।
- ভিড়ের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দেওয়া।
- প্রবেশ ও প্রস্থানপথের সংকীর্ণতা।
- ভিড় নিয়ন্ত্রণে পর্যাপ্ত পুলিশ না থাকা।
- পরিস্থিতি খতিয়ে না দেখে অনুষ্ঠানের অনুমতি।
- চক্রান্তের সম্ভাবনা।

সিটের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, অনুষ্ঠানে ঢোকা এবং বেরোনোর জন্য মাত্র ২টি ছোট দরজার ব্যবস্থা ছিল। আর ভিড় নিয়ন্ত্রণে ছিলেন কিছু স্বেচ্ছাসেবকের পাশাপাশি মাত্র ৭০ জন পুলিশকর্মী! দুর্ঘটনার দিন অনুষ্ঠানের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি ১৩০ জন প্রত্যক্ষদর্শীর সঙ্গে কথা বলে তদন্ত রিপোর্ট তৈরি করেছে সিট।

হাথরসের ঘটনার জল গড়িয়েছে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। অবসরপ্রাপ্ত এক বিচারপতির নেতৃত্বে এই ঘটনার তদন্তের দাবিতে মামলা দায়ের হয়েছে শীর্ষ আদালতে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এই মামলার অনুমতি দিয়েছেন। আগামী শুক্রবার মামলার শুনানি হতে পারে। মামলাকারী সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী চান, পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন করে এই পদপিষ্টের ঘটনার তদন্ত হোক।

ভোলেবাবার আইনজীবীর দাবি, তাঁর মক্কেলের বদনাম করতে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে! ১০-১২ জন দুষ্কৃতী ভিড়ের মধ্যে বিষাক্ত স্প্রে ছড়িয়ে দেওয়াতেই সেদিন বিপর্যয় ঘটেছিল।

কিডনি বেচে ৩০ লক্ষের বদলে ৫০ হাজার

হায়দরাবাদ, ৯ জুলাই : ঋণশোধ ও সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে কিডনি বেচে ৩০ লক্ষ টাকা উপার্জনের আশায় প্রতারিত হলেন অন্ধ্রপ্রদেশের গুন্টুরের অটোচালক মধুবাবু গড়লাপতি। তিনি হাতে পেয়েছেন মাত্র ৫০ হাজার টাকা। শল্যচিকিৎসক ও তাঁর সহযোগীরা অবৈধ অঙ্গ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। চুক্তি অনুযায়ী টাকা না পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হন কিডনিদাতা।

অটোচালক মধুবাবু সোশ্যাল মিডিয়ার বিজ্ঞাপন দেখে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেননি তিনি দুঃস্বপ্নের অগ্নিপরীক্ষায় নামছেন। বিজয়ওয়াড়ার সুপার এক স্পেশালিটি হাসপাতালে অস্ত্রোপচারের আগে যাঁকে কিডনি দেওয়া হবে তাঁর পরিজনদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করানো হয় মধুবাবুর। তাঁরা অস্ত্রোপচারের আগে ৫০ হাজার টাকা দেন। বলা হয়, বাকি ২৯ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা অস্ত্রোপচারের পরে দেওয়া হবে। কিডনি বিক্রির পর অটোচালক বুঝেছিলেন পুরোটাই ভুয়ো। রোগীর পরিবার বলে যাদের দেখানো হয়েছে তারা সাজানো। কিছুই মেলেনি।

মানব পাচার: আমেরিকায় আটক ৪ ভারতীয়

নিউ জার্সি, ৯ জুলাই : মানব পাচারের অভিযোগে ৪ জন ভারতীয়কে আটক করেছে মার্কিন পুলিশ। আটক ভারতীয়রা হলেন চন্দন দাসিরেড্ডি (২৪), দ্বারকা গুন্ডা (৩১), সন্তোষ বাটকুরি (৩১) এবং অনিল মালে (৩৭)।

১৫ মার্চ এদের আটক করা হয়েছিল। সম্প্রতি এই মামলা সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশ করেছে মার্কিন পুলিশ। প্রিন্সটন পুলিশের তরফে বলা হয়েছে, মানব পাচারের একটি বড় র‍্যাকেট ধরা পড়েছে। এই র‍্যাকেটে ১০০ জনের বেশি অপরাধী জড়িত। বলপূর্বক এবং ভয় দেখিয়ে এই শ্রমিকদের বিভিন্ন জায়গায় যুক্ত করা হত। সাম্প্রতিক অতীতে এত বড় মানব পাচারের র‍্যাকেট ধরা পড়েনি বলেও জানিয়েছে মার্কিন পুলিশ।

মায়ের নামে গাছ... প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'এক পেড় মা-কে নাম' প্রকল্পে ইন্দোরের বিজাসন বনে চারাগাছ পুঁতলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

'চাকরিহারা'দের বক্তব্য শুনবে কোর্ট

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : চাকরি হারানোর আশঙ্কায় থাকা পশ্চিমবঙ্গের 'যোগ্য-অযোগ্য' স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষাকর্মীদের বক্তব্য শুনবে সুপ্রিম কোর্ট। এপ্রিলে কলকাতা হাইকোর্ট স্কুল সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিযুক্ত ২৫,৭৭৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি বাতিল করেছিল।

সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেন 'চাকরিহারারা'। মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত মুচলেকা দেওয়ার বিনিময়ে শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীদের চাকরিতে বহাল রাখার কথা জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার এই মামলার শুনানিতে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানান, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে পশ্চিমবঙ্গের 'চাকরিহারা' স্কুল শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বক্তব্য শুনবে শীর্ষ আদালত। নোটিশ জারি করে সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের জবাব তলব করেছে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন, আগামী ১৬ জুলাই হবে মামলার পরবর্তী শুনানি।

এর আগে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে চাকরি হারানো স্কুল সার্ভিস কমিশনের ২৫,৭৭৩ জন শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারীদের একটা বড় অংশ শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এবার শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মীদের সংগঠন 'সেকেন্ডারি টিচার্স অ্যান্ড এপ্লয়িজ অ্যাসোসিয়েশন।'

তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আরও কিছু শিক্ষক এবং অশিক্ষক কর্মী। এখনও পর্যন্ত মোট ১৪৮ জন সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছেন কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে। মঙ্গলবার তাঁদের দায়ের করা মামলার প্রথম শুনানিতেই প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় জানিয়েছেন সবার বক্তব্য শোনা হবে।

সমলিঙ্গ বিয়ে মামলার শুনানি প্রকাশ্যে করতে নারাজ চন্দ্রচূড়

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : সমলিঙ্গে বিয়ের আইনি বৈধতা সংক্রান্ত মামলার শুনানি আদালতের মুক্ত কক্ষে করতে রাজি হল না শীর্ষ আদালত। দেশের প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ জানিয়েছে, এ বিষয়ে যাবতীয় রিভিউ পিটিশনের শুনানি প্রকাশ্য আদালতের বদলে সাংবিধানিক বেঞ্চের গোপন কক্ষে হবে।

এর আগে ভারতে সমলিঙ্গে বিয়েতে স্বীকৃতি দিলেও তাতে আইনি সিলমোহর দিতে আপত্তি ছিল শীর্ষ আদালতের। গত বছর ১৭ অক্টোবরের এক রায়ে সমলিঙ্গে বিয়েতে আইনি বৈধতার দাবিটি খারিজ করেছিল সংশ্লিষ্ট সাংবিধানিক বেঞ্চ। সেই রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন নিয়ে এক গুচ্ছ আবেদন জমা পড়েছে সুপ্রিম কোর্টে। সেইসব রিভিউ পিটিশনের শুনানি যাতে প্রকাশ্য আদালতে হয়, তার জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন দুই প্রবীণ আইনজীবী নীরজ কিষেন কাউল ও অভিষেক মনু সিংভি। কিন্তু তাঁদের আবেদনে সাড়া দেননি প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়।

১৭ অক্টোবরের রায়ে সমলিঙ্গে বিয়েতে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়টি শীর্ষ আদালত কেন্দ্রের কোর্টে ঠেলেছিল। বিষয়টি ছাড়া হয়েছিল আইনসভার হাতে। সাংবিধানিক বেঞ্চের যুক্তি ছিল, আদালত আইন তৈরি করতে পারে না, ব্যাখ্যা করতে পারে মাত্র।

এরপর এলজিবিটিকিউ গোষ্ঠীর তরফে একাধিক রিভিউ পিটিশন জমা পড়ে। তার ভিত্তিতে ১০ জুলাই আবার সেই মামলার পুর্নবিবেচনা করতে চলেছে শীর্ষ আদালত।

গ্রেপ্তার নেতা-পুত্র

মুম্বই, ৯ জুলাই : বিএমডব্লিউর ধাক্কায় এক স্কুটি আরোহী মহিলার মৃত্যুর ৩ দিন বাদে গ্রেপ্তার হলেন অভিযুক্ত মিহির শা। প্রভাবশালী শিবসেনা নেতা রাজেশ শা'র ছেলে মিহিরকে মঙ্গলবার গ্রেপ্তার করে মুম্বই পুলিশ। মিহিরকে ধরতে তদন্তকারীদের ১৪টি দল গঠন করা হয়েছিল। রবিবার সন্ধ্যায় জুহুর এক বারে মিহিরের সঙ্গে যে ৩ জনকে দেখা গিয়েছিল তাঁদের বয়ান নথিভুক্ত করেছে পুলিশ। জানা গিয়েছে, সেদিন ওই বারে মদ্যপান করেছিলেন মিহির ও তাঁর বন্ধুরা। বিল হয়েছিল ১৮,৭০০ টাকা। বার থেকে বেরিয়ে লংড্রাইভে যান মিহির। মাঝপথে চালককে সরিয়ে নিজেই স্টিয়ারিং হাতে নেন। তারপরেই ঘটে দুর্ঘটনা।

খবর, দুর্ঘটনার পর মিহির ফোন করে রাজেশকে ঘটনার কথা জানান। অন্য একটি বিএমডব্লিউতে চেপে রাজেশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। ততক্ষণে গা-ঢাকা দিয়েছেন মিহির। দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভাঙা গাড়িতে বসেছিলেন চালক বিদাওয়াত। একটি টোয়িংভ্যান ডেকে গাড়িটি সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন রাজেশ। কিন্তু সেই ঘটনা সিসিটিভিতে ধরা পড়ে যায়।

আবাস যোজনার অর্থ হাতিয়ে ঠগিনী ১১ স্ত্রী

লখনউ, ৯ জুলাই : যোগীরাজ্যে অর্থ হাতানোর লোভে গণবিবাহে ভাইয়ের গলায় মালা দিতে দেখা গিয়েছে বিবাহিতাকে। উত্তরপ্রদেশ এবার সাক্ষী থাকল প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার টাকা হাতিয়ে স্বামীর সংসার ছেড়ে স্ত্রীদের প্রেমিকের হাত ধরার। ১১ জন মহিলা বরকে ফেলে প্রেমিকের সঙ্গে পালিয়েছেন। স্বামীদের তরফে এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

দিন আনি দিন খাই পরিবারের কাছে মাথার ওপর পাকা ছাদ স্বপ্ন। দুস্থদের স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে তাদের পাকা বাড়ির জন্য প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনায় পরিবারের আয়ের ভিত্তিতে সবাধিক আড়াই লক্ষ টাকা ভর্তুকি দেয় কেন্দ্র।

উত্তরপ্রদেশে সেই স্বপ্নের উলটপুরাণ। বিজেপি শাসিত রাজ্যে অবাক কাণ্ড।

সম্প্রতি মহারাজগঞ্জে ১১জন স্ত্রী প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার প্রথম কিস্তির ৪০ হাজার টাকা হাতিয়ে বরকে ফেলে প্রেমিকের হাত ধরে সংসার ছেড়েছেন। এখন টের পাওয়ার আগেই জানলা দিয়ে বউ পালানোগোছের দশা স্বামীদের। অনেকটা যেন সন্ধ্যা রায়, অনুপ কুমার অভিনীত তরুণ মজুমদারের 'ঠগিনী' রিয়েল লাইফে।

সম্প্রতি মহারাজগঞ্জের একাধিক গ্রামে ২৩৫০ জন উপভোক্তাকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ৪০ হাজার টাকা দেওয়া হয়। বউদের পালিয়ে যাওয়ার খবর সরকারের কাছে পৌঁছোনোর পর দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেওয়ার প্রক্রিয়া বন্ধ রাখা হয়েছে। গত বছরও চার মহিলা পালিয়েছিলেন। তারপরেও কেন এমন ঘটল সেই প্রশ্ন উঠেছে।

কাঠুয়া কাণ্ডে পাক যোগ, বদলার বার্তা ভারতের

শ্রীনগর, ৯ জুলাই : জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় জঙ্গি হামলায় পাঁচ সেনা জওয়ান শহিদের ঘটনাকে হালকাভাবে নিতে নারাজ ভারত। বরং সেনা সূত্রে খবর, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট জঙ্গিদের এই আক্রমণের উচিত জবাব দেওয়া হবে। শহিদ সেনা জওয়ানদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে প্রতিরক্ষাবাহিনীর সুপ্রিম কমান্ডার তথা রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মঙ্গলবার এক বার্তায় বলেছেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় সেনা কনভয়ে জঙ্গিদের হামলা একটি কাপুরুষোচিত কাজ। এর নিন্দা করা হচ্ছে এবং কঠোর হাতে এর বদলা নেওয়া হবে। বীর শহিদদের পরিবারের প্রতি আমি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'জঙ্গিদমন অভিযান চলছে। আমাদের সেনা ওই অঞ্চলে শান্তি এবং আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে সংকল্পবদ্ধ।' লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি বলেন, 'আমাদের সেনার ওপর এই ধরনের কাপুরুষোচিত হামলা অত্যন্ত নিন্দনীয়।' এর সঙ্গে কেন্দ্রকে বিঁধে তিনি বলেন, 'এক মাসের মধ্যে পাঁচটি জঙ্গি হামলা গোটা দেশের নিরাপত্তা এবং আমাদের সেনা জওয়ানদের জীবনের ওপর বিরাট একটি ধাক্কা। ফাঁকা বুলি আওড়ে এবং মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নয়, কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে এই ধরনের লাগাতার জঙ্গি হামলার জবাব দেওয়া যায়। আমরা এই পরিবারগুলির পাশে রয়েছি।'

শহিদ পাঁচজনই উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দা। তাঁদের মৃত্যুসংবাদ শুনে শোকের ছায়া উত্তরাখণ্ডের বাসিন্দাদের মধ্যে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জঙ্গি হামলার নিন্দা করে বলেছেন, মানবতার এই শত্রুদের রেয়াত করা হবে না। তাঁদের এই বলিদান বিফলে যাবে না। এদিকে এই হামলার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ডোডা জেলায় সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই বাধে। ঘাড়ি ভগওয়া জঙ্গলে তল্লাশি অভিযানের সময় এই সংঘর্ষ হয়।

শহিদ সেনাদের স্যালুট জানিয়ে শ্রদ্ধা পুষ্কর সিং ধামির। দেরাদুনে।

সেনা সূত্রের দাবি, কাঠুয়া হামলায় জঙ্গিদের ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি মার্কিন মুলুকে তৈরি। সোমবারের হামলায় ৫ সেনা জওয়ান শহিদ হন। আরও ৬ জন গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ভারতীয় সেনা, পুলিশ এবং সিআরপিএফ গোটা এলাকা জুড়ে তল্লাশি অভিযান আরও তীব্র করেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষাসচিব ভরতভূষণ বসু বলেন, 'কাঠুয়ার বাদনোতায় পাঁচ বীর জওয়ানের শহিদ হওয়ার ঘটনায় আমি শোকাতুর। তাঁদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাচ্ছি। তাঁদের বলিদান দেশ কখনও ভুলবে না। এই হামলার পিছনে যে শক্তি রয়েছে তাকে ভারত পরাজিত করবে।' যাঁরা শহিদ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজন জুনিয়ার কমিশনড অফিসার (জেসিও) –ও রয়েছেন। সেনার বক্তব্য, একসঙ্গে অনেককে গুলি করে খতম করতেই মার্কিন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। সেনা সূত্রের বক্তব্য, হামলা চালানোর জন্য রীতিমতো রেইকি করেছিল জঙ্গিরা।

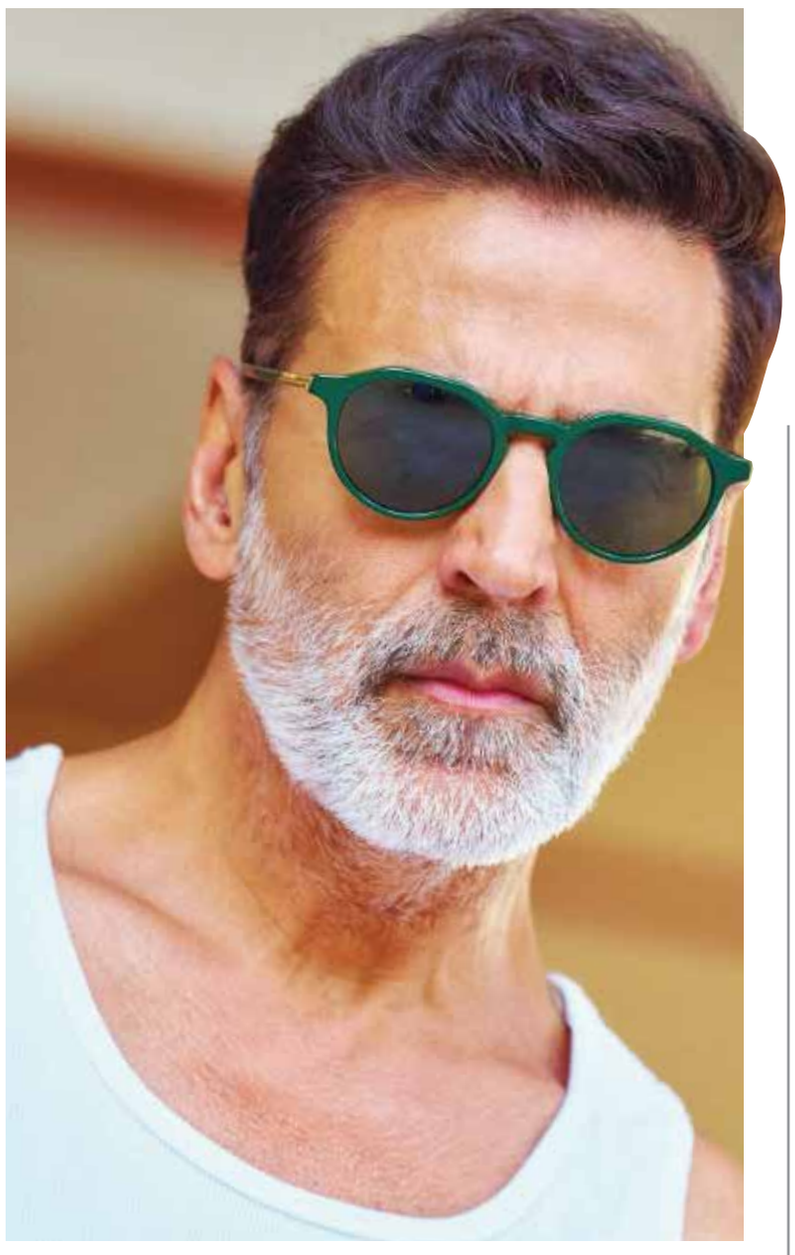

নিয়ম ভাঙলেন অক্ষয়

বলিউডের নিয়মনিষ্ঠ অভিনেতা বলে খ্যাতি আছে অক্ষয় কুমারের। সময়ের এক ঘণ্টা আগে সেটে আসেন, সময়ের শেষে আর বাড়তি এক মিনিটও থাকেন না। তবে এবার নিয়ম ভাঙলেন তিনি। সরফিরা ছবিতে তাঁর অংশের শুটিং হয়ে যাবার পরও শেষ কিছু অংশের শুটিং একটু বাকি ছিল এবং চিত্রনাট্যের প্রয়োজনে তাঁকে দরকার লাগতে পারে মনে করে পরিচালক সুধা কাঙ্গরা তাঁকে থেকে যেতে অনুরোধ করেন। অক্ষয় জানিয়ে দেন তা হবে না। সেদিনই তাঁর মুম্বইয়ে ফেরার কথা। শুটিং চলছিল পঞ্চগনিতে। সুধার কথায়, 'ভেবেছিলাম তিনি ফিরে গিয়েছেন, কিন্তু দেখলাম, পরের দিন ঠিক সময়ে তিনি সেটে হাজির।'

শহরে নতুন গোয়েন্দা

ছবি হিট করাতে বিশ্ব-সিনেমার জগতে থ্রিলারের ভূমিকাটা মানতেই হবে। হলিউড, বলিউড থেকে আঞ্চলিক ছবি, সবেতেই রহস্য গল্পের জ্যোতি বক্স অফিসকে আলো করে। বাংলার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরও উজ্জ্বল কারণ এখানে গোয়েন্দারা আছেন। ব্যোমকেশ, কিরীটি, ফেলুদা, শবর, মিতিন মাসি, একেন বাবু এবং আরও গোয়েন্দাদের খুঁজে বার করে ছবি হচ্ছে— উদাহরণ স্বপন কুমার। প্রথম বাঙালি মহিলা গোয়েন্দা বিদ্যুল্লতাও আসছেন বড়পর্দায়।

এবার নতুন গোয়েন্দা আসছেন পর্দায়, নাম অরণ্য চট্টোপাধ্যায়। ছবির নাম 'অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ'। অরণ্য হয়েছেন জীতু কমল। ছবির লেখক ও পরিচালক দুলাল দে। অতিনি দেব অভিনীত গোলন্দাজ ছবির চিত্রনাট্য লিখেছেন। দুলালেরই সৃষ্ট গোয়েন্দা এই অরণ্য, এবার তাঁকে নিয়েই ছবি পরিচালনা করছেন এবং প্রথমবার। অরণ্য প্রসঙ্গে দুলাল বলেছেন, 'এই গোয়েন্দা অন্যদের থেকে একটু আলাদা। সে মেডিকেল স্টুডেন্ট আর ক্রিকেট ভালোবাসে। ইচ্ছে করে রহস্য সন্ধানে ব্যস্ত হয় না। ডিটেকটিভগিরি শুরু করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে একটা রহস্যে জড়িয়ে পড়ে। আর সে অন্যদের মতো বাংলা সাহিত্য পড়তে ভালোবাসে।' নতুন গোয়েন্দার এই বৈশিষ্ট্য গোয়েন্দা গোত্রের ছবিতে যে নতুন স্বাদ আর আকর্ষণ আনবে, তা বোঝাই যায়।

আসা যাক জিতুর কথায়। তিনি বলেছেন, 'কিরীটী রায়ের চরিত্র করার প্রস্তাব আগেও পেয়েছিলাম। করিনি। অন্য কিছু খুঁজছিলাম।

এই গোয়েন্দা অন্যদের থেকে একটু আলাদা। সে মেডিকেল স্টুডেন্ট আর ক্রিকেট ভালোবাসে। ইচ্ছে করে রহস্য সন্ধানে ব্যস্ত হয় না। ডিটেকটিভগিরি শুরু করেছিল অপ্রত্যাশিতভাবে একটা রহস্যে জড়িয়ে পড়ে।

এই গোয়েন্দা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে রহস্য উদঘাটন করে না। কিন্তু একজন ডাক্তার হিসেবে আরেকজন ডাক্তারের মৃত্যুতে সে বিচলিত হয় এবং রহস্যের সমাধান করতে যায়। অনিচ্ছা নিয়েই কাজটা করতে করতে তার মনে হয়, আমি যদি ডিটেকটিভ হতাম, তাহলে বেশ হত! এই রকমই আমার চরিত্রটা। ঠিক ফেলুদার মতো, শখের গোয়েন্দাগিরি থেকে শুরু। মনে হয়েছিল এই চরিত্র করলে অভিনেতা হিসেবে আমার কিছু লাভ হবে।' তবে তিনি যোগ করেছেন, নতুন গোয়েন্দা হিসেবে প্রতিষ্ঠিতদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার কোনও ভয় তাঁর নেই। হোমওয়ার্ক ঠিক থাকলে টেনশন কীসের!

ছবিতে আছেন রাফিয়াথ রশিদ মিথিলা। বাংলাদেশে সফল অভিনেত্রী, এবার এই বাংলাতেও ছবি করছেন। নিজের চরিত্র নিয়ে তিনি বলেছেন, 'এখানে আমি একজন নার্স। তবে নার্সের জীবনের অন্য একটা দিক আছে এবং গল্প যত এগোবে, তত তার অজানা কথা প্রকাশ পাবে। যেহেতু এটা একটা থ্রিলার, ছবির শেষে অনেক সারপ্রাইজ থাকবে। গল্পে আমার ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ।'

এছাড়া ছবির আর এক গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করছেন শিলাজিৎ মজুমদার। তিনি এখানে সিআইডি সুদর্শন হালদার, অরণ্য তাঁর শ্যালক, তিনিই ছবিতে অরণ্যর গল্প বলবেন। ছবির থিম সং 'আসছে অরণ্য' তিনিই গেয়েছেন, গানের কথা ও সুর শুভদীপ গুহ। কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় পরিচালিত 'অযোগ্য'-তে তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। আবার তিনি অভিনয় করেই চর্চায়। এছাড়াও ছবিতে আছেন সুহোত্র মুখোপাধ্যায়, সায়ন ঘোষ, লোকনাথ দে, শুভদীপ গুহ, প্রতীপ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। সিনেমাটোগ্রাফি সামলেছেন প্রতীপ মুখোপাধ্যায়, 'ভটভটি', 'আবার বছর কুড়ি পর'-এর মতো ছবি করেছেন। ফলে ক্যামেরার কাজও থ্রিলারের আকর্ষণ বাড়াবে, আশা করা যায়।

ছবির টিজার, ট্রেলার সবই দর্শকদের আগ্রহ বাড়িয়েছে। জিতুকেও ভালো লেগেছে দর্শকের, ফলে ছবি নিয়ে, নিজের চরিত্রচিত্রণ নিয়ে জীতুও আশাবাদী। এর ওপর পরিচালক নতুন, সুতরাং সেখানেও মানুষের আগ্রহ আছে ছবি ঘিরে।

অনীক দত্তর 'অপরাজিত' ছবিতে জিতু সত্যজিৎ রায়ের চরিত্র করেছিলেন, প্রশংসাও পেয়েছিলেন। তারপর অনেকদিন কাজ ছিল না হাতে। আবার তিনি আসছেন একেবারে অন্য ধাঁচের চরিত্রে। কেরিয়ারের এই পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা জিতুর কেরিয়ারে নিশ্চয়ই সাহায্য করবে। নতুন গোয়েন্দা, রহস্য গল্প— সব মিলিয়ে দর্শকদের শিহরণ জাগানো এক অভিজ্ঞতা দিতে তৈরি অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ।

একনজরে সেরা

বায়োপিকে

কঙ্গনা রানাওয়াতকেই চান লেখিকা শোভা দে। লেডিজ স্টাডি গ্রুপের পার্সন বিহাইন্ড দ্য পার্সোনা শীর্ষক আলোচনায় মেয়ে আনন্দিতা দে-র প্রশ্নের উত্তরে তিনি এ কথা বলেন। বিতর্কিত কঙ্গনা এবার শোভার মতো বিতর্কিত ব্যক্তিত্বের স্বীকৃতি পেলেন। এদিন তিনি আরও বলেন চ্যাট শো করলে শোভা তাঁর নাম দেবেন শ্যাম্পেন উইথ শোভা।

আগমন

হল অক্ষয় খান্নার, আদিত্য ধরের আগামী ছবিতে। তাঁর সঙ্গে ছবির নায়ক রণবীর সিংয়ের কেমিস্ট্রিকে ব্যবহার করতে চান আদিত্য। ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির পটভূমিতে তৈরি ছবিটির শুটিং শুরু হবে অগাস্টে, প্রথমে বিদেশে, তারপর দেশে। রণবীর এখানে র-এর এজেন্ট, ছবি হচ্ছে সত্যি ঘটনা অবলম্বনে। ছবিতে আছেন সঞ্জয় দত্ত, আর মাধবন, প্রমুখ।

আদালতে

গেলেন গায়ক অরিজিৎ সিং। ২০১৩ সালের ঘটনা। তিনি এক সাংবাদিককে চড় মারেন বহরমপুরে। সাংবাদিক গায়কের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ ও ৩২৩ ধারায় মামলা রুজু করে। মুর্শিদাবাদ জেলা সেকেন্ড জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে এই মামলা চলছে। সেই সূত্রেই অরিজিত আদালতে।

অদৃশ্য

ইন্দ্রাণী হালদার। আড়াই বছর ধরে তাঁকে টিভি-র পর্দায় দেখা যাচ্ছে না। তিনি বলেছেন এখন তিন মাসের মধ্যেই মেগা সিরিয়াল বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, ভেবেচিন্তে কাজ না করলে আমার বদনাম হবে। তবে ভালো ওয়েব সিরিজ পেলে করবেন বলেছেন। একটি রিয়েলিটি শো-এর সঞ্চালনার কাজ শুরু করলেও মতের মিল না হওয়ায় ছেড়ে দেন।

আহত

উর্বশী রওটেলা। হায়দেরাবাদে তেলুগু ছবি এনবিকে ১০৯-এর একটি জমকালো অ্যাকশন দৃশ্যের শুটিংয়ের সময়ে দুর্ঘটনা ঘটে ও তিনি মারাত্মক চোট পান কোমরে। জানা গিয়েছে সেখানে ফ্র্যাকচার হয়েছে। তিনি হাসপাতালে ভর্তি, চিকিৎসা চলছে। পরিচালক ববি কোলি। নায়ক নন্দামুরি বালকৃষ্ণ। ছবিতে ববি দেওলও আছেন।

আম্বানিদের হলদি-তে হলুদ বি-টাউন

অনন্ত আম্বানি ও রাধিকা মার্চেন্টের বিয়ের উৎসব শুরু হয়ে গিয়েছে। ১২ জুলাই বিয়ে, তার আগে শুরু হয়েছে সংগীত, হলদি ইত্যাদি। মুকেশ ও নীতা আম্বানির বাড়ি আনটিলিয়া সেজে উঠেছে আলোয়, রঙে। বন্ধু, ঘনিষ্ঠ আত্মীয়রা তো আছেনই, হলদি অনুষ্ঠানে শোরগোল ফেলে দিয়েছেন বি-টাউনের নক্ষত্ররাও। হলদি-কে মাথায় রেখে তারাও অনেকেই হলুদ পোশাকেই গিয়েছেন বা হলুদ মেখে হলুদ হয়ে বেরিয়েছেন। যেমন রণবীর সিং। খুব শিগগির বাবা হচ্ছেন , সে আনন্দের সঙ্গে যোগ হয়েছে হলদি-তে আসার আনন্দ—তিনি পাঞ্জাবি-পায়জামা পরে এসেছিলেন, মুখ-কপাল হলুদে ভর্তি করে তিনি বেরিয়ে যাচ্ছেন, সেই ছবি নেটে ঘুরছে। জাহ্নবী কপুরও হলুদ শাড়ি পরে এসেছিলেন। শান্যা কপুর, অনন্যা পান্ডে, ওরি, খুশি কপুর. মানুষি চিল্লার, সকলেই ঝকঝকে উপস্থিতি দিয়ে উজ্জল করেছিলেন হলদি-র সন্ধ্যা। সলমন খান কালো কুর্তা, পাজামা পরে এলেও পরে কালোর বদলে হলুদ কুর্তা চাপান। ইশা আম্বানি পিরামলের ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক ছিল নজর কাড়া। অনন্তর কাকা অনিল আম্বানি, কাকিমা টিনা আম্বানিকে হলুদ মেখে ছবি তুলতে দেখা গিয়েছে। কাকার ছেলে আনমোল, তার স্ত্রী, শ্লোকা আম্বানি, সারা আলি খান, সকলেই অনুষ্ঠানকে আরও চোখ ধাঁধানো করে তুলেছিলেন। হায়দরাবাদি এথনিক পোশাকে সেজেছিলেন নীতা আম্বানি। মুকেশের পরনে বেজ রঙা কুর্তা পাজামা, আকাশ আম্বানি পরেছিলেন লাল কুর্তা, জ্যাকেট ও সাদা পাজামা। ছিলেন বীরেন ও সইলা মার্চেন্ট—কনে রাধিকার বাবা ও মা। বীরেনের পরনে সাদা কুর্তা পাজামা, মা-র পরনে লাল-সাদা কম্বিনেশনের শাড়ি।

চুমু খেয়ে বেকায়দায়

এক চুমুতে হাজারো লাইক, কমেন্ট, আবেগের বন্যা। আরেক চুমুতে গেল-গেল রব। প্রথম চুমুটা অনন্য আম্বানি আর রাধিকা মার্চেন্টের। গায়ে হলুদ অনুষ্ঠানের দিনে তাঁদের দুটো ছবি ভাইরাল হয়। দুটোই সাদা-কালো ছবি, একটা ছবিতে একে অন্যের দিকে গভীরভাবে তাকিয়ে আছেন। আরেকটা ছবিতে রাধিকার কপালে আলতো করে ঠোঁট ছুঁইয়েছেন অনন্ত। এই ছবিটায় নেটপাড়া জুড়ে একেবারে ধন্যি ধন্যি পড়ে গেছে। কেউ বা বলছে, কবিতা। কেউ বা বলছে, কী সুন্দর প্রেম।

কিন্তু নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে যেই সুরঙ্গনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চুমু খেলেন ঋদ্ধি সেন, অমনি সব গেল-গেল করে কেঁপে একসা। এনএবিসি ২০২৪-এ যোগ দিতে শিকাগো উড়ে গেছিলেন তাঁরা। অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর নিউ ইয়র্কে বন্ধুদের সঙ্গে বেড়াতে যান ঋদ্ধি। সেখানকার বেশ কিছু ছবি এদিন পোস্ট করতে গিয়ে ট্রোল্ড হন কৌশিক পুত্র। সবগুলো ছবির মধ্যে সব থেকে বেশি নজর কেড়েছে ঋদ্ধি এবং তাঁর বিশেষ বান্ধবী সুরঙ্গনার ছবিটি। সেখানে টাইমস স্কোয়ারে প্রেমিকার ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে চুমু খেতে দেখা যাচ্ছে অভিনেতাকে।

বিরাটের রেস্তোরাঁয় পুলিশ

বিরাট কোহলির এই রেস্তোরাঁটাই বারবার ঝঞ্ঝাটে পড়ে। এই রেস্তোরাঁর অবশ্য দিল্লি, মুম্বই, কলকাতা সব মেট্রোতেই শাখা আছে। কয়েকদিন আগে কপিরাইটের স্বত্ব নাদিয়ে গান বাজানোর নালিশ এসেছিল তার নামে। তার পরে মুম্বইনিবাসী এক তামিল ভদ্রলোক তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ছবি ও ভিডিও দিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, চিরায়ত তামিল পোশাক পরার জন্য তাঁকে এখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি।

আর এবার অভিযুক্ত হল রেস্তোরাঁর বেঙ্গালুরু শাখা। চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামের কাছে এক বিল্ডিং-এর ছ'তলায় এই রেস্তোরাঁ তথা পাব-এর বিরিদ্ধে এবার আরও গুরুতর নালিশ। পুলিশের বয়ান অনুযায়ী, পাব খুলে রাখার অনুমতি রয়েছে রাত একটা অবধি। কিন্তু দেড়টা বেজে যাওয়ার পরও পাব বন্ধ হয়নি। জোরে গান চালানোর অভিযোগও রয়েছে তার নামে। অভিযোগ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

শাহরুখ নকল করেছেন, পাকিস্তানি অভিনেতার দাবি

প্রবীণ পাকিস্তানি অভিনেতা তওকির নাসির ইউটিউব চ্যানেল জবরদস্ত-এ ওয়াসি শাহ-র সঙ্গে কথোপকথনে দাবি করেছেন কভি আলবিদা না কহেনা ছবিতে শাহরুখ খান তাঁকে নকল করে অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁর অবদানকে ক্রেডিট টাইটেলে স্বীকৃতি দেননি। তওকির বলেছেন, 'ছবিতে শাহরুখ যে খুঁড়িয়ে হেঁটেছেন, সেটাও নাটকে আমার চরিত্র থেকে নেওয়া।' তিনি বলেছেন কভি আলবিদা না কহেনা পারওয়াজ নাটকটি থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে তৈরি হয়েছে। নাটকটি লিখেছেন পাকিস্তানের বিখ্যাত লেখক মুসতানসার হুসেন তারার। শাহরুখ এবং ছবির লেখক-পরিচালক করণ জোহরের এই প্রেরণা নেবার জন্য তারার ও তওকিরকে ক স্বীকৃতি দেওয়া উচিত ছিল। প্রাইড অফ পাকিস্তান ও তামঘা-এ ইমতিয়াজ-এর মতো অ্যাওয়ার্ড পাওয়া তওকির যে শাহরুখ-করণের কাজে খুবই হতাশ হয়েছেন, তা বুঝিয়েছেন।

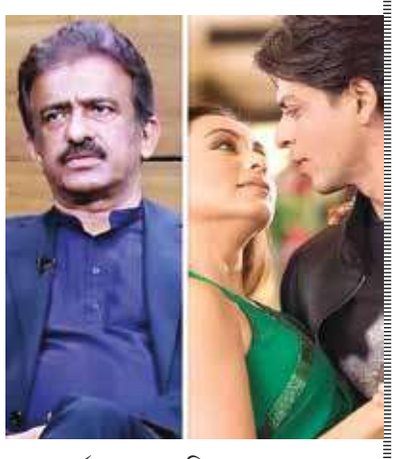

ফ্ল্যাট সংস্কৃতিতে চারাগাছ বিক্রির নয়া পেশা

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : হায়দরপাড়া মেইন রোড ধরে ভ্যানভর্তি গাছের চারা নিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন চারাগাছ বিক্রেতা হরেন দাস। স্থানীয় একটি ফ্ল্যাটের সামনে যেতেই তাঁর হাক-ডাক শুনে নেমে এলেন এক মহিলা। প্রশ্ন করলেন পেয়ারার চারা রয়েছে কি না? থাকলেও কত করে? উত্তরে, হরেনও পরিষ্কারভাবে বললেন, 'জোড়া ৪০০ টাকা'। ওই মহিলা তাঁর ছাদ বাগানে পেয়ারার চারা লাগাবেন, শুনে খানিকটা উৎসাহিত হয়ে পড়লেন হরেনও। বললেন, 'ছাদ বাগানে আপনারা ফলের চারা লাগানো শুরু করেছেন বলেই তো আমরা বর্ষার মরশুমে এই পেশায় ফিরে এলাম।'

শিলিগুড়ি শহরে এখন ফ্ল্যাট সংস্কৃতির ছোঁয়া। উঁচু উঁচু ফ্ল্যাটের আড়ালে ঢেকে গিয়েছে সবুজায়ন। এই অবস্থায় পরিবেশপ্রেমী মানুষজনের কেউ ছাদে, কেউ আবার ব্যালকনিতে গাছ লাগাচ্ছেন। প্রথম দিকে শুধুমাত্র ফুল থাকলেও, এখন হাইব্রিড ফলের চারা লাগানোর প্রবণতাও বাড়ছে। যা বর্ষার মরশুমে আয়ের অক্সিজেন জোগাচ্ছে বিশ্বজিৎ দাস, হরি রায়দের মতো চারা বিক্রেতাদের।

ছাদ বাগানে ঝোঁক

এব্যাপারে কথা হচ্ছিল পঙ্কজ রায়ের সঙ্গে। শহরে ঘুরে ঘুরে চারাগাছ বিক্রি করেন। কথা বলার সময়ই বেরিয়ে এল, ফ্ল্যাট সংস্কৃতির আগের শহর এবং এখনকার শহরে চারাগাছের চাহিদার প্রসঙ্গ। পঙ্কজ বলছিলেন, 'বর্ষার সময় আম, লিচু, কমলালেবু, পেয়ারা গাছের চারাই বিক্রি হচ্ছে। আগে শহরে এতটাই খালি জমি ছিল, যে এই সময় দিনে প্রায় দেড়শো চারাগাছ বিক্রি হয়ে যেত।' যদিও পরবর্তীতে ফ্ল্যাট সংস্কৃতি আসার পরেই সমস্ত কিছু বদলে যায়। ফলের চারা বিক্রিও কার্যত তলানিতে এসে ঠেকে। যে কারণে প্রশান্ত রায়, বিনয় রায়দের মতো অনেকেই চারাগাছ বিক্রি ছেড়ে দিনমজুরি শুরু করেন। যদিও ছাদ বাগানে ফলের চারার চাহিদা বাড়ায় বর্ষার মরশুমে পুরোনো পেশায় ফিরেছেন তাঁরা। প্রশান্ত রায়ের বক্তব্য, 'মাঝের সাত-আটটা বছর বর্ষায় দিনমজুরি করতাম। পরিস্থিতির পরিবর্তন হওয়ায় ফের এই সময়ে চারাগাছ বিক্রি শুরু করেছি। দিনে ৩০-৪০টি ফলের চারাগাছ বিক্রি হচ্ছে।'

নার্সারি কর্মী প্রকাশ বর্মনের বক্তব্য, 'ছাদ বাগানে ফলের চারাগাছ লাগানোর প্রতি শহরের মানুষের উৎসাহ বাড়লে ভালোই। এতে বর্ষার মরশুমে চারা বিক্রি ছেড়ে দিনমজুরির কাজে চলে যাওয়ার প্রবণতাও কমবে।'

ফুলের পাশাপাশি বিভিন্ন ফলের চারা ছাদ বাগানে লাগাচ্ছেন মানসী রায়, অভিজিৎ দাসদের মতো শহরের গাছপ্রেমীরা। হাকিমপাড়ার বাসিন্দা মানসী বললেন, 'সবুজায়ন বাঁচুক, সে সঙ্গে বাঁচুক চারাগাছ বিক্রি করা এই মানুষেরাও।'

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৯ জুলাই : মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা শাসকের কাছে স্মারকলিপি দিল বাম প্রভাবিত উত্তর দিনাজপুর স্ট্রিট হকার্স ইউনিয়ন। এদিন ইসলামপুর বাস টার্মিনাস থেকে মিছিল করে সংগঠনের কর্মী-সদস্যরা দপ্তরে পৌঁছান। হকারদের উচ্ছেদ করার আগে তাঁদের পুনর্বাসন নিশ্চিত করা, জনসমাগম হয় এমন জায়গায় ব্যবসা করার লাইসেন্স প্রদান সহ একধিক দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি দিয়েছে সংগঠনটি।

২৪ ঘণ্টার মধ্যে অপর ঘটনায় জখম এক

নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : ফের প্রশ্নের মুখে নির্মাণ শ্রমিকদের সুরক্ষা। কর্মস্থলে নিরাপত্তা না থাকায় শহরের দুই প্রান্তে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পড়ে জখম হওয়া দুই শ্রমিকের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্যজন শিলিগুড়ির এক নার্সিংহোমে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন।

সোমবার শিলিগুড়ির বাবুপাড়ায় এক নির্মীয়মাণ বহুতল থেকে পড়ে মৃত্যু হয় ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের মমতাপাড়ার বাসিন্দা শাহাজাদ আলি (২২)-র। ঘটনার সময় সেখানে ঢালাইয়ের কাজ চলছিল। অভিযোগ, ওই কাজের জায়গায় কর্মীদের কোনও সুরক্ষা ছিল না। এই পরিস্থিতিতে আচমকা সেখান থেকে শাহাজাদ পড়ে গেলে তাঁকে তড়িঘড়ি শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়।

ওই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মঙ্গলবার বিকালে জলপাই মোড়ের কাছে বর্ধমান রোডে আর এক নির্মীয়মাণ পাঁচতলা বহুতল থেকে এক নির্মাণ শ্রমিক পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হন। স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই শ্রমিক বাঁশের ভাড়ার ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করছিলেন। অভিযোগ, তাঁর সুরক্ষায় কোনও বেল্ট বা হেলমেট ছিল না। আচমকা তিনি উপর থেকে সোজা নীচে পড়ে যান। আশপাশের লোকজন এসে তাঁকে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে স্থানীয় এক নার্সিংহোমে ভর্তি করেন। অভিযোগ, ওই বহুতলের সামনের দিকে যে বাঁশ দিয়ে ভাড়া বাঁধা হয়েছিল, সেগুলি পচা ছিল। তাই, সেটি ভেঙে যায়। কেন এমন ভাড়ার ওপর কাজ হবে স্থানীয় বাসিন্দারা সেই প্রশ্ন তুলেছেন।

সুরক্ষা নেই
- শিলিগুড়ি শহরে ফের দুই নির্মীয়মাণ বহুতলে দুর্ঘটনা
- একটি থেকে পড়ে একজনে মৃত্যু, অন্যজন জখম হলেন
- তিনি শিলিগুড়ির এক নার্সিংহোমে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছেন
- নির্মাণ শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়ে আবারও প্রশ্ন উঠল

পরপর দুই ঘটনায় শ্রমিক সংগঠনগুলি রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছে। বিষয়টি নিয়ে সিটুর দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক গৌতম ঘোষের কথায়, 'আমাদের প্রতিনিধিরা বুধবার দুই জায়গায় যাবেন। রাজ্য সরকার নির্মাণ শ্রমিকদের সুরক্ষার দিকটি দেখছে না। তাঁদের নানা সামাজিক সুরক্ষা থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। বর্ধমান রোডে যে শ্রমিকটি আহত হয়েছেন তাঁর চিকিৎসার সব খরচ মালিকপক্ষকে দিতে হবে।'

এদিকে, ফুলবাড়ির ওই তরুণের মৃত্যুতে বাড়িতে শোকের আবহ। শাহাজাদের ওপরই গোটা পরিবার নির্ভরশীল। এপ্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেন, 'যাঁরা এমন উঁচু জায়গায় কাজ করেন তাঁদের সুরক্ষা সামগ্রী দেওয়া নিয়ম। নিয়ম না মানায় আগে সেবক রোডের এক আবাসন মালিকের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়েছিল। দুটি ঘটনাই খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

শিলিগুড়ির সেবক রোডে ইস্টার্ন বাইপাসের মাঝে আবর্জনার স্তূপে গোরুর বিচরণ। মঙ্গলবার। ছবি : তপন দাস

বর্জ্য কম, বায়ো মাইনিং প্রক্রিয়ায় বাধা

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : শহরের পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার কাঠামো ভেঙে পড়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর, বায়ো মাইনিংয়ের জন্য প্রতিদিন ৩০০ থেকে ৩৫০ মেট্রিক টন বর্জ্য প্রয়োজন হয়। সেখানে প্রতিদিন মাত্র ১৭০ থেকে ১৮০ মেট্রিক টন বর্জ্য শহর থেকে পাওয়া যাচ্ছে। এতে বায়ো মাইনিং বা বর্জ্য পৃথকীকরণের পর সার তৈরির প্রক্রিয়া বাধা পাচ্ছে। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি পুরনিগমের সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট বিষয়ের স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে এই বিষয়টি উঠে এসেছে। এরপরে পুরনিগমের এসডব্লিউএম (সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট) কমিটিগুলি আরও বেশি তৎপর হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি বরোভিত্তিক বৈঠক এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করারও কাজ করা হবে পুরনিগমের তরফে। মেয়র গৌতম দেবের বক্তব্য, 'বস্তি এলাকার মানুষকে আরও বেশি সচেতন করতে হবে। আমরা এক লক্ষেরও বেশি ডাস্টবিন বিলি করেছি। আরও ৪০ হাজার বিলি করা হবে। এরপরে ৩০ হাজার ডাস্টবিন আসবে।'

বেশ কয়েক বছর আগে শিলিগুড়িতে বর্জ্য পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। পচনশীল এবং অপচনশীল বর্জ্য পৃথক পৃথক পাত্রে রেখে এসডব্লিউএমের গাড়িতে ফেলার প্রথা শুরু হয়। এরপর সেই বর্জ্য ডাম্পিং গ্রাউন্ডে নিয়ে পৃথকভাবে ফেলা হয়। সেখান থেকে পচনশীল বর্জ্য থেকে সার এবং বিভিন্ন কারখানায় ব্যবহার করার পদার্থ তৈরি হয় অপচনশীল দ্রব্য থেকে। সুডার ফান্ডের মাধ্যমে বায়ো মাইনিং পদ্ধতিতে শিলিগুড়িতে এই কাজ হয়। একটি বেসরকারি সংস্থা বায়ো মাইনিংয়ের প্ল্যান্ট বসিয়েছে ডাম্পিং গ্রাউন্ডে। প্রতিদিন ওই সংস্থার কাছে পৃথক করা বর্জ্য পাঠায় পুরনিগম। সমস্ত হিসেব যায় সুডার কাছে। কিন্তু স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যে তথ্য উঠে এসেছে, এখনও শহরের মানুষ এসডব্লিউএম বিষয়টি নিয়ে বস্তি এলাকায় এখনও অসচেতনতা রয়েছে। পুরনিগমের তরফে যে দুটি পাত্র বর্জ্য জমানোর জন্য দেওয়া হচ্ছে, তা তাঁরা অন্য কাজে ব্যবহার করছেন। তাই সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে। পুরকর্মীদের কাজে নামানোর নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র।

এসজেডিএ-ই এখন অস্তিত্ব সংকটে

সিসিটিভি বসানোর কাজ বিশবাঁও জলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) অস্তিত্ব সংকটে। আর এর জেরে শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর প্রকল্প মুখ থুবড়ে পড়েছে। কেননা বোর্ড সভায় লিখিত সিদ্ধান্ত হলেও এখনও ওই প্রকল্পের টেন্ডার পাশ হয়নি। ফলে শহরকে সিসিটিভি নজরদারিতে মুড়ে ফেলে যে কোনওরকম অপরাধমূলক কাজকর্ম রোধ করার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হচ্ছে না।

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলছেন, 'শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো খুব প্রয়োজন। ওয়ার্ড ধরে ধরে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর জন্য এসজেডিএ টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করেছিল বলে শুনেছিলাম। কিন্তু এখন কী হবে বুঝতে পারছি না।'

এসজেডিএ'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তীর কথায়, 'অপরাধমূলক কাজকর্ম মোকাবিলায় আমরা বোর্ড সভায় রেজোলিউশন নিয়ে শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ি শহরের প্রতিটি ওয়ার্ডকে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারির আওতায় নিয়ে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরুও হয়েছিল। কিন্তু এখন তো আমি নেই, কাজেই সেই প্রকল্পের কী হবে বলতে পারব না।' এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান ডাঃ প্রীতি গোয়েলের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

শিলিগুড়িতে দিন-দিন অপরাধমূলক কাজকর্ম বাড়ছে। চুরি, ছিনতাই এমনকি পাড়ায় পাড়ায় মারধর, দুর্ঘটনার মতো ঘটনাও আকছার ঘটছে। শহরের হিলকার্ট রোড, সেবক রোড, বিধান রোডের মতো ব্যস্ততম কয়েকটি রাস্তায় কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা রয়েছে। তবে, পুরনিগমের ৪৭টি ওয়ার্ডের রাস্তায় সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির ব্যবস্থা আজও চালু হয়নি। কয়েকটি ওয়ার্ডে পুলিশের তরফে কিছুটা অংশে ক্যামেরা বসানো হলেও সেগুলিও এখন অকেজো হয়ে রয়েছে। কয়েক বছর আগে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন কাউন্সিলার রঞ্জন সরকারের উদ্যোগে কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। বর্তমানে সেই ক্যামেরার কোনওটার তার ছিঁড়ে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, কোথাও আবার ক্যামেরা ভেঙে মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে। দেখার কেউ নেই। ওয়ার্ড কাউন্সিলার অভয়া বসু বলছেন, 'পুরনিগমের তরফে এই ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হবে। টেন্ডারও হয়ে গিয়েছে।'

নজরদারিতে বাধা
- অপরাধমূলক কাজকর্ম রোধে শহরজুড়ে সিসিটিভি বসানোর কথা ছিল
- সেইমতো টেন্ডার প্রক্রিয়াও শুরু করেছিল এসজেডিএ
- সংস্থাটির ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে পড়ায় কাজ নিয়ে সংশয়
- ফলে সিসিটিভিতে নজরদারি ব্যবস্থা আর হবে না বলেই মত অনেকের

অন্যদিকে, দু'বছর আগে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডে কিছু সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়েছিল নর্থবেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন। সংগঠনের সম্পাদক সুরজিৎ পাল বলছেন, 'ওই ওয়ার্ডের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় নজরদারির জন্য প্রায় ৩০টি সিসিটিভি ক্যামেরা সহ আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র কাউন্সিলারের হাতে দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে সেগুলি কী হয়েছে আমরা বলতে পারব না। ওয়ার্ড কাউন্সিলার তথা ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'ওই কয়েকটি সিসিটিভি ক্যামেরাই চলছে। ওয়ার্ডের বাকি অংশে এসজেডিএ থেকে ক্যামেরা বসানোর কথা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আর কিছু হয়নি।'

পুরনিগমের ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের সূর্যনগর ময়দানে কিছুদিন ধরেই বহিরাগতদের বেলেল্লাপনায় অতিষ্ঠ বাসিন্দারা। মাঠের চারদিকে বসে মদ্যপান সহ বিভিন্ন অসামাজিক কাজকর্মে লিপ্ত হচ্ছে বহিরাগতরা। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় ওয়ার্ডে বিশেষ করে এই মাঠের চারপাশে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির দাবি উঠেছিল। একাধিকবার এসজেডিএ'র কাছে এই দাবি জানিয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার লক্ষ্মী পাল। কিন্তু সেই ক্যামেরা এখনও বসেনি। কাউন্সিলার বলছেন, 'আমরা বহুদিন ধরেই ওয়ার্ডে সিসিটিভি ক্যামেরা বসিয়ে নজরদারির দাবি জানিয়েছি। এসজেডিএ ক্যামেরা বসানোর ব্যাপারে সম্মত হয়েছিল। কিন্তু এখনও সেই কাজ হল না।'

ফিটনেস, বিমা শেষ ১০ বছর আগে

পুরোনো অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কায় জখম এক

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : ৩২ বছর আগে, ১৯৯১ সালে রেজিস্ট্রেশন হয়েছিল গাড়ির। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ছিল ফিটনেস। ওই সময়েই ফেল হয়েছে গাড়ির বিমা। এরপরেও মরণাপন্ন রোগীদের নিয়ে নীল বাতির হুটার বাজিয়ে এদিক-ওদিক ছুটছিল সাদা ছোট মারুতি ভ্যান। সেই অ্যাম্বুল্যান্সের ধাক্কাতেই মঙ্গলবার গুরুতর জখম হলেন এক সাইকেলচালক।

এদিন সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি বর্ধমান রোডে শক্তিগড় ২ নম্বর রাস্তার কাছে। ওই সাইকেলচালককে ট্রাফিক পুলিশ এবং স্থানীয়রা উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই ব্যক্তি। এখনও পর্যন্ত তাঁর নাম, পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ।

ঘটনার পর নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত অ্যাম্বুল্যান্স এবং চালককে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে। ৩২ বছরের পুরোনো অ্যাম্বুল্যান্স কী করে শহরে চলছে তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। স্কুলবাসের পর অ্যাম্বুল্যান্সের ওপরেও যে ট্রাফিক পুলিশের কোনও নজরদারি বা নিয়ন্ত্রণ নেই তা এদিনের ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুরের বক্তব্য, 'যে সমস্ত গাড়ি পরিবহণ আইন ভেঙে রাস্তায় চলবে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' কিন্তু আদতে কি তা হচ্ছে? ট্রাফিক ডিসিপির মন্তব্যের সঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতির যে কোনও মিল নেই তা এদিনের ঘটনা থেকেই পরিষ্কার।

৩২ বছরের পুরোনো ঘাতক অ্যাম্বুল্যান্স। –সংবাদচিত্র

প্রত্যক্ষদর্শী সৌগত দাসের বক্তব্য, 'আমরা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম। হঠাৎ একটা শব্দ শুনতে পাই। তাকিয়ে দেখি এক ব্যক্তি মাটিতে লুটিয়ে পড়েছেন। একটি অ্যাম্বুল্যান্স এসে ধাক্কা মেরেছে।'

শিলিগুড়ি শহরে সরকারি এবং বেসরকারি মিলিয়ে কয়েক হাজার অ্যাম্বুল্যান্স চলাচল করে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে দেখা গিয়েছে, ৭০ শতাংশ গাড়িরই ফিটনেস এবং বিমা নেই। বেশিরভাগ গাড়ির কাগজপত্রে গরমিল রয়েছে। কিন্তু যেহেতু অ্যাম্বুল্যান্স তাই কোথাও কখনও এগুলিকে আটকানো হয় না। না পুলিশ, না পরিবহণ দপ্তর- কেউই এদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করে না। যে কারণে কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে রোগী কিংবা গাড়িতে থাকা কেউই কোনও প্রকার সুবিধা পান না।

এরকমই একটি গাড়ি মঙ্গলবার দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। পিডব্লিউডি মোড়ের থেকে জলপাই মোড়ের দিকে যাচ্ছিল অ্যাম্বুল্যান্সটি। ওই সময় উলটোদিক থেকে সাইকেল নিয়ে আসছিলেন এক ব্যক্তি। অভিযোগ, অ্যাম্বুল্যান্সে রোগী না থাকলেও দ্রুতগতিতে চালানো হচ্ছিল। সামনে সাইকেল দেখে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালক। ব্রেক কষলেও সোজা এসে সাইকেলচালককে ধাক্কা মারেন। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন সাইকেলচালক। দুর্ঘটনার বীভৎসতায় অ্যাম্বুল্যান্সের বাঁ দিকের চাকা বেঁকে ভেতরের দিকে ঢুকে গিয়েছে।

এই ঘটনার পর অ্যাম্বুল্যান্সগুলির ওপর নজরদারির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে।

জলে থইথই ক্লাসঘর, লাটে পড়াশোনা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : স্কুল না ছোটখাটো সুইমিং পুল, বোঝা দায়। জলে থইথই ক্লাসঘর। বৃষ্টিতে লাটে উঠেছে পড়াশোনা। এমনই করুণ ছবি ধরা পড়ল নেহরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। হাঁটুজলে বসে পড়াশোনা করা অসম্ভব। কিন্তু পঠনপাঠন তো জারি রাখতে হবে। তাই প্রধান শিক্ষকের ঘরে বেঞ্চ পেতে নমো-নমো করে চলছে ক্লাস। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে নয়াবাজার এলাকায় থাকা ওই স্কুলের এমন শোচনীয় পরিস্থিতির কথা জানা সত্ত্বেও শিক্ষা দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই কেন, উঠছে প্রশ্ন।

মঙ্গলবার স্কুলে যেতেই দেখা গেল করুণ ছবি। উপরের দিকে তাকাতেই লক্ষ করা গেল, স্কুলের ছাদ ফুটো। সেখান থেকে বৃষ্টির জল এসে পড়ছে ক্লাসঘরে। তারপর ঘরে ঢুকতেই জলে ডুবে গেল হাঁটু। এত চর্চা, আলোচনা, বিক্ষোভ, প্রতিশ্রুতির পরেও সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো সেই তিমিরেই। ছবি পাওয়ান নামে এক অভিভাবক প্রশ্ন তুলেছেন, 'হাঁটুজলে বসে পড়ুয়ারা ক্লাস করবে কী করে? স্কুলের এই অবস্থার জন্য অনেক অভিভাবক অন্য স্কুলে বাচ্চাদের ভর্তি করাতে বাধ্য হয়েছেন।'

এলাকার হিন্দিভাষী পড়ুয়াদের সুবিধার্থে ১৯৫৭ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়। শুরুর দিকে গমগম করত স্কুলঘর। তবে ধীরে ধীরে খারাপ থেকে অতি খারাপ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে পড়ুয়া সংখ্যা এসে ঠেকেছে মাত্র ৩১-এ। যদিও প্রাক-প্রাথমিক থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত এই স্কুলে অন্য প্রাথমিক স্কুলের চেয়ে পড়ুয়া সংখ্যা সামান্য বেশি। প্রাধন শিক্ষক বিনোদকুমার ছেত্রী বললেন, 'তিন মাস হল আমি এই স্কুলে এসেছি। বৃষ্টিতে ক্লাস করানো সম্ভব নয়।'

স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী যেখানে সরকারি স্কুলগুলিতে নজর দেওয়ার কথা বলছেন, সেখানে শহরের বুকে থাকা এই স্কুলের অবস্থা শোচনীয় কেন? উঠছে প্রশ্ন। শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপকুমার রায় অবশ্য জানাচ্ছেন, স্কুল সংস্কারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

ক্লাসরুম যেন ছোটখাটো সুইমিং পুল। নেহরু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। –তপন দাস

পুরনিগমের শিক্ষা বিভাগের মেয়র পারিষদ শোভা সুব্বা দ্রুত স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস দিয়েছেন। যদিও এর আগে পুরনিগম ও প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের তরফে এই স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে কোনও কাজ হয়নি।

ইদানীং সরকারি স্কুলগুলোতে পড়ুয়া সংখ্যা বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের ধাঁচে গ্র্যাজুয়েশন সেরেমনি, শিশু সংসদ, ফুড ফেস্টিভাল সহ আরও কতকিছু। অথচ আড়ালেই থেকে যাচ্ছে স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি। কবে স্কুল সংস্কার হবে, চাতকের মতো অপেক্ষায় পড়ুয়া, শিক্ষক এবং অভিভাবকরা।

দীর্ঘদিন তালাবন্ধ মহিলাদের জিম

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : মহিলাদের শরীরচর্চার সুযোগ করে দিতে জিম বানিয়েছিল শিলিগুড়ি পুরনিগম। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে সেই জিম তালাবন্ধই পড়ে রয়েছে।

প্রায় সাত বছর আগে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দিয়ে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে জিমটি খোলা হয়েছিল। উদ্বোধনের পর প্রথম প্রথম সেই জিমে সকাল ও বিকেলে মহিলারা ব্যায়াম করতে যেতেন। কিন্তু কয়েক মাস যেতে না যেতেই সেই সংখ্যা কমতে থাকে।

জিমের হাল ফেরাতে দার্জিলিং জেলা উইমেন্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশনের কাছে তার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অ্যাসোসিয়েশনের তরফে কয়েকদিন সেই জিম চালানোর পর প্রশিক্ষকের অভাবে বন্ধ রাখা হয়। তারপর প্রায় সাড়ে চার বছর ধরে বন্ধই পড়ে রয়েছে সেই জিম।

তৎকালীন ক্রীড়া বিভাগের মেয়র পারিষদ শংকর ঘোষের উদ্যোগে এই জিম চালু করা হয়েছিল। ট্রেডমিল, সাইক্লিং মেশিন, ওয়েট মেশিন সহ আরও কয়েকটি যন্ত্র এখানে রয়েছে। সকাল সাড়ে ৬টা থেকে সাড়ে ১০টা এবং দুপুর ৩টে থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মহিলারা সেখানে ব্যায়াম করতেন। ওই জিম চালু করার জন্য যে টাকা খরচ করা হয়েছিল, তা যেন জলেই গিয়েছে। তালাবন্ধ অন্ধকার ঘরে এত বছর ধরে ফেলে রাখা হয়েছে জিমের যন্ত্রপাতিগুলো। ইন্ডোর স্টেডিয়ামের দায়িত্বে থাকা রক্ষীর কাছে এব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'অনেকদিন ধরেই তো জিম বন্ধ রয়েছে।'

দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা ডলি দাস বলেন, 'জিমটা খোলা থকলে সেখানেই শরীরচর্চা করতে পারতাম। এখন তো চিকিৎসকরা শরীরচর্চার পরামর্শ দেন।'

এই জিম পুনরায় খোলার ব্যাপারে এখনও কিছু ভাবা হয়নি। জানিয়েছেন পুরনিগমের ক্রীড়া বিভাগের বর্তমান মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন। তবে সেই জিমের যন্ত্র অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়ারও কোনও পরিকল্পনা নেই।

ধরা পড়ল চোর

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : সাইকেল চুরি করার সময় মঙ্গলবার দুপুরে হাতেনাতে ধরা পড়ল এক তরুণ। শিলিগুড়ির সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায় দীর্ঘক্ষণ একটি সাইকেলের ওপর নজর রাখছিল ওই তরুণ। সুযোগ এসে যাওয়ায় সে সাইকেলটি নিয়ে চম্পট দেওয়ার চেষ্টা করে। কিছুটা রাস্তা চলে যাওয়ার পর বিষয়টি স্থানীয় এক ব্যক্তির নজরে পড়ে। তিনি দৌড়ে গিয়ে সাইকেল সহ ওই তরুণের পথ আটকে দাঁড়ান। মুহূর্তের মধ্যে সেখানে ভিড় করেন পথচলতিরা। এরপর প্রধাননগর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে সেই তরুণকে আটক করে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

সিকিম ও বাংলা পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিরা

তিস্তাপাড়ের ক্ষত দেখবে দল

সানি সরকার

ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলছেন রাজু বিস্ট। মহানদী এলাকায়।

শিলিগুড়ি, ৯ জুলাই : টানা বর্ষণের জেরে বেহাল হয়ে পড়া জাতীয় সড়ক এবং সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের জেরে খাত পরিবর্তন করা তিস্তার 'স্বাস্থ্য' পরীক্ষা করতে দল পাঠাচ্ছে কেন্দ্র। নদী এবং রাস্তার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞদের দুটি পৃথক দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। সিকিমের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা পরিদর্শনের কথা রয়েছে দল দুটির।

সম্প্রতি দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কাছে সিকিম পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। রাজ্যের পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের কাছে আর্থিক সাহায্য চেয়েছিলেন যেমন তিনি, তেমনই পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর কথা বলেছিলেন। মঙ্গলবার সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'তিস্তা এবং ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের জন্য কেন্দ্রের তরফে বিশেষজ্ঞদের দল পাঠানো হচ্ছে। কয়েকদিনের মধ্যেই ওই দল দুটি চলে আসবে বলে আশা করছি।' পাহাড় পথের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য চলতি সপ্তাহে কেন্দ্রের তরফে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানো হচ্ছে বলে এদিন জানান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টও। এদিন তিনি কার্শিয়াংয়ের মহানদী এলাকা পরিদর্শন করেন।

পাহাড়ে প্রবল বৃষ্টি হলেই ত্রাস হয়ে উঠছে তিস্তা। জল-যন্ত্রণায় চরম দুর্ভোগে পড়তে হচ্ছে তিস্তাপাড়ের বাসিন্দাদের। তিস্তার জল যে শুধু পাড়ের বাসিন্দাদের সমস্যা ডেকে আনছে তা নয়, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ভবিষ্যৎ নিয়েও প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে। ধসের জেরে বালি-পাথর যেমন পড়ছে রাস্তার ওপর, তেমনই ভূমিধসের জেরে একাধিক জায়গা বসে যাওয়ায় সিকিমের লাইফলাইন বেহাল প্রায় ১০ দিন ধরে। কবে রাস্তাটি দিয়ে যান চলাচল শুরু হবে, তা কিছুতেই স্পষ্ট হচ্ছে না। এ ব্যাপারে পরিষ্কার করে কোনও বার্তা দিতে পারছে না প্রশাসনও। এমন পরিস্থিতির জন্য সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয় যে দায়ী, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তবে তাঁদের বক্তব্য, লেক বিপর্যয়ের পর কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার যদি জিওলজিক্যাল সার্ভে করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিত, তাহলে এমন হত না। সার্ভে করা হলে তিস্তাকে শাসন করা যেত অনেক সহজে। তিস্তাগর্ভে পলিস্তর জমে যাওয়ার পরেও কেন ড্রেজিং করা হল না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে বারবার।

বিপর্যয়

- সাউথ লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর পথ বদলেছে তিস্তা
- চলতি বর্ষায় তিস্তার ভয়াল রূপে আতঙ্কে পাড়ের বাসিন্দারা
- ভূমিধসের জেরে বন্ধ ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক
- তিস্তা ও জাতীয় সড়কের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে দুটি প্রতিনিধিদল আসছে
- সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী ও দার্জিলিংয়ের সাংসদ সেকথা জানিয়েছেন

কয়েকদিন আগে দিল্লিতে গিয়ে কার্যত একই দাবি করেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। দিল্লি থাকাকালীন তিনি প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি রাজনাথ সিং, অমিত শা, নীতিন গড়করি সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত সিকিমের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্য ছাড়া যে সিকিমের পুনর্গঠন সম্ভব নয়, সেটাও স্পষ্ট করে দেন। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর অনুরোধ করেন।

এদিকে, তিস্তার জলস্ফীতিতে বারবার চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে তিস্তাবাজার, রম্ভি, মেল্লিবাজার সহ বেশ কয়েকটি এলাকাকে। সম্প্রতি এলাকাগুলিতে যান দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। সাংসদ বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী গড়করির সঙ্গে। এদিকে, ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের মতো বেহাল হয়ে পড়েছে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। সড়কটি অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে দার্জিলিং জেলা প্রশাসন। মঙ্গলবার মহানদী এলাকা পরিদর্শন করে বিস্ট বলেন, 'কয়েকদিনের মধ্যে বিশেষজ্ঞ দল আসছে। এবার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে রাস্তাটি তৈরি করা হবে।'

১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল থাকায় পরিবহণের ক্ষেত্রে যে সমস্যা হচ্ছে, তা নিয়ে কয়েকদিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পরিবহণ দপ্তরের সঙ্গে তাঁর সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর আলোচনায় বসবে বলে জানিয়েছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী।

বালির ট্র্যাক্টর পিষল খুদেকে, রাস্তা অবরোধ

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৯ জুলাই : নদী থেকে অবৈধ বালি পাচারের জেরে দুর্ঘটনা ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল ফাঁসিদেওয়া ব্লকের মুরালীগঞ্জ। মঙ্গলবার বালিবোঝাই ট্র্যাক্টরের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক খুদের। আশঙ্কাজনক আরও এক কিশোর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শোরগোল পড়ে যায় বিধাননগর লাগোয়া মুরালীগঞ্জে।

দুই ঘণ্টারও বেশি মুরালীগঞ্জ বাজারে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে টায়ার জ্বালিয়ে অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা। অবশেষে, পুলিশের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পেয়ে অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। যদিও এ নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন পুলিশকর্তারা।

মর্মান্তিক এই ঘটনার জেরে বুধারুগাঁও সংলগ্ন হোসেনপুরে শোকের ছায়া নেমে আসে। পুলিশ জানায়, দুর্ঘটনায় মৃতের নাম আশিয়ান খান (৪)। তার দাদা বছর সাতেকের আমান খানের অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকে মাটিগাড়ার এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাদের মা সিরাত খাতুনের বিহারে বিয়ে হয়েছিল। মাস তিনেক আগে স্বামী মহম্মদ আমিরের মৃত্যুর পর থেকে তিনি ছেলেদের নিয়ে হোসেনপুরে বাপের বাড়িতেই থাকেন।

এদিন ছেলেদের নিয়ে তিনি দোকানে যাচ্ছিলেন। বাদলাকাটায় পিছন থেকে বালিবোঝাই ট্র্যাক্টর ধাক্কা দেয়। গুরুতর জখম হয় আশিয়ান। এ পর্যন্ত বলে কান্নায় বাকরুদ্ধ হয়ে যান সিরাত খাতুন। অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বাদলাকাটা সহ সংলগ্ন একাধিক গ্রামে মহানন্দা নদী থেকে পুলিশ প্রশাসন ও রাজ্যের শাসকদলের এক শ্রেণির নেতাদের মদতে বালি পাচার চলছে। আশিয়ানের মামা মহম্মদ আফরোজ বলেন, 'বহুবার পুলিশ-প্রশাসনের কাছে বালি পাচার বন্ধের আর্জি জানিয়েও কাজ হয়নি।'

তাঁর অভিযোগ, একেবারে পুলিশের সামনেই এই কারবার চলছে। রাজ্যের শাসকদল জড়িত থাকায় পুলিশ কোনও পদক্ষেপ করে না। বালি পাচারের জন্যই ভাগ্নের এমন অকালমৃত্যু হল। ঘটনার পরই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। জাতীয় সড়ক অবরোধ করে দফায় দফায় চলতে থাকে বিক্ষোভ। পরিস্থিতি সামাল দিতে বিশাল পুলিশবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে বিক্ষোভ।

সৈয়েদাবাদ থেকে ভীমবার আর সোনাপুর থেকে মুরালীগঞ্জ পর্যন্ত জাতীয় সড়কে কলকাতাগামী বাস এবং উত্তর-পূর্ব ভারতগামী কয়েক হাজার দূরপাল্লার গাড়ি আটকে পড়ে। কয়েক কিলোমিটার দীর্ঘ যানজটে নাকাল হতে হয় যাত্রীদের। অবশেষে ট্রাফিক ইনস্পেকটর (গ্রামীণ) পূর্ণেন্দু সরকার লিখিত আশ্বাস দেন। তারপরই অবরোধ উঠে যায়। কয়েক ঘণ্টা পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সাত্তার হোসেন বলেন, 'বারবার পুলিশকে জানিয়েও মহানন্দা নদী থেকে বালি পাচারের কারবার বন্ধ করা যাচ্ছে না।'

দু'ঘণ্টা বন্ধ জাতীয় সড়ক

দুর্ঘটনায় ছোট ছেলে আশিয়ানকে হারিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন মা।

কলকাতা যাচ্ছেন পদ্মের বিক্ষুব্ধরা

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলায় বিজেপির কোন্দল আরও বাড়ল। বিক্ষুব্ধ নেতারা জলপাইগুড়ি জেলার দলীয় নেতৃত্ব বদলের জন্য ১৩ জুলাই কলকাতায় যাচ্ছেন। বিক্ষুব্ধরা সুকান্ত মজুমদার, অমিতাভ চক্রবর্তী, শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষের মতো শীর্ষস্থানীয় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে দেখা করে দ্রুত দলের জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি সহ অন্যান্য পদের নামের তালিকা প্রকাশের দাবি জানাবেন। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে জলপাইগুড়িতে বিজেপি শিবিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সহ সভাপতি তথা বিক্ষুব্ধ নেতা অলোক চক্রবর্তী মঙ্গলবার জানান, তিনি সহ অনুপ পাল, বঙ্কিমচন্দ্র রায়, দেবেন্দ্রনাথ পান্ডে, বিশ্বনাথ শীল, ত্রৈলোক্য রায় এবং কমলেন্দু দেব শর্মা ১৩ জুলাই কলকাতা যাচ্ছেন।

হেরোরাই তারকা, তোপ বিধায়ক দিন্দার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ জুলাই : বিজেপিতে যাঁরা হারবেন তাঁরাই তারকা। নাম না করে লোকসভা ভোটে দলের হেরে যাওয়া তারকা প্রার্থীদের কটাক্ষ করলেন ময়নার বিজেপি বিধায়ক অশোক দিন্দা। অশোকের প্রশ্ন, 'যাঁরা অন্য জায়গায় প্রচারে যান, তাঁরা কারা? তাঁরা কি আদৌ কোনও নির্বাচনে জিতেছেন?' ১৭ জুলাই বিজেপির রাজ্য কার্যকারিণী বৈঠক। রাজনৈতিক মহলের মতে, লোকসভা ভোটে প্রত্যাশা অনুযায়ী ফল না হওয়ায় কোণঠাসা রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে আসন্ন এই বৈঠককেই হাতিয়ার করতে চাইছেন অশোক দিন্দার মতো বিক্ষুব্ধরা।

লোকসভা ভোটের আগে দলের প্রচারে ৪০ জন তারকা প্রচারকের তালিকা ঘোষণা করেছিল দল। সেই তালিকায় প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি, লোকসভা ভোটে প্রার্থী দিলীপ ঘোষ থেকে শুরু করে হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায়, রাহুল সিনহা, শমীক ভট্টাচার্য, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্নিমিত্রা পলের মতো প্রভাবশালী সাধারণ সম্পাদক, রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সংগঠন অমিতাভ চক্রবর্তীরাও ছিলেন। এঁদের মধ্যে দিলীপ ঘোষ নিজের ভোটের পর দলের বাকি প্রার্থীদের জন্য তারকা প্রচারে শামিল হন। কিন্তু শেষমেশ নিজেই জিততে পারেননি। অথচ, অশোক দিন্দার মতো ক্রিকেট তারকাদের ভোটের প্রচারে সেভাবে ব্যবহারই করেনি দল। এই নিয়ে ক্ষুব্ধ ছিলেন অশোক।

পর্যবেক্ষকদের মতে, আসলে, নাম না করে এদিন দিলীপ ঘোষকেই ফের নিশানা করেছেন অশোক। এর আগেও হারার জন্য আসন বদল নিয়ে দিলীপ ঘোষের মন্তব্যকে কটাক্ষ করেছিলেন অশোক।

ক্রিকেটের মতো রাজনীতিতেও সোজা ব্যাটে খেলতে গিয়ে তাঁর এই ঠোঁটকাটা স্বভাবের জন্য ইতিপূর্বে বিজেপিতে মূল্য চোকাতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু তারপরেও শুভেন্দু ঘনিষ্ঠ ময়নার বিধায়ক অশোক যথারীতি বেপরোয়া। আসন্ন রাজ্য কমিটির বৈঠকের আগে দলের বিরুদ্ধে সরব হতে এখন থেকে অস্ত্রে শান দিচ্ছেন তিনি। এদিন দিন্দা বলেন, 'এক একজন ৪/৫ বার করে টিকিট পায়। কেন পাবে? দলে কি কোন প্রার্থী নেই? বৈঠকে আমাকে যদি বলার সুযোগ দেয় তাহলে এসব কথা অবশ্যই বলব।'

২৪-এর নির্বাচনে জেলা হিসাবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর পূর্ব মেদিনীপুরের রেকর্ড এবার যথেষ্টই ভালো। জেলায় এবারই প্রথম কাঁথি, তমলুকের মতো নতুন দুটি কেন্দ্র জিতেছে বিজেপি। রাজ্য বিজেপিতে সাংগঠনিক রদবদল আসন্ন। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, সেই হিসাবকে মাথায় রেখেই এদিন ময়নার বিধায়ক দলের কাছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গুরুত্ব দাবি করতে চান।

আরও তিনদিনের পুলিশ হেপাজত

চোপড়া, ৯ জুলাই : চোপড়া কাণ্ডে ধৃত ৪ জনের মধ্যে দুজনকে ফের ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিল ইসলামপুর আদালত। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল বলছেন, 'ধৃত তাহেরুল ইসলাম ও আবদুল রউফকে মঙ্গলবার ফের আদালত তোলা হয়। তাদের ৯ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছিল। বিচারক ৩ দিনের হেপাজত মঞ্জুর করেছেন।' এদিকে, এই ঘটনার পর সতর্ক হয়েছে পুলিশ, প্রশাসনও। এধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, এব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। গ্রামগঞ্জে সিভিক ভলান্টিয়ার ও ভিলেজ পুলিশকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। চোপড়া থানা এলাকার অন্য কোথাও কেউ অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকলে তাদের ব্যাপারেও খোঁজখবর নিতে শুরু করেছে পুলিশ।

সালিশি সভায় যুগলকে মারধরের ভিডিও ভাইরাল হয় গত ৩০ জুন। ওই দিনই পুলিশের জালে ধরা পড়ে মূল অভিযুক্ত তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবি। জেসিবিকে জেরা করে পরে পুলিশ আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছে চারজন। তবে, বাকি অভিযুক্তদের ধরতে টানা অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

সূত্রের খবর, ভাইরাল ভিডিওতে যাদের দেখা গিয়েছিল তারা এখন বাড়িছাড়া। অধিকাংশই বাইরে কোথাও আত্মীয়ের বাড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

এদিকে, ভাইরাল ভিডিও ঘিরে নির্যাতিতার অভিযোগই এখন সব মহলে চর্চার মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। ভিডিও ভাইরাল করার অভিযোগে সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম ও বিজেপি নেতা অমিত মালব্যর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ করেছেন নির্যাতিতা। বিরোধী শিবিরের বক্তব্য, ওই মহিলা আসলে শাসকদলের চাপে অভিযোগ করতে বাধ্য হয়েছেন। তৃণমূল নেতৃত্বের পালটা দাবি, নির্যাতিতা তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তে অভিযোগ করেছেন। এতে রাজনৈতিক কোনও হাত নেই। যদিও সংশ্লিষ্ট এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যে এখনও আতঙ্ক রয়েছে। ঘটনার ব্যাপারে সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে কেউ কোনওরকম মন্তব্য করতে চাইছেন না।

চামচ গরম করে নাবালিকাকে ছ্যাঁকা

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৯ জুলাই : খেলতে খেলতে এক শিশুর গায়ে ধূপকাঠির ছ্যাঁকা লেগেছিল। তার 'প্রতিশোধ' নিতে চামচ গরম করে ভাইঝির গায়ে ছ্যাঁকা দেওয়ার অভিযোগ উঠল কাকিমার বিরুদ্ধে। এমনকি মেয়েকে বাঁচাতে এসে আক্রান্ত হয়েছেন নির্যাতিতা শিশুর মাও। এই ঘটনায় পরিবারের তরফে অভিযুক্ত কাকিমার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হলেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। অবিলম্বে দোষীর গ্রেপ্তারের দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকার মানুষ।

হতবাক মালদা শহরের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের গান্ধিপার্ক এলাকার মানুষ। পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগে নির্যাতিতা শিশুর মা জানিয়েছেন, গত ৬ জুলাই তাঁর ১০ বছরের মেয়ে এলাকার বাচ্চাদের সঙ্গে খেলাধুলো করছিল। সন্ধে সাতটা নাগাদ তাঁর জা বাড়ির ভেতরে ঢুকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। হঠাৎ গরম করা চামচ দিয়ে তাঁর মেয়ের শরীরের একাধিক এলাকায় ছ্যাঁকা দিতে থাকে। মেয়ের চিৎকার শুনে বাঁচাতে গেলে তাঁকেও ছ্যাঁকা দেওয়া হয়। এরপর মেয়েকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে যান তাঁরা। দোষীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদনও পুলিশি অভিযোগে জানিয়েছেন ওই নাবালিকার মা।

অভিযুক্ত মহিলার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এক প্রতিবেশী মাম্পি দাস বলেন, 'শুনতে পেয়েছি, সন্ধের সময় খেলতে খেলতে অভিযুক্ত মহিলার বাচ্চার গায়ে ধূপকাঠির ছ্যাঁকা লেগেছিল। তার প্রতিশোধ নিতে ওই মহিলা নিজের জায়ের মেয়েকে চামচ গরম করে ছ্যাঁকা দেয়। নির্যাতিত বাচ্চার মা সেই সময় না থাকলে ওই বাচ্চার কী হত তা ভাবতে পারছি না। বাচ্চাটা মাঝেমধ্যেই আমাদের কাছে আসে। সেই সময় বাচ্চাটাও ওই মহিলার অত্যাচারের কথা বলেছে। আমরা ওই মহিলার শাস্তি চাই।'

আরেক বাসিন্দা পিউ অধিকারী বলেন, 'রাস্তায় বাচ্চারা খেলতে খেলতে যদি একে অপরকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়, তবে কি ওই বাচ্চার মা অপর বাচ্চাকে মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবে নাকি পুঁতে দেবে? এধরনের ঘটনা চলতে পারে না। আমরা ওই মহিলার শাস্তি চাই।'

চরতোর্ষা ডাইভারশনে ফাঁসল ট্রাক

ফালাকাটা, ৯ জুলাই : সোমবার সাত আর মঙ্গলবার আট ঘণ্টা অর্থাৎ ভোর ৪টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত যান চলাচল বন্ধ রইল ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার সড়কে। এদিনও চরতোর্ষা ডাইভারশনের অস্থায়ী বালি, বজরির রাস্তায় ফেঁসে যায় দূরপাল্লার পণ্যবাহী ১২ চাকার ট্রাক। অর্ধেক দিনের এমন ভোগান্তিতে কৃষক, নিত্যযাত্রী, স্কুল, কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। তবে সোমবার ডাইভারশনে ফেঁসে যাওয়া ট্রাকটি ছিল আলিপুরদুয়ারমুখী। আর মঙ্গলবার অসম থেকে আসা ট্রাকটি ছিল ফালাকাটামুখী।

সোনাপুর ফাঁড়ির ওসি অমিত শর্মার কথায়, 'ভোর রাতে ওই ট্রাকটি হয়তো শালকুমার মোড়, যোগেন্দ্রনগর হয়ে ফালাকাটা যায়। কারণ, পলাশবাড়ির দুর্বল কাঠের সেতুর উপর দিয়ে কোনওভাবেই গাড়িটি যেতে পারবে না। তবে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে।' চালক প্রশান্ত দাস জানান, 'অসম থেকে কলা নিয়ে ফারাক্কা যাচ্ছিলাম। চরতোর্ষায় এসে ফেঁসে যায়।'

পুনর্জন্মের মুখে

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার যাঁরা শিলিগুড়ি টেলিফোন এক্সচেঞ্জে এসেছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকে বেসরকারি সংস্থাগুলির প্রতি ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন। হায়দরপাড়ার বাসিন্দা চিরঞ্জিৎ পাল, চয়নপাড়ার বিশ্বজিৎ বর্মনদের কথায়, 'প্রথমে ফ্রি ডেটা পরিষেবা দিয়ে মানুষকে অভ্যস্ত করে দিয়েছিল। আর এখন বিপুল হারে ডেটা পরিষেবার মাশুল বাড়িয়ে দিচ্ছে। কারও কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। সরকার কিছুই বলছে না। বিএসএনএল তো একটা সময় সিংহভাগ মানুষ ব্যবহার করতেন। সেখানে ফিরে আসা ছাড়া উপায় নেই।'

এদিন বিএসএনএলের কর্মী-আধিকারিকরা সকাল থেকে পরিষেবা দিতে ব্যস্ত ছিলেন। সুদিন ফিরতে চলায় সকলের মুখেই চওড়া হাসি। শিলিগুড়ি সাব-ডিভিশন ইঞ্জিনিয়ার (গ্রাহক পরিষেবা) অমল রায় বললেন, 'শিলিগুড়ি অপারেশন এরিয়ার মধ্যে প্রতি আধ ঘণ্টায় ২৫টি নতুন কানেকশন হচ্ছে। গ্রাহক পরিষেবা দিতে রাত জেগে কাজ করতে হচ্ছে। অপারেশন এরিয়ায় প্রায় ৫০ শতাংশ এলাকায় ফোর-জি পরিষেবা চালু হয়ে গিয়েছে। আগামী দু'-এক মাসের মধ্যে গোটা অপারেশন এলাকায় ফোর-জি চালু হয়ে যাবে। ফাইভ-জি চালু করার ক্ষেত্রেও আমরা প্রস্তুত রয়েছি।'

বাড়তি আয়ের জন্য বিএসএনএলের অস্থায়ী কর্মী পঙ্কজ দাস নিয়মিত সাইকেল নিয়ে সিম বিক্রি করেন। এদিন দুপুরে কলেজপাড়ায় ওই ব্যক্তির সাইকেল ঘিরে গ্রাহকদের ভিড় লক্ষ্য করা গেল। সিম কেমন বিক্রি হচ্ছে? প্রশ্ন করতেই একগাল হাসলেন পঙ্কজ। তাঁর কথায়, 'সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টো পর্যন্ত ১৪টি সিম কার্ড বিক্রি করেছি। প্রত্যেকে অন্য নেটওয়ার্ক থেকে বিএসএনএলে আসছেন। গত কয়েকদিনে আমার কাছ থেকে গড়ে ২০টির বেশি নতুন সংযোগ হচ্ছে।'

দীর্ঘ বছর একটি বেসরকারি টেলিকম সংস্থার নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে আসছিলেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা উত্তম দত্ত। এদিন পঙ্কজের কাছ থেকে তিনি নিজের মোবাইলের নেটওয়ার্ক পরিবর্তন করে বিএসএনএলের পরিষেবা গ্রহণ করেন। উত্তমের কথায়, 'কাঠের কাজ করে সামান্য আয় করি। বেসরকারি নেটওয়ার্কের ট্যারিফ প্ল্যান রিচার্জ করা ক্ষমতার বাইরে চলে গিয়েছে। তাই এমন সিদ্ধান্ত।'

বিপত্তি।। পুরীর গুণ্ডিচা মন্দিরে রথ থেকে নামানোর সময় বলরামের মূর্তি পড়ে আহত হয়েছেন পাঁচ সেবায়েত। মঙ্গলবার। এরই মধ্যে আগামী রবিবার থেকে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের রত্নভাণ্ডার খুলে যাচ্ছে।

জওয়ানের স্ত্রীকে

প্রথম পাতার পর

শিখা অবশ্য রঞ্জন প্রসঙ্গে কিছু বলতে না চাইলেও ঘটনার নিন্দা করেছেন। তাঁর কথায়, 'খুব অন্যায় হয়েছে। এর আগেও এমন হয়েছিল, সেই সময়ও মধুমিতাকে প্রশাসনের কাছে যেতে বলেছিলাম। ও ঘরে ফিরে আসুক, আমরা নিরাপত্তা দেব। কেউ কিছু করতে পারবে না।'

কয়েকদিন আগেই চোপড়ায় সালিশি সভাকে কেন্দ্র করে গণপিটুনির ঘটনা ঘটে। ফুলবাড়ির বকরাভিটাতেও এমন মাতব্বরির কারণে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন এক তরুণী। লাগাতার এমন ঘটনা বেড়েই চলছে। এবারে গণপিটুনির অভিযোগ উঠল খোদ শিলিগুড়ি শহরের বুকে।

শান্তিনগরের বাড়িতে ছোট মেয়েকে নিয়ে থাকেন মধুমিতা। স্বামী বর্তমানে ভিনরাজ্যে কর্মরত। সোমবার সকালে প্রতিবেশী কয়েকজন মিলে মধুমিতাকে বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়লে মধুমিতার নাবালিকা কন্যাই তাঁকে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মঙ্গলবার ফের হাসপাতালে যান মধুমিতা। সেখান থেকে শান্তিনগরের বাড়িতে না গিয়ে শিলিগুড়ির এক আত্মীয়ের গোপন ডেরায় গিয়ে ওঠেন মেয়েকে নিয়ে। গোপন ডেরা থেকেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। তিনি বলছেন, 'দীর্ঘদিন আমার বাড়ির সামনের সরকারি রাস্তা কয়েকজন মিলে দখল করে রেখেছে। এলাকার কয়েকজন জমি মাফিয়া আমাকে ঘর ছাড়া করার জন্য কয়েক বছর ধরে বিরক্ত করছে। এর আগে বেশ কয়েকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে বিষয়টি জানিয়েছি। যদিও প্রশাসন ব্যবস্থা নেয়নি।' তাঁর দাবি, সোমবার অত্যাচার মাত্রাছাড়া হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই আশিঘর ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

ঘটনায় স্থানীয় তপতী মহন্ত, অর্চনা মহন্ত, ঝর্ণা দত্ত, প্রেরণা দত্ত, অনুজ দত্ত, গৌতম দত্ত, শিউলি মুখোপাধ্যায় সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ তুলেছেন তিনি। আড়াল থেকে মদত দেওয়ার অভিযোগ করেছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার বিরুদ্ধে।

রাস্তা দখলের অভিযোগের বিষয়টি এর আগে একাধিকবার টক টু মেয়র অনুষ্ঠানে জানিয়েছিলেন মধুমিতা। সেইসময় দেখা গিয়েছিল, রাস্তাটি পুরনিগমের ম্যাপেও রয়েছে। সেই সংক্রান্ত খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিতও হয়েছিল। কিন্তু কোনওবারই ব্যবস্থা নেয়নি পুরনিগম। এবারে পুলিশ কোনও ব্যবস্থা না নিলে বাড়ি ফিরতে পারবেন কি না, তা নিয়েও সংশয় প্রকাশ করেছেন মধুমিতা।

জলে ডুবে মৃত্যু, নিখোঁজ দুই

কিশনগঞ্জ, ৯ জুলাই : কিশনগঞ্জে মঙ্গলবার তিন ভিন্ন ঘটনায় জলে ডুবে একজনের মৃত্যু হয়েছে। অন্য দুজন নদীতে নেমে নিখোঁজ হয়েছেন। ঘটনাগুলি ঘটেছে পাহাড়কাট্টা থানার শীতলপুর, কোচাধামন থানার মোধো গ্রাম ও বাহাদুরগঞ্জের রূপনী গ্রামে। কারও পরিচয় জানাতে পারেনি পুলিশ।

প্রথমটি ঘটে কিশনগঞ্জের পাহাড়কাট্টা থানার শীতলপুর গ্রামের মাদ্রাসার কাছে। মঙ্গলবার দুপুরে স্থানীয় পুকুরে স্নানে নেমে উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরের বাসিন্দা পেশায় ফেরিওয়ালা এক তরুণের মৃত্যু হয়। তিনি হঠাৎই গভীর জলে তলিয়ে যান। স্থানীয়রা পুকুরে উদ্ধারকাজ চালিয়ে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন। পাহাড়কাট্টা থানার আইসি রঞ্জিত কুমার তাঁকে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এদিন জেলার কোচাধামন থানার মোধো গ্রামের মারিয়া নদীতে স্নানে নেমে এক তরুণ তলিয়ে যান। বাহাদুরগঞ্জের রূপনী গ্রামের জলধারা নদীতেও এদিন এক তরুণ তলিয়ে গিয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। শেষোক্ত ঘটনাগুলিতে কোনও দেহ উদ্ধার হয়নি। তাঁদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

পিকআপ ভ্যান উলটে মৃত ৩

রতুয়া, ৯ জুলাই : পিকআপ ভ্যানে ঢালাই মেশিন চাপিয়ে কাজে যাওয়ার সময় মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল তিন নির্মাণ শ্রমিকের। আহত হয়েছেন আরও দশজন। রতুয়া ২ ব্লকের পরানপুর গ্রামের ভালুকা রোডে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি উলটে গেলে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন শ্রমিকরা। ঘটনাস্থলেই মারা যান এক শ্রমিক। মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসার পথে মারা যান আরও দুইজন। আটজন শ্রমিককে মশালদহ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। দুর্ঘটনায় নিহত তিন নির্মাণ শ্রমিকের নাম যথাক্রমে রিন্টু আলি(২৮), তোফাজুল হক(২৮) ও রশিদুল হক (৩৪)। রিন্টু এবং তোফাজুলের বাড়ি রতুয়া-২ ব্লকের পরানপুর অঞ্চলের নমোটোলায়। রশিদুল বাবলাবোনার বাসিন্দা।

মঙ্গলবার সকালে ১১ জন শ্রমিক পিকআপ ভ্যানে হরিশচন্দ্রপুরে একটি বাড়িতে ছাদ ঢালাইয়ের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। পথে এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে পুলিশ জানায়।

আলু-পেঁয়াজ কিনেই

প্রথম পাতার পর

রসুনের দাম আরও চড়া। এদিন রসুন বিক্রি হয়েছে ২৫০ টাকা কিলো দরে। তবে বাজার বিশেষে কিলো প্রতি ৪-৫ টাকার পার্থক্য রয়েছে।

শিলিগুড়ির রবীন্দ্রনগর বাজারে এদিন সকালে গিয়ে দেখা গেল বাজার মোটামুটি ফাঁকা। তেমন প্রয়োজন না হলে কেউ আর বাজারমুখো হননি এদিন। রথখোলার কাছে বাজার করতে আসা স্থানীয় বাসিন্দা মনোরঞ্জন সরকারের কথায়, 'বাজারে তো রীতিমতো আগুন লেগেছে। নেহাত বাড়িতে অতিথি এসেছে। না হলে এই চড়া দামে সবজি কিনতে বাজারমুখো হতামই না।'

হায়দরপাড়া বাজারে আসা আশ্রমপাড়ার বাসিন্দা সুমনা বসু বললেন, 'কোনও জিনিসেই হাত দেওয়া যাচ্ছে না। ক'দিন আগেও ৫০০ টাকা নিয়ে বাজারে এলে ব্যাগ ভরানো যেত। কিন্তু এদিন বাজারে এসে যা দাম দেখলাম, তাতে ব্যাগ অর্ধেকও ভরল না। মানুষ কী খাবে বলুন তো।'

বিক্রেতারা অবশ্য বলছেন, তাঁরা নিরুপায়। কারণ তাঁরা পাইকারি বাজার থেকে যে দরে জিনিস কিনছেন তার থেকে অল্প কিছু টাকা বাড়িয়ে দাম ঠিক করেন। বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী সঞ্জয় দাসের বক্তব্য, 'আমাদের তো কিছু করার নেই দাদা। পাইকারি বাজারে দাম না কমলে খুচরো বাজারে দাম কমবে কী করে?'

শিলিগুড়ি রেগুলেটেড মার্কেট ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শিব কুমারের যুক্তি, 'বৃষ্টিতে সবজির ফলন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উৎপাদন কম হয়ে যাওয়ায় এই সমস্যা তৈরি হয়েছে।'

সরকারি নথিই ঢাল

প্রথম পাতার পর

শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থান ঠিক এমনটাই। প্রকাশ্যে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব বলছে, কোনও জমি মাফিয়াদের রেয়াত করা হবে না। অথচ তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতই বেআইনি রিসর্টকে আইনি করার সব রাস্তা খুলে দিয়েছে। সব জেনেবুঝেও কেন দিলেন ট্রেড লাইসেন্স? মান্তাদারির গত বোর্ডের গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান তৃণমূলের দীপক বিশ্বাসের কথা, 'নানারকম চাপ থাকে। তাই আমার সময় ট্রেড লাইসেন্স দিতে হয়েছিল। অত কাগজপত্র দেখা হত না। আবেদন করলেই দিয়ে দেওয়া হত। পঞ্চায়েত কর্মী, সচিবরাও দিয়ে দিতে বলতেন। আমি একবার বলেছিলাম সব নথি দেখে লাইসেন্স দিতে। সবসময় আমার কথায় কাজ হত না।' কীসের চাপ থাকত, কারা চাপ দিত সেসব নিয়ে অবশ্য মুখ খুলতে চাননি দীপক।

মান্তাদারির বর্তমান গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান অর্চনা রায় অবশ্য এসব নিয়ে কিছুই জানেন না বলে দাবি করেছেন। তবে রাখঢাক না রেখে দুর্নীতির কথা স্বীকার করে নিয়েছেন গ্রাম পঞ্চায়েত সচিব দেবাশিস মৈত্র। তাঁর বক্তব্য, 'আইন ভেঙে যে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়া হয়নি তেমন দাবি করছি না। নিশ্চয়ই কিছু বেআইনি কাজ হয়েছে। আপাতত উপরমহলের নির্দেশে লাইসেন্স প্রদান, নবীকরণ বন্ধ করা হয়েছে। বছরখানেক হল সব কাজই অনলাইনে হচ্ছে। কীভাবে অনলাইনে দুর্নীতি হচ্ছে তা আমাদের ধারণার বাইরে। হাতে হাতে ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার সময় নথি যাচাইয়ের মতো যথেষ্ট পরিমাণ কর্মীও আমাদের কাছে ছিল না। নানা কারণে এইসব হয়েছে।'

সবমিলিয়ে যত দিন যাচ্ছে ততই আরও গভীরে খোঁজ মিলছে দুর্নীতির শিকড়ের।

রায়গঞ্জে সন্ত্রাসের

প্রথম পাতার পর

বিজেপির জেলা কমিটির সহ সভাপতি নিমাই কবিরাজের অভিযোগ, 'আজ সকালেই কমলাবাড়ি এলাকায় আমাদের তৃণমূল ভয় দেখানোর পর আমাদের দুই কর্মীর আর দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।'

তৃণমূলের জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালার পালটা দাবি, 'হারবে জেনে সন্ত্রাসের গল্প বলে সহানুভূতি আদায় করতে চাইছে বিরোধীরা।' রায়গঞ্জ ছাড়া বুধবার ভোট হবে রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা ও মানিকচকে। এই মানিকচকের বিজেপি প্রার্থী কল্যাণ চৌবের বিরুদ্ধেই বোমা ফাটিয়েছেন কুণাল ঘোষ। ভোটের ২৪ ঘণ্টা আগে তাঁর অভিযোগ, কল্যাণ চৌবে তাঁকে ফোন করে পদের লোভ দেখিয়ে বিজেপিকে সহায়তা করার প্রস্তাব দেন।

সেই ফোন কলে (যার সত্যতা উত্তরবঙ্গ সংবাদ যাচাই করেনি) একজনকে বলতে শোনা যায়, তিনি জিতলে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি হিসাবে কুণালকে ক্রীড়াক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন। কল্যাণ অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি বলে আঙুল এখন তাঁর দিকে। কল্যাণ ফোনের কথা মানলেও বক্তব্য বিকৃত করার অভিযোগ তুলছেন।

তিনি বলেন, 'প্রার্থী হিসাবে আর পাঁচজনের কাছে যেমন, ওঁর কাছে তেমনই সাহায্য চেয়েছিলাম। কিন্তু পদ পাইয়ে দেব বলিনি। এটা সম্পাদনা করা হয়েছে। ফোনের অংশ প্রকাশ করা হয়েছে।' কুণালের চ্যালেঞ্জ, পুরো অডিও প্রকাশ করে তিনি তদন্তের জন্য সিবিআইয়ের হাতে তুলে দিতে প্রস্তুত। কল্যাণের পালটা দাবি, বিজেপিতে যোগ দিতে চান কুণাল। তাঁর কথায়, 'কিছুদিনের মধ্যে কুণাল ঘোষ বিজেপিতে যোগ দিলে আশ্চর্য হব না।' কুণাল পালটা বলেন, 'বিজেপিতে যোগ দিতে হলে 'পচা' কল্যাণকে তাঁর দরকার নেই। স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি কুণালকে চেনেন।'

নাছোড় মনোভাবই শক্তি ইংল্যান্ডের

পয়া জার্মানিতে পুনরুত্থানের আশায় ডাচরা

ডর্টমুন্ড, ৯ জুলাই : লড়াইটা বার্লিনের বোর্ডিং পাস পাওয়ার। কারণ, সপ্তাহান্তে চলতি ইউরো কাপের শেষ অধ্যায়টি সেখানকার অলিম্পিক স্টেডিয়ামে লেখা হবে। ইংল্যান্ড যেখানে টানা দ্বিতীয়বার ফাইনাল খেলার স্বপ্নে বিভোর, সেখানে ৩৬ বছরের অপেক্ষা মেটানোর আশায় বুক বাঁধছে ডাচরা।

সালটা ১৯৮৮। রুড গুলিট ও মার্কো ভ্যান বাস্তেনের গোলে সোভিয়েত ইউনিয়নকে হারিয়ে ইউরোপ সেরা হয়েছিল 'দ্য অরেঞ্জ'। সেই প্রথম ও শেষবার কোনও বড় প্রতিযোগিতা জেতে কমলাবাহিনী। সেবারের ও এবারের মধ্যে একটি মিল রয়েছে। সেবার জার্মানির মাটিতে সোনালি অধ্যায় লিখেছিল ইয়ান উটার্সের নেদারল্যান্ডস। ৩৬ বছর পর সেখানেই কি ফের ইতিহাস তৈরি করবে রোনাল্ড কোয়েম্যান ব্রিগেড?

তুরস্কের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার্র ফাইনালে কোডি গাকপোরা যেভাবে পিছিয়ে পড়েও ম্যাচের শেষ ২০ মিনিটে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন, তা অবশ্যই চিন্তায় রাখবে ইংল্যান্ডকে। আসলে প্রতিযোগিতায় এখনও পর্যন্ত ব্রিটিশরা যে খোলা মনে খেলতে পেরেছে, এমনটা নয়। কোচের পরিকল্পনা হোক কিংবা তারকা ফুটবলারদের পারফরমেন্স, প্রথম ম্যাচ থেকেই সমালোচনায় বিদ্ধ হচ্ছে থ্রি লায়ন্স। কিন্তু কোয়ার্টার্র ফাইনালে সুইৎজারল্যান্ডকে পেনাল্টি শুটআউটে হারানোর পর অনেক চনমনে ব্রিটিশ শিবির।

মাঝমাঠ নিয়ে সাউথগেটের সমস্যা অনেকটাই মিটিয়েছেন ১৯ বছরের কোবি মাইনো। আবার লিউক শ সুস্থ হয়ে ওঠায় সাইডব্যাক পজেশনে বিকল্প বেড়েছে। কোল পামার, ইভান টোনিরা পরিবর্ত হিসাবে নেমে ম্যাচে প্রভাবও ফেলছেন। তবে এখনও ছন্দের খোঁজে হ্যারি কেন। ৫ ম্যাচে এই কিংবদন্তি স্ট্রাইকারের নামের পাশে মাত্র ২ গোল। দলও সেভাবে গোলমুখ খুলতে পারছে না। এর সাফাইয়ে গ্যারেথ সাউথগেট বলেছেন, 'বড় মঞ্চে মারাত্মক চাপ নিয়ে ছেলেরা খেলছে। শেষ কয়েকটি ম্যাচে বিপক্ষ দল ৫ জনের রক্ষণভাগ তৈরি করে আমাদের আটকানোর চেষ্টা করেছিল। তাও আমরা নাছোড় মনোভাব দেখিয়ে এতদূর এগিয়েছি।'

আজ ইউরো কাপে
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

ইংল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডস
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট,
স্থান : ডর্টমুন্ড
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

অন্যদিকে, ডাচ দলটার নিউক্লিয়াস গাকপো ও জাভি সিমন্স। এঁরা যেমন গতিতে আক্রমণ তোলেন, তেমনই সময়মতো রক্ষণে নেমেও আসেন। ডাচ স্কোয়াডের অনেকেই ইংল্যান্ডে ক্লাব ফুটবল খেলেন। ফলে প্রতিপক্ষ ফুটবলারদের শক্তি ও দুর্বলতা সম্বন্ধে তাঁরা অবগত। জার্মানি প্রতিবেশী দেশ হওয়ায় যেখানেই মেম্ফিস ডিপেরা খেলছেন, সেই স্টেডিয়ামের গ্যালারিতেই উঠছে কমলা স্রোত, যা তাঁদের বাড়তি সুবিধা দিচ্ছে।

১৯৯৬ সালে ইউরোর গ্রুপ পর্বে ডাচদের ৪-১ গোলে পর্যুদস্ত করে থ্রি লায়ন্স। সেই শেষবার কোনও বড় প্রতিযোগিতায় এই দুই দল মুখোমুখি হয়েছিল। মাঝে ২৮ বছরের ব্যবধান। বৃহস্পতিবার কি সেই হারের বদলা নেবে ডাচরা? নাকি প্রথমবার নিজেদের দেশের বাইরে কোনও ফাইনাল খেলবে ইংল্যান্ড? উত্তর জানতে আর কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা।

দলকে ফাইনালে তুলতে তৈরি হচ্ছেন নেদারল্যান্ডসের মেম্ফিস ডিপে (বাঁয়ে) ও ইংল্যান্ডের জুডে বেলিংহাম।

ইংল্যান্ড বনাম নেদারল্যান্ডসের সেরা পাঁচ দ্বৈরথ

ভ্যান বাস্তেনের হ্যাটট্রিক

নেদারল্যান্ডসের একমাত্র বড় খেতাব ১৯৮৮ সালের ইউরো কাপ জয়। যা ফুটবল বিশ্ব মনে রেখেছে ফাইনালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে মার্কো ভ্যান বাস্তেনের অসাধারণ গোলের জন্য। গ্রুপ পর্বে বাস্তেনের দাপট টের পেয়েছিল ইংল্যান্ডও। যেখানে হ্যাটট্রিক করেন বাস্তেন। ৪৪ মিনিটে বাস্তেন ডাচদের এগিয়ে দেন। ৫৩ মিনিটে ব্রায়ান রবসন সমতা ফেরান। কিন্তু পরে পাঁচ মিনিটের ব্যবধানে বাস্তেনের জোড়া গোল ডাচদের জয় নিশ্চিত করে।

ইতালিতে ড্র

১৯৯০ সালের বিশ্বকাপে বড় টুর্নামেন্টে দুই দলের দ্বিতীয়বার দেখা হয়। ইতালির ক্যাগলিয়ারিতে গ্রুপ পর্যায়ের যে দ্বৈরথে ১৯৮৮ সালের ইউরোর একাধিক তারকা ছিলেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ডাচদের বর্তমান কোচ রোনাল্ড কোয়েম্যান। এবার বাস্তেনকে শান্ত রাখতে সক্ষম হয় ইংল্যান্ড ডিফেন্স। ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্য ড্রয়ে। পরে ইংল্যান্ড গ্রুপ টপার হয়ে সেমিফাইনালে পৌঁছায়। পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে ১-২ গোলে হেরে প্রি-কোয়ার্টার্র ফাইনালে বিদায় নেয় ডাচরা।

ইংল্যান্ডের বিশ্বকাপ মিস

১৯৯৪ সালের বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড টিকিট পায়নি। যার নেপথ্যে নেদারল্যান্ডস। যোগ্যতার্জন পর্বের প্রথম সাক্ষাৎকারে ওয়েম্বলিতে ডাচদের বিরুদ্ধে এগিয়ে গিয়েও ২-২ গোলে ড্র করে গ্রাহাম টেলরের ইংল্যান্ড। ফিরতি সাক্ষাৎকারে ইংরেজ তারকা পল গ্যাসকোয়েন নিবাসিত ছিলেন। ইংরেজরা ম্যাচ হারে ২-০ গোলে। একটি গোল এসেছিল কোয়েম্যানের থেকে। অথচ জিতলেই বিশ্বকাপের ছাড়পত্র পেয়ে যেত ইংল্যান্ড।

শিয়েরার-শেরিংহামের ডাবল

ডাচদের বিরুদ্ধে বড় টুর্নামেন্টে ইংল্যান্ডের প্রথম জয় ১৯৯৬ সালের ইউরো কাপে। সেবার গ্রুপ পর্বে ৪ পয়েন্টে থাকা অবস্থায় দুই দলের দেখা হয়। ইংল্যান্ড ম্যাচ জেতে ৪-১ গোলে। জোড়া গোলে স্মরণীয় জয় আনেন অ্যালান শিয়েরার ও টেডি শেরিংহাম। ম্যাচের শেষলগ্নে প্যাটট্রিক ক্লুইভার্ট ব্যবধান কমালেও লাভ হয়নি ডাচদের। পরে নেদারল্যান্ডস কোয়ার্টার্র ফাইনালে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হারে। সেমিফাইনালে টাইব্রেকারে জার্মানির কাছে হেরে বিদায় নেয় ইংল্যান্ড। গুরুত্বপূর্ণ কিক মিস করেন ইংল্যান্ডের বর্তমান কোচ গ্যারেথ সাউথগেট।

নেশনস লিগে ডাচদের জয়

দুই দলের শেষ দেখা ২০১৯ সালের নেশনস লিগের সেমিফাইনালে। সেদিন ৩-১ গোলে জেতে নেদারল্যান্ডস। অথচ ৩২ মিনিটে মার্কাস র‍্যাশফোর্ড ইংল্যান্ডকে এগিয়ে দেন। ৭৩ মিনিটে সমতা ফেরান ম্যাথিয়াস ডে লিট। ৯৭ মিনিটে ইংরেজ ডিফেন্ডার কাইল ওয়াকারের আত্মঘাতী গোল ম্যাচের টার্নিং পয়েন্ট হয়ে দাঁড়ায়। ১১৪ মিনিটে কুইন্সে প্রোমসের গোলে ফাইনালের টিকিট পায় ডাচরা।

সম্মুখসমরে

নেদারল্যান্ডসের জয় ৭। ইংল্যান্ডের জয় ৬। ড্র ৯

চর্চায় ডাচদের ইংল্যান্ড-যোগ

ডর্টমুন্ড, ৯ জুলাই : দীর্ঘ ২৮ বছর পর মুখোমুখি হতে চলেছে দুই হেভিওয়েট দল। তবে দুই শিবিরের ফুটবলাররা একে অপরকে ভালোভাবেই চেনেন। সৌজন্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ।

নেদারল্যান্ডস স্কোয়াডের সাতজন বর্তমানে ইংলিশ ক্লাবে খেলেন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হয়ে ডাচ সাইডব্যাক নাথান একের সঙ্গে ড্রেসিংরুম ভাগ করছেন ফিল ফোডেন ও কাইল ওয়াকার। আবার লিভারপুলের জার্সিতে কোডি গাকপো ও ভার্জিল ভ্যান ডায়েকের সঙ্গে লড়েন ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড ও জো গোমেজ। একইভাবে মিকি ভ্যান ডে ভেন (টটেনহ্যাম হটস্পার), মার্ক ফ্লেকেন (ব্রেন্টফোর্ড), বার্ট ভারব্রুগেন (ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন) ও রায়ান গ্রাভেনবার্চ (লিভারপুল) ব্রিটিশ ফুটবল সম্পর্কে অবগত। ফুটবলবিশ্বকে আলোচনার খোরাক জুগিয়েছে ডাচদের ইংল্যান্ড যোগ।

দ্বৈরথের আগে ইংল্যান্ডে ক্লাব ফুটবল খেলা প্রসঙ্গে গাকপো বলেছেন, 'লিভারপুলে যোগ দেওয়ার আগে লেফট উইঙ্গার ছিলাম। কিন্তু গত দেড় বছরে ক্লাবের প্রয়োজনে অন্য পজেশনে নিজেকে তৈরি করেছি। আমার মনে হয় দেশ বদলানোয় পারফরমেন্সে উন্নতি এসেছে। কোচ জুরগেন ক্লপের থেকে অনেক কিছু শিখেছি।' ২৫ বছরের স্ট্রাইকার যোগ করেন, 'অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে পরাজয় ছাড়া দল হিসাবে আমরা খুবই ভালো খেলেছি। আমরা নিজেদের ওপর আস্থা হারাইনি। আশা করব এতদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিযোগিতায় আরও দূর এগোবো।'

ম্যাচ প্রসঙ্গে টটেনহ্যামের ডাচ স্টপার মিকি বলেছেন, 'দুই দলেই সমমানের ফুটবলার রয়েছেন। তাই ম্যাচটি হাড্ডাহাড্ডি হবে। আশা করি বল দখলে রেখে ম্যাচটা আমরাই নিয়ন্ত্রণ করব। প্রতিনিয়ত সমালোচিত হওয়া সত্ত্বেও সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছে। তাই আমাদের জন্য কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে।' বলাই যায়, বিপক্ষ ফুটবলারদের খুঁটিনাটি জানায় বাড়তি সুবিধা পেতে পারে নেদারল্যান্ডস।

ডাচ শিবিরে মিনি ইংল্যান্ড

কোডি গাকপো, ভার্জিল ভ্যান ডায়েক, রায়ান গ্রাভেনবার্চ (লিভারপুল)। মিকি ভ্যান ডে ভেন (টটেনহ্যাম)। মার্ক ফ্লেকেন (ব্রেন্টফোর্ড)। বার্ট ভারব্রুগেন (ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ)।

নেদারল্যান্ডস শিবিরে সিপিআর দেওয়ার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন জাভি সিমন্স। মঙ্গলবার।

ছন্দহীন কেনের প্রশংসায় সতীর্থরা

ডর্টমুন্ড, ৯ জুলাই : দল সেমিফাইনালে কিন্তু অধিনায়ক ছন্দহীন। এমনিতেই সমালোচনায় জর্জরিত ইংল্যান্ড। তার ওপর দলের অধিনায়ক হ্যারি কেনের ছন্দহীনতা চাপে রেখেছে থ্রি লায়ন্সকে। শেষ পাঁচ আন্তর্জাতিক ম্যাচে মাত্র ২টি গোল করেছেন এই ইংলিশ স্ট্রাইকার। কিন্তু তারপরেও বায়ার্ন মিউনিখের গোলমেশিনেই আস্থা রাখছেন সতীর্থরা। ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড তো পরিষ্কা র বলেই দিলেন, 'ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সবাই চায়, কেন যেন দলে না থাকে। বক্সের আশেপাশে হ্যারি ভয়ংকর। যে কোনও জায়গা থেকেই গোল করতে পারে। আমি যাদের সঙ্গে খেলেছি তাদের মধ্যে কেনই সেরা ফিনিশার। নীচে নেমে খেলা তৈরি করার ক্ষমতাও ওর রয়েছে।' জাতীয় দলের জার্সিতে হ্যারি কেনকে ছন্দে না দেখা গেলেও সদ্য সমাপ্ত মরশুমে ক্লাবের জার্সিতে তিনি ছিলেন ভয়ংকর। বাভারিয়ানদের হয়ে ৪৫ ম্যাচে ৪৪ গোল করেছেন তিনি।

একই মত অভিজ্ঞ ইংরেজ ডিফেন্ডার লিউক শ-এর। তিনি বলেছেন, 'যে কোনও সময়ে গোল করে ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দিতে পারে হ্যারি কেন। ও আমাদের দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।' সেমিফাইনালে কোডি গাকপো, জাভি সিমন্সদের দৌড় আটকাতে সাউথগেটের তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন এই ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার। তিনি নিজেও বলেছেন, 'আমি এখন পুরোপুরি ফিট। আমার প্রধান লক্ষ্য দলকে জেতাতে সাহায্য করা।' যদিও লিউক প্রথম একাদশে থাকবেন কি না পরিষ্কার নয়। সেমিফাইনালে জুডে বেলিংহাম, বুয়াকো সাকারা খেললেও নেদারল্যান্ডসকে হারাতে সেই 'ছন্দহীন' অধিনায়কই তুরুপের তাস গ্যারেথ সাউথগেটের।

> ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সবাই চায়, কেন যেন দলে না থাকে। বক্সের আশেপাশে কেন ভয়ঙ্কর। যে কোনও জায়গা থেকেই গোল করতে পারে। আমি যাদের সঙ্গে খেলেছি তাদের মধ্যে কেনই সেরা ফিনিশার। নীচে নেমে খেলা তৈরি করার ক্ষমতাও ওর রয়েছে।
> **-ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড**

স্ট্রেচিংয়ে ইংল্যান্ড অধিনায়ক হ্যারি কেন।

খেলায় আজ

২০১৮ : রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে জুভেন্তাসে গেলেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। ১০৬০ কোটি টাকার চুক্তিতে তাঁর ক্লাব পরিবর্তন অর্থের নিরিখে সেরা চার দলবদলের তালিকায় জায়গা করে নেয়।

সেরা অফবিট খবর

ডিপিতে তেরঙা

টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের পর রোহিত শর্মা কেনসিংটন ওভালের মাঠে জাতীয় পতাকা পুঁতে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই ছবি ভাইরাল হয়েছিল। এবার সেই ছবিটাই সামাজিক মাধ্যমে রোহিত প্রোফাইল পিকচার করলেন।

ভাইরাল

'মিলারের ক্যাচ সেরা নয়'

ফাইনালে শেষ ওভারে সূর্যকুমার যাদবের নেওয়া ডেভিড মিলারের ক্যাচ ১৩ বছর পর ভারতকে বিশ্বকাপ এনে দিয়েছিল। তাঁর সেই ক্যাচের প্রশংসা করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তারপরও এটাকে নিজের সেরা ক্যাচ বলছেন না সূর্য। সেরা ক্যাচ হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন ৮ বছর আগে স্ত্রী দেবিশার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধাকেই।

সেরা উক্তি

দেশকে আরও বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দেব। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের হতাশ করব না।
-গৌতম গম্ভীর
(ভারতীয় দলের কোচ হওয়ার পর)

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. ইউরো কাপে একটি সংস্করণে সবচেয়ে বেশি গোল করার রেকর্ড কার দখলে রয়েছে?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. বেন স্টোকস, ২. কানাডা।

সঠিক উত্তরদাতারা

গৌরব দে সরকার, দেবব্রত সাহা রায়, তন্ময় সরকার, সবুজ উপাধ্যায়, মোহন বিশ্বাস, নীলেশ হালদার, নীলরতন হালদার, অসীম হালদার, নির্মল সরকার, কৌশোভ দে, স্মৃতি দাস, শিবেন্দ্র বীর, অভিজিৎ গুহ রায়, প্রকাশ মণ্ডল, সমরেশ বিশ্বাস, অমৃত হালদার, চঞ্চল রায়, আকাশ ভট্টাচার্য।

২৩ বছর পর কোপা জয়ের স্বপ্ন দেখছে কলম্বিয়া

দুই কোচের ফুটবল দর্শনের লড়াই

শার্লট, ৯ জুলাই : ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে মুখোমুখি দুই দেশ। একদিকে রয়েছে উরুগুয়ে, যারা মার্সেলো বিয়েলসার কোচিংয়ে ব্যর্থতার দীর্ঘ ইতিহাস মুছে সোনালি দিন ফেরাতে মরিয়া। অন্যদিকে, আর এক দেশ কলম্বিয়া, ২৩ বছর পর যাদের কোপা আমেরিকা জেতার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন কোচ নেস্টর লোরেঞ্জো।

কোপা আমেরিকায়
দ্বিতীয় সেমিফাইনাল

উরুগুয়া বনাম কলম্বিয়া
সময় : বৃহস্পতিবার, ভোর ৫.৩০ মিনিট
স্থান : শার্লট

চলতি কোপা আমেরিকায় সবচেয়ে বেশি গোল করেছে কলম্বিয়া (১১)। দলের আক্রমণভাগের নেতৃত্বে পুরোনো ছন্দে ফেরা হামেস রডরিগেজ। ১ গোল, ৫ অ্যাসিস্ট সহ সবচেয়ে বেশি গোলের সুযোগ (১৪) তৈরি করেছেন তিনিই। অন্যদিকে উরুগুয়ের ডারউইন নুনেজ, ফেডেরিকো ভালভের্দেরাও কম যান না। গোলসংখ্যার নিরিখে কলম্বিয়ার পরেই রয়েছে উরুগুয়ে (৯ গোল)।

তবে দুই দেশেরই সাম্প্রতিক পারফরমেন্স ছিল হতাশজনক। কাতার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি কলম্বিয়া। অপরদিকে, বিশ্বকাপের গ্রুপ লিগ থেকেই বিদায় নেয় উরুগুয়ে। দুই দেশের কোচিংয়ের দায়িত্ব নিয়ে দলের হাল ফেরান দুই আর্জেন্টাইন কোচ। নেস্টরের কোচিংয়ে শেষ দুই বছরে টানা ২৭ ম্যাচ অপরাজিত কলম্বিয়া। হারিয়েছে স্পেন, ব্রাজিল, জার্মানির মতো দেশকে। অন্যদিকে, বিয়েলসার আক্রমণাত্মক ফুটবল দর্শনে ইতিমধ্যেই নজর কাড়ছে উরুগুয়ে।

কোচ নেস্টরের কাছে ফলাফল তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেমিফাইনালের আগে তাঁর মন্তব্য, 'কলম্বিয়া সমর্থকদের আস্থা ফেরানোর কাজে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি । এবং নিজেদের সাফল্য আমরা শুধুমাত্র ম্যাচের ফলাফল দিয়ে বিচার করি না।' অন্যদিকে, বিয়েলসার দর্শনও অনেকটা একই-ম্যাচ জেতার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভালো ফুটবল খেলা। তাঁর বক্তব্য, 'দর্শকরা যদি ফুটবল দেখে আনন্দ না পায় তাহলে ফুটবলের আর্কষণ কমবে।' ফলাফল যাই হোক আরও এক দর্শনীয় ম্যাচের স্বাদ পাবেন ফুটবলপ্রেমীরা তা বলাই বাহুল্য।

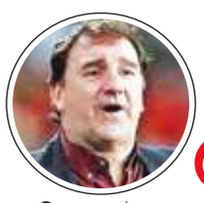

> কলম্বিয়া সমর্থকদের আস্থা ফেরানোর কাজে আমরা অনেকটাই এগিয়েছি। শুধুমাত্র ম্যাচের ফলাফল দিয়ে নিজেদের বিচার করি না।
> **নেস্টর লোরেঞ্জো**

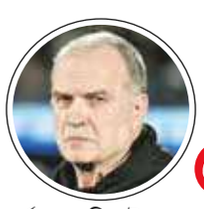

> দর্শকরা যদি ফুটবল দেখে আনন্দ না পায় তাহলে ফুটবলের আর্কষণ কমবে।
> **মার্সেলো বিয়েলসা**

মাঝমাঠে উরুগুয়েকে ভরসা দিতে প্রস্তুতি ফেডেরিকো ভালভের্দের।

'অসভ্য' দর্শকদের পালটা জকোভিচের

'গুউউউউউউড নাইট'

লন্ডন, ৯ জুলাই : সোমবার রাতে হোলগার রুনের বিরুদ্ধে স্ট্রেট সেটে জিতে উইম্বলডনের কোয়ার্টার্র ফাইনালে উঠেছেন নোভাক জকোভিচ। ম্যাচের থেকেও তাঁকে সাংবাদিক সম্মেলনে বেশি আক্রমণাত্মক মেজাজে পাওয়া গেল।

ম্যাচ চলাকালীন দর্শকরা বেশ কয়েকবার জোকারের উদ্দেশে টিটকিরি ছুড়ে দেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, জকোভিচকে বিদ্রুপের বদলে সমর্থকরা 'রুউউউউন' বলে চিৎকার করছিলেন। ঘটনা যাই হোক ম্যাচের পর 'অসভ্য' সমর্থকদের উপর ক্ষোভে ফেটে পড়েন জকোভিচ।

শুরুতে অবশ্য নোভাক বলেছেন, 'যাঁরা এত রাতেও খেলা দেখার জন্য এখানে এসেছিলেন তাঁদের ধন্যবাদ। একজন খেলোয়াড় হিসেবে এই সমর্থনই আমাদের প্রাপ্তি।' এরপরই ক্ষোভ উগরে দেন সার্বিয়ান তারকা। জোকারের কথায়, 'ভালোর পাশে সবসময় একটা খারাপ দিকও থাকে। দেখলাম, কিছু মানুষ সারাক্ষণ আমাকে বিদ্রুপ করে গেলেন, অভদ্রতা করলেন। তাঁদেরকে বলতে চাই গুউউউউউউড নাইট। আমি জানি, ওঁরা রুনকে সমর্থন করছিলেন। কিন্তু তার পাশাপাশি আমাকে বিদ্রুপও করেছেন।' জকোভিচকে সঞ্চালক বোঝানোর চেষ্টা করেন, ওরা শুধুই রুনকে সমর্থন করছিল। কিন্তু নাছোড় জকোর কথায়, 'আমি মানতে পারছি না। আমি ২০ বছর ধরে পেশাদার টেনিসে রয়েছি। এখানে কোন জিনিস কীভাবে হয় সেটা ভালোই বুঝি। যাঁরা আমাকে বিদ্রুপ করেছেন তাঁদের বলব, আমি এর চেয়ে আরও খারাপ পরিস্থিতিতে টেনিস খেলেছি। তাই আমাকে ছুঁতে পারবেন না।'

প্রথম সেট হেরেও সেমিফাইনালে উঠেছেন কার্লোস আলকারাজ গার্ফিয়া। ৫-৭, ৬-৪, ৬-২, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন টমি পলকে। তবে কোয়ার্টার্র ফাইনাল থেকে জানিক সিনার ছিটকে গিয়েছেন। ড্যানিল মেদভেদেভ ৭-৬ (৯/৭), ৪-৬, ৬-৭ (৪/৭), ৬-২ ও ৬-৩ গেমে সিনারকে হারিয়ে দেন।

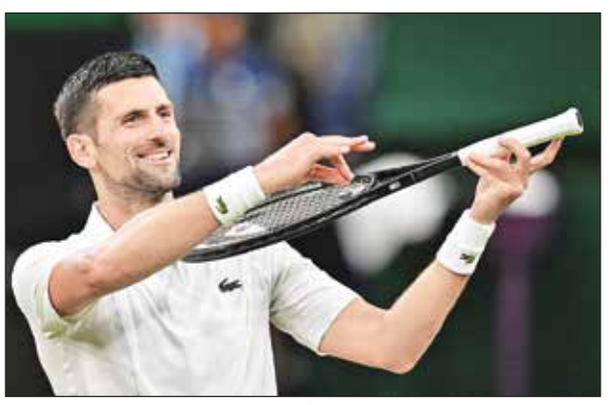

উইম্বলডনের কোয়ার্টার্র ফাইনালে ওঠার পর নোভাক জকোভিচ। লন্ডনে।

জুনের সেরা বুমরাহ, স্মৃতি

মুম্বই, ৯ জুলাই : জুন মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হলেন জসপ্রীত বুমরাহ ও স্মৃতি মান্ধানা। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে স্মৃতি ৩ ম্যাচে জোড়া শতরান করেন। টেস্টের একমাত্র ইনিংসে তাঁর ব্যাট থেকে আসে ১৪৯ রান। পুরুষ বিভাগে আইসিসি-র বিচারে জুন মাসের সেরা হওয়ার দৌড়ে ছিলেন টি২০ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ রানের মালিক আফগানিস্তানের রহমানুল্লাহ গুরবাজ। তালিকায় ছিলেন রোহিত শর্মাও। কিন্তু দুইজনকে টপকে সম্মাননলাভ বুমরাহর। প্রতিক্রিয়ায় বুমরাহ বলেছেন, 'জুন মাসের আইসিসি সেরা প্লেয়ার নির্বাচিত হয়ে আমি খুশি। স্পেশাল সম্মান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়েস্ট ইন্ডিজে গত কয়েক সপ্তাহ স্বপ্নের মতো কেটেছে। দল হিসেবে দারুণ উপভোগ করেছি। ভালো লাগছে ব্যক্তিগত প্রাপ্তির তালিকায় নতুন সংযোজন হওয়ায়। ভালো খেলার পাশাপাশি ট্রফি জিতে শেষ করা-স্পেশাল। চিরকালীন স্মৃতি।' অভিনন্দন জানিয়েছেন রোহিত, গুরবাজকেও। বুমরাহ বলেছেন, 'আমার অধিনায়ক রোহিত শর্মা এবং রহমানুল্লাহ গুরবাজকে অভিনন্দন জানাব এই সময়েই দুরন্ত পারফরমেন্স উপহার দেওয়ার জন্য।'

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ Swapno (Aryamaan Guha): Welcome to young adulthood. Now and from you are older than yesterday and younger than tomorrow. This is the magic of teenage. Unforgettable happiness is waiting for you. Make goals and start to travel. May your first footstep on teenage be a milestone. Happy 13th Birthday my SON shine. - Priyanka Guha (Mamma), Supratik Guha (Baba), Jalpaiguri.

নয়া কোচকে স্বাগত

অজয় জাদেজা : ভারতীয় ক্রিকেটে নতুন যুগের সূচনাকে স্বাগত। ভারতীয় দলের নতুন হেডকোচের দায়িত্বে গৌতম গম্ভীর। অনেক অভিনন্দন। জিজি-র অধীনে টিম ইন্ডিয়া নতুন উচ্চতা স্পর্শ করবে।

হর্ষ ভোগলে : ভারতীয় ক্রিকেটের মোস্ট ওপেন সিক্রেট অবশেষে সবার সামনে। ২০ বছর ধরে গৌতম গম্ভীরকে জানি। আমার বিশ্বাস, দারুণ কাজ করবে। যত্ন নেবে ভারতীয় ক্রিকেটের।

অনিল কুম্বলে : অভিনন্দন গৌতম গম্ভীর। অনেক শুভেচ্ছা।

কলকাতা নাইট রাইডার্স : জাতীয় দলকে কোচিং করানোর চেয়ে বড় সম্মান কিছু হয় না।

দায়িত্ব পেয়েই ঘোষণা নয়া কোচ গম্ভীরের

‘কথা দিচ্ছি দেশকে আরও বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দেব’

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৯ জুলাই : পথটা মসৃণ ছিল না। ছিল বিস্তর কাঁটা। দোসর হিসেবে এখন রয়েছে দেশের বিশ্বসেরা তকমা ধরে রাখার চ্যালেঞ্জও।

গৌতম গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হতে চলেছেন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এ সেই প্রতিবেদন অনেক আগেই প্রকাশিত হয়েছিল। মাঝে টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ জয়ের কারণে থমকে ছিল নয়া কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের উত্তরসূরির নাম ঘোষণা। নয়া কোচ নিয়ে জল্পনার মাঝেই রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সচিব জয় শা টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হিসেবে গম্ভীরের নাম ঘোষণা করে দিলেন সমাজমাধ্যমে। আর সেই ঘোষণার মিনিট কয়েক পরে গম্ভীরের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ বলে দিলেন, ‘জাতীয় দলের হয়ে দীর্ঘসময় খেলেছি। দেশের হয়ে বিশ্বকাপ জেতার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এবার জাতীয় দলের কোচের পদে চ্যালেঞ্জও নিচ্ছি। কথা দিচ্ছি, দেশকে আরও বিশ্বকাপ ট্রফি এনে দেব। ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীদের হতাশ করব না।’ জানা গিয়েছে, মোট তিন বছরের চুক্তিতে ২০২৭ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে নির্ধারিত থাকা একদিনের বিশ্বকাপ পর্যন্ত কোচের পদে থাকবেন গম্ভীর।

কলকাতা নাইট রাইডার্সের প্রাক্তন মেন্টর শেষপর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার কোচ হিসেবে কীভাবে দল পরিচালনা করবেন, ভারতীয় ক্রিকেটকে আগামীর কী দিশা দেবেন- সময়ই সব প্রশ্নের জবাব দেবে। তার আগে আজ রাতের দিকে গম্ভীরের নাম ঘোষণার পর ভারতীয় ক্রিকেটমহলে স্বস্তি ও অস্বস্তি, দুই রয়েছে। স্বস্তি, শেষপর্যন্ত নতুন কোচের নাম ঘোষণা হওয়ার। আর যাবতীয় জল্পনা সত্যি করে টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হয়েছেন গম্ভীরই।’ অস্বস্তি, নয়া কোচের বেতন থেকে শুরু করে তাঁর সহকারী নির্বাচন নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে বিস্তর অশান্তি হয়েছে ইতিমধ্যেই। তবে সহকারী কোচের তালিকায় বেশকিছু নাম উঠে এসেছে। অভিষেক নায়ার ব্যাটিং কোচ, লক্ষ্মীপতি বালাজির বোলিং কোচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। টি দিলীপ ফিল্ডিং কোচ থেকে যেতে পারেন বলে খবর। ভারতীয় ক্রিকেটের একাংশ ডব্লিউভি রামনকে ব্যাটিং কোচ হিসেবে চাইছে। কিন্তু জানা গিয়েছে, রামনকে নিয়ে গম্ভীর খুব একটা আগ্রহী নন। বোর্ড সচিব জয় অবশ্য যাবতীয় অস্বস্তিকে সরিয়ে নয়া কোচ হিসেবে গম্ভীরের নাম ঘোষণা করে বলেছেন, ‘আনন্দের সঙ্গে ভারতীয় ক্রিকেট দলের নয়া কোচ হিসেবে আমি গম্ভীরের নাম ঘোষণা করছি। আধুনিক ক্রিকেট সম্পর্কে ওয়াকিবহাল গম্ভীর। আমি, আমরা নিশ্চিত, উনি ভারতীয় ক্রিকেটকে সঠিক পথেই চালিত করবেন। তাছাড়া প্রতিনিয়ত বদলে চলা ক্রিকেটের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্যও গম্ভীরকে আমাদের যোগ্য বলে মনে হয়েছে।’ কোচ গম্ভীরের প্রথম মিশন হতে চলেছে শ্রীলঙ্কায়। রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিরা শ্রীলঙ্কা সফরে না গেলে হার্দিক পান্ডিয়া দলের অধিনায়ক হতে পারেন। কোচ দ্রাবিড়ের সঙ্গে ভারত অধিনায়কের সম্পর্কের রসায়ন কেমন হতে চলেছে, তা নিয়েও আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। যদিও বাইরের দুনিয়ার ভাবনাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়ে নয়া ইনিংসের জন্য স্টান্স নিয়ে ফেলেছেন কোচ গম্ভীর। এবার শুধু এগিয়ে চলার পালা। গম্ভীরের কথায়, ‘এগিয়ে চলার নামই জীবন।’

টিম ইন্ডিয়ার কোচের হটসিটে বসার পর এবার হয়তো গম্ভীর বলবেন, এগিয়ে চলার নামই ক্রিকেট। ১৪০ কোটি জনতার প্রত্যাশাটা ইতিমধ্যেই টের পেতে শুরু করেছেন তিনি।

মাঠে ময়দানে
গম্ভীরের কোচ হওয়া এখন সময়ের অপেক্ষা
সচিব জয়ের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা

২৮ মে উত্তরবঙ্গ সংবাদ গম্ভীরের কোচ হতে যাওয়ার কথা জানায়।

> **গম্ভীরের বার্তা**
>
> ভারত আমার পরিচয় এবং দেশের সেবা করা জীবনের সেরা প্রাপ্তি। আবার ফিরতে পেরে আমি সম্মানিত। এবার দায়িত্বটা আলাদা। কিন্তু লক্ষ্য সেই ভারতকে গর্বিত করা।

> **দেরি কেন?**
>
> বেতন নিয়ে দর কষাকষি।
>
> সহকারী নির্বাচন নিয়ে জটিলতা।

কেকেআরে গম্ভীরের উত্তরসূরি দ্রাবিড়?

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : এ যেন এক অদ্ভুত আদানপ্রদান! কলকাতা দিল ভারতকে। পালটা হিসেবে কলকাতাকে ফিরিয়ে দিল ভারত!

এখনও চূড়ান্ত হয়নি। হয়তো চূড়ান্ত হতে কিছুটা সময় লাগবে। নানা অঙ্ক ও সমীকরণের জাঁতাকলে আটকে রয়েছে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত।

গম্ভীর কেকেআর ছেড়ে টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যর হতে চলেছেন, এই খবর এখন সবারই জানা। কবে গম্ভীরের নাম টিম ইন্ডিয়ার নতুন কোচ হিসেবে ঘোষণা হবে, সেই জল্পনার মাঝেই আজ সর্বভারতীয় এক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে চমকপ্রদ তথ্য। দাবি করা হয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ দ্রাবিড় ২০২৫ সালের আইপিএলে কেকেআরের কোচ অথবা মেন্টরের দায়িত্ব নিতে চলেছেন।

প্রস্তাব রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্সেরও

তবে সব ঠিকমতো চললে ভারতীয় ক্রিকেট সমাজ এক অত্যাশ্চর্য আদানপ্রদানের সাক্ষী থাকতে চলেছে।

সৌজন্যে গৌতম গম্ভীর ও রাহুল দ্রাবিড়। প্রথমজন কলকাতা নাইট রাইডার্সকে তিন নম্বর আইপিএল ট্রফি দিয়ে নাইটদের মেন্টরের দায়িত্ব ছেড়ে ভারতমুখী। অপরজন টিম ইন্ডিয়াকে দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জিতিয়ে কেকেআর মুখী। যদিও কোনও আদানপ্রদান নিয়েই সরকারি ঘোষণা এখনও হয়নি। বরং ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরমহলের কেকেআরের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে রাহুলের এই ব্যাপারে আলোচনা অনেক দূর এগিয়েছে। সন্ধ্যার দিকে কেকেআরের এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, ‘দ্রাবিড়কে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত কিছুই হয়নি।’ সূত্রের খবর, দ্রাবিড়কে কেকেআরের কোচ হওয়ার জন্য প্রায় ১২ কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। দ্রাবিড় নিজে কী ভাবছেন, জানা নেই কারও। কেকেআর অবশ্য একা নয়, ভারতীয় ক্রিকেট সংসারের গুঞ্জন সত্যি হলে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুও নতুন কোচ হিসেবে দ্রাবিড়কে পেতে চাইছে। আরসিবি-র তরফেও রাহুলের কাছে প্রস্তাব রয়েছে।

অপরাজিত থেকে টিম ইন্ডিয়াকে দ্বিতীয় টি২০ বিশ্বকাপ জেতানোর পরই সাংবাদিকদের দ্রাবিড় বলেছিলেন, আগামী সপ্তাহ থেকে তিনি বেকার। সম্ভবত দ্রাবিড়ের এমন মনোভাবের কারণেই আইপিএলে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের আগ্রহ বেড়েছে তাঁকে নিয়ে। পরিবারের সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে বেশি করে সময় কাটানোর ভাবনা থেকেই টিম ইন্ডিয়ার কোচের পদে চুক্তি নবীকরণ করতে চাননি রাহুল। টাকার থলি নিয়ে আইপিএলের দুই ফ্র্যাঞ্চাইজি তাঁর পিছনে দৌড় শুরু করার পর কী হয়, সেটাই এখন দেখার। উল্লেখ্য, আইপিএলের সংসারে দ্রাবিড় নতুন নন। অতীতে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ ও মেন্টর হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর।

আনোয়ারকে নিয়ে জটিলতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : চুক্তি নিয়ে সমস্যা মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও আনোয়ার আলির মধ্যে।

আপুইয়া রালতের যোগদানে এবার যথেষ্ট শক্তিশালী সবুজ-মেরুন মাঝমাঠ। আগেই আছেন সাহাল আবদুল সামাদ, অনিরুদ্ধ থাপা, দীপক টাংরি, অভিষেক সূর্যবংশীরা। ফলে মাঝমাঠে আর কোনও বিদেশি নেওয়া হচ্ছে না আপাতত। মনে করা হচ্ছিল, জনি কাউকোর বদলে একজন নতুন বিদেশি আসবেন। কিন্তু সুত্রের খবর, আপাতত থাকছেন আর্মান্দো সাদিকু। তাঁকে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য রেখে দিতে চান হেডকোচ হোসে মোলিনা। তিনি মনে করছেন, এশিয়ার শক্তিশালী দলগুলির সঙ্গে

আপাতত থাকছেন সাদিকু

সাদিকুর মতো একজন শরীরি ফুটবল খেলা স্ট্রাইকার দলে থাকা দরকার। তাই আপাতত ডিসেম্বর পর্যন্ত থাকছেন তিনি। প্রয়োজনে জানুয়ারি ট্রান্সফার উইন্ডোতে পরিবর্ত নেওয়া হতে পারে। জেমি ম্যাকলারেনের নাম ঘোষণা আপাতত স্থগিত রাখা আছে। তবে এই মাসের শেষে মোলিনার আসার দিনক্ষণের আগেই সরকারিভাবে জানানো হবে ম্যাকলারেনের নাম।

এসবের মধ্যেই অবশ্য বাগান ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে ঝামেলা বেধেছে আনোয়ার আলির। চুক্তিসংক্রান্ত বিষয় নিয়ে দুই তরফের গোলমাল চলছে। যদিও অনেকেই মনে করছেন, এই ঝামেলায় হাত আছে রঞ্জিত বাজাজের। কারণ আনোয়ারের অলিখিত অভিভাবক তিনিই। মোহনবাগান ম্যানেজমেন্ট অবশ্য কোনওমতেই আনোয়ারের এজেন্টের বাড়তি দাবির কাছে মাথা নোয়াতে রাজি নয়। তাই শেষপর্যন্ত এই ভারতীয় ডিফেন্ডার অন্য দলে চলে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না।

‘আমার স্ত্রী বলে, তুমি আমার কাজের জগতের স্ত্রী’

নয়াদিল্লি, ৯ জুলাই : ঘোর কাটতেই চাইছে না। আবেগও পিছু ছাড়ছে না। আর সঙ্গে চলছে পরস্পরকে কুর্নিশ জানানোর খেলা।

একজন কোচ ও অধিনায়কের সম্পর্কের রসায়নটা ঠিক কেমন হওয়া উচিত? এমন প্রশ্নের জবাবে দুনিয়াজুড়ে চলবে তর্ক। তার মাঝেই আগামীর প্রজন্মের কাছে কোচ-অধিনায়কের সম্পর্কের চিরকালীন বিজ্ঞাপন হিসেবে হাজির রোহিত শর্মা ও রাহুল দ্রাবিড়।

২০২৩ সালের ১৯ নভেম্বর রাতে নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনাল হেরে গিয়েছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই হারের পরই কোচের পদ থেকে সরে যেতে চেয়েছিলেন দ্রাবিড়। কিন্তু একটি ফোন তাঁর সিদ্ধান্ত বদলে দিয়েছিল। সেই ফোন করেছিলেন অধিনায়ক রোহিত। বার্বাডোজে বিশ্বকাপ জয়ের পর সেকথা জানিয়েছিলেন দ্রাবিড় নিজেই। মানুষ ও ক্রিকেটার রোহিতকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন রাহুল।

আজ টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচকে পালটা প্রতিদান দিলেন রোহিত। সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টের মাধ্যমে রোহিত তাঁর প্রিয় রাহুলভাইয়ের

কোচ দ্রাবিড়কে কুর্নিশ অধিনায়ক রোহিতের

প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন। এমনকি রোহিতের স্ত্রী রীতিকা রাহুলভাইকে হিটম্যানের কাজের জগতের স্ত্রী আখ্যা দিয়েছেন বলেও জানিয়েছেন ভারত অধিনায়ক। ইনস্টাগ্রামে রোহিত লিখেছেন, ‘প্রিয় রাহুলভাই, মনের মধ্যে তোমায় নিয়ে থাকা অনুভূতি প্রকাশের জন্য শব্দ খোঁজার চেষ্টা করছিলাম। নিশ্চিত নই যে সেটা কখনও সঠিকভাবে করতে পারব বলে। অনেকের মতো আমিও ছোট থেকে তোমার খেলা দেখে বড় হয়েছি। তুমি ভারতীয় ক্রিকেটের কিংবদন্তি তারকা, মহীরুহও বটে। আমরা ভাগ্যবান যে তোমার সান্নিধ্য পেয়েছি। একসঙ্গে কাজের সুযোগ পাওয়াও বিরাট ব্যাপার। আমার স্ত্রী তোমায় আমার কাজের জগতের স্ত্রী বলে উল্লেখ করে।’

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বার্বাডোজে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। দলের কোচ হিসেবে দ্রাবিড়ের সেই প্রথম বিশ্বজয়ের স্বাদ পাওয়া। অধিনায়ক রোহিত তাঁর কোচকে কুর্নিশ জানিয়ে সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘রাহুলভাই, তোমার থেকে অনেক কিছু শিখেছি। যা আগামীদিনে আমার চলার পথে কাজে আসবে। তোমার সাফল্যের ভাণ্ডারে শুধু বিশ্বকাপেরই অভাব ছিল। সেটা একসঙ্গে অর্জন করতে পেরে আমি গর্বিত। তোমায় আমরা যখন যা মনে হত, বলতে পারতাম। একমাত্র তোমার পক্ষেই এভাবে সবাইকে মানিয়ে নিয়ে চলার দক্ষতা ছিল।’

পিছিয়ে পড়েও ফাইনালে স্পেন

মিউনিখ, ৯ জুলাই : ১২ বছরের অপেক্ষা শেষ করল স্পেন। পিছিয়ে পড়েও ফ্রান্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে তারা ফাইনালে চলে গেল।

অস্ট্রিয়া ম্যাচে নাকে চোট পাওয়ার পর থেকেই অনুশীলন হোক বা ম্যাচ মুখোশ লাগিয়েই মাঠে নামছিলেন কিলিয়ান এমবাপে। ইউরো কাপের সেমিফাইনালে তাঁকে মুখোশ ছাড়া নামতে দেখে চমকে যান ফরাসি সমর্থকরা। তাঁদের স্বস্তি দিয়েছিল ৮ মিনিটে র‍্যান্ডাল কোলো মুয়ানির গোল। যেভাবে এমবাপে বল পাওয়ার পর অপেক্ষা করে দুরন্ত ক্রস রেখেছিলেন মুয়ানির জন্য তারপর ভালো কিছুরই আশা করেছিলেন ফরাসি সমর্থকরা। যদিও গোলটি খেলার বিপরীতেই এসেছিল। এবারের ইউরোয় স্পেন মাঝমাঠের ইঞ্জিন বলা হচ্ছে রড্রিকে। এদিন তাঁর পাশে অনবদ্য ছিলেন ফ্যাবিয়ান রুইজও। তাঁদের একটু ওপর থেকে খেলা পরিচালনা করছিলেন পেদ্রির ছিটকে যাওয়ায় একাদশে সুযোগ পাওয়া ড্যানি ওলমো। দুই প্রান্তে লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস গতির ব্যবহারে ফরাসি ডিফেন্সকে চাপে রেখেছিলেন। তাই এগিয়েও স্বস্তিতে ছিল না ফরাসি ডিফেন্স। ২১ মিনিটে ইয়ামালের সমতার গোলটি ছিল অসাধারণ। পেনাল্টি বক্সের বাইরে থেকে ঠিক ডেভিড বেকহ্যামের স্টাইলে ধনুকের মতো বেঁকে তাঁর শট গোলে ঢোকে। সেইসঙ্গে ইউরোয় কনিষ্ঠতম ফুটবলার হিসেবে গোল করার রেকর্ড গড়ে ফেলেন ১৬ বছর ৩৬২ দিন বয়সের ইয়ামাল।

ফ্রান্স সেই ধাক্কা সামলানোর আগেই ২৫ মিনিটে ওলমোর গোলে এগিয়ে যায় স্পেন। বক্সের ভেতর থেকে জেসাস নাভাসের ক্রস হেড করে বের করে দিয়েছিল ফরাসি ডিফেন্স। কিন্তু ওলমো বল পেয়ে যান। তাঁর শট বের করতে গিয়ে শেষমুহূর্তে বল পায়ে লাগিয়ে ফেলেন ফ্রান্সের জুলস কুন্দে। রেফারি অবশ্য গোলটি ওলমোকেই দেন। ফ্রান্স এদিন অফফর্মে থাকা আতোয়াঁ গ্রিজম্যানকে একাদশে রাখেনি। তাঁর পরিবর্ত ওসমানে ডেম্বেলে ফরাসিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুযোগ তৈরি করলেও তাতে খুব বেশি লাভ হয়নি।

ইউরো কাপে কনিষ্ঠতম ফুটবলার হিসেবে গোল করে লামিনে ইয়ামাল।

ভারতে আসতে পারেন মেসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : সাম্প্রতিক অতীতে আর্জেন্টিনার বিশ্বজয়ী গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্টিনেজ কলকাতায় এসেছিলেন। আগামী বছরের শুরুতে ফুটবলের রাজপুত্র লিওনেল মেসিকে কলকাতায় দেখা যেতে পারে। এমনটাই দাবি বাঙালি উদ্যোগপতি শতদ্রু দত্তের। তাঁর আরও দাবি, মেসির আগে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া ও রডরিগো ডি পলকেও আনা হবে।

জয়ে ফিরল মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ জুলাই : অবশেষে কলকাতা লিগে জয়ে ফিরল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। ঘরের মাঠে আর্মি রেডকে ৩-১ গোলে হারাল তারা। সেইসঙ্গে কোনওক্রমে নিজের চাকরি বাঁচালেন মহমেডানের কোচ হাকিম সেগুন্ডো। এদিন জিততে না পারলে তাঁকে হয়তো সরিয়ে দেওয়া হত।

প্রথম গোলের জন্য ৩৭ মিনিট অপেক্ষা করতে হয় তন্ময় ঘোষদের। আর্মির ডিফেন্ডার সাফির মিস পাস ধরে গোলে শট নেন লালথানকিমা। গোলরক্ষক আবদুল কাদিরের গায়ে লেগে শট প্রতিহত হলে ফিরতি বলে গোল করেন ইসরাফিল দেওয়ান। প্রথমার্ধের সংযোজিত সময়ে নিজের দ্বিতীয় গোলটি করেন ইসরাফিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই তৃতীয় গোলের দেখা পায় মহমেডান। অধিনায়ক তন্ময় ঘোষের পাস থেকে ফিনিশ করেন অ্যাডিসন সিং। ৬৭ মিনিটে জোসেফ আর্মির পরিবর্ত খেলোয়াড় সমীর মুর্মুকে বক্সের মধ্যে ফাউল করে পেনাল্টি উপহার দেন। পেনাল্টি থেকে গোল করেন পারদীপ কুমার।

সমতায় ভারত

চেন্নাই, ৯ জুলাই : তৃতীয় টি২০ ম্যাচে দক্ষিণ আফ্রিকাকে ১০ উইকেটে সিরিজে সমতা ফেরাল ভারতীয় মহিলা দল। সিরিজ শেষ হল ১-১ ড্রয়ে। পূজা বস্ত্রকার (১৩/৪) ও রাধা যাদবের (৬/৩) বোলিংয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ১৭.১ ওভারে ৮৪ রানে অল আউট হয়। তাজমিন ব্রিটস (২০) ছাড়া তাদের কেউ কুড়ির গণ্ডি পেরোতে পারেননি। জবাবে ভারত ১০.৫ ওভারে বিনা উইকেটে ৮৮ রান তুলে নেয়। স্মৃতি মান্ধানা ৫৪ ও শেফালি ভার্মা ২৭ রানে অপরাজিত থাকেন।

NOTICE

Disha Dental Clinic (Dr. Sagarika Roy) bearing Clinical Establishment License No.32741756, under Govt. of W.B, situated at 341/1/N/1 Sister Nivedita Road, Pradhan Nagar, Siliguri, Dist-Darjeeling, Pin-734003, is being permanently closed at the mentioned address due to some unavoidable internal reasons and will be reopening soon at a new postal address. Therefore, the said license is being surrendered before the concerned Authority, for any query or claims regarding the closure the Authority is requested to kindly contact 8637057538 or at Disha Dental Clinic, Nivedita Road, Pradhan Nagar, Siliguri, Pin-734003.

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা বাবর আলি মন্ডল - কে 10.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 70C 53649 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই উপলক্ষটি আমার জীবনের সবথেকে আনন্দের মুহূর্ত ছিল। আমি জীবনে কখনোই ভাবিনি আমি একজন কোটিপতি হবো। ডিয়ার লটারি আমার জীবনকে উদ্দীপিত করেছে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জয়লাভের মাধ্যমে। আমাকে এমন একটি সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

যশস্বী-অভিষেকের আজ ‘অন্য’ যুদ্ধ

হারারে, ৯ জুলাই : আফ্রিকা মানে ওয়াইল্ডলাইফের খাজানা।

জিম্বাবোয়েও ব্যতিক্রম নয়। সফরকারী তরুণ ভারতীয় দলও যে স্বাদ থেকে বঞ্চিত নয়। রবিবার দ্বিতীয় ম্যাচের পর মাঝে দুইদিনের ব্যবধান। হাতের বাড়তি সময়কে কাজে লাগিয়ে ওয়াইল্ডলাইফ সাফারিতে সদলবলে শুভমান গিলরা।

জিম্বাবোয়ে ক্রিকেট এবং জিম্বাবোয়ে ট্যুরিজম যৌথভাবে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় এবং তাদের পরিবারের জন্য গতকাল সমস্ত ব্যবস্থা করে দেয়। ক্রিকেটের মাঝে একেবারে অন্যরকম অভিজ্ঞতা। অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগরা যা চেটেপুটে নেন।

ক্রিকেটাররাও নিজ নিজ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে ‘ডে আউট’-এর ছবি, ভিডিও পোস্টও করেন। আগামীকাল যে ফুরফুরে মেজাজ নিয়ে সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ফের আয়োজক জিম্বাবোয়ের মুখোমুখি শুভমান গিল ব্রিগেড।

প্রথম দুই ম্যাচ শেষে স্কোরলাইন ১-১। প্রথম ম্যাচে হারের ক্ষতে প্রলেপ অভিষেক, রুতুরাজ গায়কোয়াড়দের তূরীয় মেজাজে। বুধবাসরীয় হারারেতে ফের জিম্বাবোয়ে-বধের টার্গেট। লক্ষ্যপূরণে শামিল শুভমান-অভিষেকদের সঙ্গী বিশ্বজয়ী দলের তিন সদস্য যশস্বী জয়সওয়াল, সঞ্জু স্যামসন, শিবম দুবে।

সিরিজের শেষ তিন ম্যাচের জন্য যোগ দিয়েছেন যশস্বীরা। শিবম বিশ্বকাপে প্রথম একাদশে নিয়মিত সদস্য হলেও যশস্বী, সঞ্জুরা জায়গা পাননি। নিউ ইয়র্ক থেকে বার্বাডোজ দলের রিজার্ভ বেঞ্চে কাটিয়েছেন। স্বভাবতই মাঠে নামার জন্য বাড়তি ছটফটানি থাকবে।

যশস্বীদের যে ছটফটানির মধ্যে অন্য যুদ্ধ ভারতীয় শিবিরের অন্দরমহলে। যশস্বী বনাম অভিষেক। রোহিত শর্মার অবর্তমানে ওপেনিংয়ে যশস্বীকে অটোমেটিক চয়েস ধরা হচ্ছে। আগ্রাসী ব্যাটিংয়ে (১৬০ প্লাস স্ট্রাইক রেট) পিছিয়ে নেই বাঁহাতি মুম্বইকর। দ্বিতীয়জন অভিষেক আবার দ্বিতীয় ম্যাচে ৪৬ বলের সেঞ্চুরিতে অনেক ভাবনা গুলিয়ে দিয়েছেন।

প্রশ্ন, আগামীকাল যশস্বীর প্রত্যাবর্তনে ওপেনিং কম্বিনেশন কী হবে? শুভমান-যশস্বীই নেক্সট জেনারেশন দলের ওপেনিংয়ে এই মুহূর্তে প্রথম পছন্দ। শুভমান নিজেও জানিয়েছেন, ওপেনিং করতে ভালোবাসেন। ওপেন করতেও চান। ত্রয়ীর টক্করে ওপেনিং-ধাঁধার সমাধানের ‘স্বস্তির’ মাথাব্যথা ভিভিএস লক্ষ্মণদের।

সঞ্জুর আগমনে ধ্রুব জুরেল রিজার্ভ বেঞ্চে। বি সাই সুদর্শনের বদলে শিবম। ত্রয়ীর উপস্থিতিতে দলের শক্তি বাড়বে সন্দেহ নেই। তবে রিয়ানদের আরও একটা ম্যাচ সুযোগ দেওয়া উচিত বলে মনে করছেন অনেকে। কারণ অভিষেক ম্যাচে ব্যর্থতার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগই পাননি রিয়ান।

অপরদিকে, সিকান্দার রাজাদের জন্য দ্রুত অভিষেক-আতঙ্ক কাটিয়ে ওঠার পরীক্ষা। রুতুরাজের ক্লাসিক ইনিংস, রিঙ্কু সিংয়ের ফিনিশিং টাচে তৈরি হওয়া ফাঁকফোকর মেরামত করতে হবে ব্লেসিং মুজারাবানি, ডিওন মেয়ার্সদের। পরিস্থিতি না বদলালে ফের বড় হার এড়ানো কঠিন। অবশ্য প্রথম ম্যাচে ভারত-বধ থেকে উৎসাহ খুঁজতেই পারেন সিকান্দাররা। লক্ষ্মণদের যা নিয়ে সতর্ক থাকতেই হচ্ছে। অবশ্য বোলিং বৈচিত্র্য, ধারাবাহিতা স্বস্তির জায়গা ভারতের।

> **জিম্বাবোয়ে বনাম ভারত**
>
> **আজ তৃতীয় টি২০**
>
> **সময়** : বিকেল ৪.৩০ মিনিট
>
> **স্থান** : হারারে
>
> **সম্প্রচার** : সোনি টেন নেটওয়ার্ক